বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫

১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫

১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

উপস্থাপনা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের (১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ) সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৭ অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করছি।

(বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী)
বিচারক, আপীল বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

(বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী)
বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ
ও
কমিশনের সদস্য

(বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী)
বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ
ও
কমিশনের সদস্য

(মাহবুবে আলম)
অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ
ও
কমিশনের সদস্য

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
কমিশনের সদস্য

(মাহবুব আহমেদ)
সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
কমিশনের সদস্য

(আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক)
সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
কমিশনের সদস্য

(বিশ্বজিৎ চন্দ)
ডীন আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
কমিশনের সদস্য

(সৈয়দ আমিনুল ইসলাম)
রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট
ও
কমিশনের সদস্য

(এস এম কুদ্দুস জামান)
জেলা জজ, ঢাকা
ও
কমিশনের সদস্য

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	উপক্রমণিকা	১
২	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২
৩	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী	৬
৪	কমিশনের দায়িত্ব	৮
৫	কমিশন	৯
৬	মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত	১০
৭	কমিশনের পটভূমি	২৯
৮	কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী	২৯
৯	কমিশনের সভা	৩০
১০	কমিশন সচিবালয়	৫০
১১	কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট	৫৪
১২	লাইব্রেরি	৫৫
১৩	তথ্য প্রদান ইউনিট	৫৬
১৪	কমিশন সচিবালয়ের অফিস ভবন	৫৬
১৫	৯ম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা-২০১৪ এর বর্তমান চিত্র	৫৭
১৬	বিভাগীয় পরীক্ষা	৭০
১৭	কমিশনের আয়-ব্যয়	৭১
১৮	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৭৬
১৯	কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও আদেশ সমূহের পরিশিষ্ট সূচিপত্র	৭৭

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ভবন, ৭ম, ৮ম ও ৯ম তলা
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০ ।
ফোন ঃ (০২) ৯৫৭৪১৫৫
ফ্যাক্স ঃ (০২) ৯৫১৩৫৫৮, (০২) ৯৫৭৪২৬৪ (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক)
web : www.jscbd.org.bd

উপক্রমণিকা

ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণোৎসর্গ, দুই লক্ষেরও অধিক নারীর লাঞ্ছনা, এক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু জীবন সহ সাড়ে সাত কোটি মানুষের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব মানচিত্রে আমরা প্রিয় মাতৃভূমি 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। চূড়ান্ত বিজয়ের এক বছরের মধ্যেই আমরা পেয়েছি আমাদের পবিত্র সংবিধান যার প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

এটি অনস্বীকার্য যে, আইনের শাসন সর্বতোভাবে একটি নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রদানের গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কমিশন তার উপর অর্পিত এ পবিত্র দায়িত্ব দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। এ কমিশন আজ পর্যন্ত ১১৯৩ জন যোগ্য প্রার্থীকে সার্ভিসের প্রবেশ পদ তথা সহকারী জজ হিসেবে নিয়োগদানের সুপারিশ করেছে। ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর মাধ্যমে সাময়িকভাবে (Provisionally) উত্তীর্ণ ও মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীর ফলাফল গত ৩০/১২/২০১৫ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা শেষে অচিরেই যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগদানের সুপারিশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হবে।

এ কমিশন প্রতি বছর অন্ততঃ ২ (দুই) বার শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। জেলা জজসহ অধস্তন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজসহ জেলা জজ পদমর্যাদার অন্যান্য আদালত/ট্রাইব্যুনাল এর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসি আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ নামে ২টি খসড়া নিয়োগ বিধিমালা অত্র কমিশনের প্রস্তাবমতে চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালাদ্বয় প্রণীত হলে জেলার আদালতসমূহ সহ জেলা জজ পদমর্যাদার সকল আদালত/ট্রাইব্যুনাল এবং ম্যাজিস্ট্রেসিতে কর্মরত সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ-প্রক্রিয়া ও তাদের চাকুরীর শর্তাবলি বিষয়ে এ কমিশন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতিকে অধিকতর বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিজেএস পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও সিলেবাস সংশোধন বা পরিমার্জন এবং E-Application System চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৭ অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩১ মার্চের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এ লক্ষ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রণীত হয়েছে। কমিশনের সকল সম্মানীত সদস্য এবং কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় যথাসময়ে তা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে পরম করুণাময়ের নিকট সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান

২০১৫ সালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১০০ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৩,১৯০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। ১৪৯৬ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে ৪১৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪১৩ জন প্রার্থী মৌখিক (Viva) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রেরণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। বাছাইকৃত উক্ত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত প্রার্থীদের মনোনয়ন তালিকা নিয়োগের সুপারিশসহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর আইন ও বিচার বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উক্ত ১০০ জন প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদসমূহ যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ তাদেরকে সহকারী জজ পদে নিয়োগ প্রদান করবে।

- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে আরো ১১৫টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ইতোমধ্যে ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিজেএস পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসহ বিদ্যমান সিলেবাস সময়োপযোগী সংশোধনের নিমিত্ত চলতি বৎসরে কমিশন জনাব বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী-কে সভাপতি করে ৬ (ছয়) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি বিস্তারিত পরীক্ষা ও পর্যালোচনা অন্তে প্রতিবেদনসহ সিলেবাস সংশোধনীর জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত প্রস্তাবের উপর ইতোমধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রজ্ঞাপন আকারে তা প্রকাশের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশ সাপেক্ষে সংশোধিত সিলেবাসের ভিত্তিতে ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজনের নিমিত্ত শীঘ্রই বিধিমতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে।

- নবনিযুক্ত শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের ২০১৫ সালের ১ম অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা গত ২৯ ও ৩০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ইতোপূর্বে ৭ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সহকারী জজগণের ১ম ও ২য় অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ম বিজেএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। তারাসহ পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে অকৃতকার্য প্রার্থীগণ পরবর্তী বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

- জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানমতে ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি সংক্রান্ত পরীক্ষা জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। অথচ জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিধিমালা, ১৯৮৯ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত আদালতসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত পরীক্ষা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়, যা ম্যাজিস্ট্রেসীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই উক্ত ২টি নিয়োগবিধির বিদ্যমান অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে একটি সংশোধনী আনয়নের নিমিত্ত এ কমিশনের সাবেক সদস্য মাননীয় বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ বিশ্লেষণপূর্বক একটি তুলনামূলক চিত্র প্রস্তুতপূর্বক নিয়োগবিধিসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনের একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করে। জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিধিমালা, ১৯৮৯ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর অসঙ্গতিসমূহ দূরীকরণার্থে গঠিত উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংশোধনের প্রস্তাবটি আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গঠিত অপর একটি কমিটি দ্রুততার সাথে কাজ করে জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজসহ জেলা জজ পদমর্যাদার অন্যান্য আদালত/ট্রাইব্যুনাল এর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এর খসড়া প্রস্তুত করেছে যা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে তা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। উক্ত নিয়োগ বিধিসমূহে

প্রস্তাবিত সংশোধন আনয়ন করলে জজশীপ ও বিভাগীয় বিশেষ জজসহ মহানগর দায়রা জজ ও জেলা জজ পদমর্যাদার সকল আদালত/ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত পরীক্ষা ও স্থায়ীকরণের বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ এ সার্ভিস কমিশনের উপর ন্যাস্ত হবে। সেক্ষেত্রে কমিশনের কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে।

- বিজেএস পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে অধিকতর যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী ও আধুনিক করার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে কমিশনের Online Application Registration System এবং E-Library Management System বাস্তবায়নের নিমিত্ত UNDP এর JSF প্রকল্পের আওতায় একটি সীড ফান্ড প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে IT বিষয়ে সম্যক ধারণা আছে এরূপ একজনকে ইতোপূর্বে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার সহকারী প্রোগ্রামার পদে কমিশন সচিবালয়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে। একারণে নতুন করে ১ জনকে সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে নিয়োগের জন্যে ইতোমধ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। Online Application Registration System কার্যকর করার লক্ষ্যে IT Support তথা IT Equipment ক্রয় করার জন্য বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি কর্তৃক IT Equipment এর Need Assessment করা হয়েছে এবং তদানুয়ায়ী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্তরূপে Online Application Registration System চালু করা সম্ভব হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিদেশে অবস্থানরত প্রার্থীগণ অধিকহারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবে। একইসাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্র কমিশন তার সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে পারবে। আর E-library Management System চালু করা সম্ভব হলে কমিশনের লাইব্রেরীটি ব্যবহার-বান্ধব ও আধুনিক রূপ লাভ করবে।

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ভবনের ৮ম তলাস্থ একটি কক্ষ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে নির্ধারিত আছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বছরে তা একবারই ব্যবহার হয়। বাকী সময় এটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ কারণে সরকারী রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার জন্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত মতে উক্ত কক্ষটিকে ভাইভা কাম আরবিট্রেশন সেন্টার-এ রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। প্রতি ৩ ঘন্টার জন্য আরবিট্রেশন সেন্টারটির ভাড়া ৫,০০০/-টাকা

হারে আদায় করা হয়। এতে সরকারের রাজস্ব খাতে আয় বাড়ছে। উল্লেখ্য এ যাবত ৭,৫৫,৫০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা ভাড়া হিসেবে আদায় করা হয়েছে, যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজিত অর্থনৈতিক কোড "২১১১ ভাড়া আবাসিক" এ জমা প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন পদ সৃজনসহ শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

- ২০১৫ সালে বিভিন্ন বিষয়ে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় কমিশনের অধিকাংশ সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী

- এ কমিশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। নিজস্ব জায়গায় পৃথক ভবনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তা না থাকায় বিজেএস পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের নিরাপত্তা এবং স্থান সংকুলানের সমস্যা রয়ে গেছে। এ প্রেক্ষিতে অত্র কমিশন ভবন সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের অর্থাৎ ১৫, কলেজ রোডস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরের জায়গাটি (থানা ও মৌজা-রমনা, সি,এস খতিয়ান নং-১, দাগ নং-১০৮, আর,এস দাগ নং-১২৬৯, সিটি জরিপ দাগ নং-৪৮২১, জমির পরিমাণ .৩১৮০ একর, যেখানে অস্থায়ীভাবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কতেক কর্মচারী কাঁচা ঘরবাড়ি নির্মাণে বসবাস করছে।) কমিশন বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১৭/০৭/২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নং-বাজুসাকস/সচিব/ভবন/২০০৬ /২০(অংশ-১)/১৫৪ এবং ২০/০১/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নং-বাজুসাকস/সচিব/ভবন/২০০৬/২০ (অংশ-১)/১৭ স্মারকযুক্তে দু'টি পৃথক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দু'টির কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উক্ত জায়গাটি বরাদ্দ পাওয়া গেলে নিজস্ব ভবনে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ অফিস ভবন নির্মাণপূর্বক সেখানে কমিশন সচিবালয় পরিচালনা করা সম্ভব হতো এবং কমিশনের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত করা যেতো।

- এ বছর কমিশনের জন্যে নতুনভাবে সৃজিত ১০টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ছাড়পত্র প্রাপ্ত পদে জনবল নিয়োগ দেয়ায় জনবলের অপ্রতুলতা কিছুটা পূরণ হলেও কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে যথাসময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্ত আরও জনবল প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত জনবল নিয়মিত রাজস্ব খাতের আওতায় রূপান্তর করা প্রয়োজন। কমিশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকায় কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন পরীক্ষার যাবতীয় কাজের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জনবল নিরাপদ নয়। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পূরণ হওয়া পদ সমূহকে রাজস্ব খাতে নিয়মিত করার জন্য একটি প্রস্তাব আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ কমিশনের জন্য নির্ধারিত লিফ্‌ট পরিচালনার জন্য ১টি পদ, পিএবিএক্স অপারেটরের ১টি পদ সৃজনের বিষয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে এবং গাড়ী চালকের ১টি পদ সৃজনের বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন থাকায় লিফ্‌টম্যান, পিএবিএক্স অপারেটর ও গাড়ী চালকের অভাব এখনো রয়ে গেছে।

- এ কমিশনের একটি মানসম্পন্ন লাইব্রেরি রয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ল' জার্নাল, আইন, সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বিভিন্ন বই রয়েছে। কমিশন সচিবালয়ের আরবিট্রেশন সেন্টার পরিচালনার কারণে আরবিট্রেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত বিচারকগণ, আরবিট্রেটরগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আরবিট্রেশন সংক্রান্ত বইপত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে। এছাড়া বিজেএস পরীক্ষার আয়োজন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদের জন্য প্রার্থীতা বাছাই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে কমিশনের সম্মানিত সদস্যগণ, পরীক্ষকগণ এবং বিভাগীয়

পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ও কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বই ক্রয় করা আবশ্যক। চলতি অর্থ বছরে বইপত্র ক্রয় খাতে কেবলমাত্র ২ (দুই) লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে ২ (দুই) লক্ষ টাকা এবং এর আগের ২টি অর্থ বছরে মোট ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও চাহিদা অনুসারে আরও বই ক্রয় করা অতীব জরুরী। সেকারণে সংশ্লিষ্ট খাতে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- বিজেএস পরীক্ষা ও বিভাগীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমিশন সচিবালয়ের হেভিওয়েট ডুপ্লো মেশিন ও উন্নততর প্রিন্টিং মেশিনে ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রিন্টিং কাজের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিতকল্পে আরও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ডুপ্লো মেশিনসহ প্রিন্টিং মেশিন ও ফটোকপিয়ার ক্রয় করা আবশ্যক। সে লক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ পাওয়া প্রয়োজন।

- বিজেএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সাধারণত MCQ পদ্ধতিতে OMR সীটে গ্রহণ করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ কাজ OMR মেশিন দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কোন OMR মেশিন ও উক্ত মেশিন পরিচালনা করার মত দক্ষ জনবল নেই। ফলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত OMR মেশিনের মাধ্যমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয় এবং এজন্য উক্ত বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানকে চার্জ প্রদান করতে হয়। এ কারণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি OMR মেশিন অত্র কমিশন অফিসের টি,ও,এন্ড,ই-তে অন্তর্ভুক্ত ক্রমে ক্রয় করা একান্ত আবশ্যক। উক্তরূপে OMR মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহপূর্বক কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ করা গেলে এ কাজের অধিকতর গোপনীয়তা, নিরাপত্তাসহ সার্বিক মান সুনিশ্চিত করা যাবে। উল্লেখ্য ১টি OMR মেশিন অত্র কমিশনের টি,ও,এন্ড,ই-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশনের দায়িত্ব

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা ।

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা ।

- শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করা সহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

কমিশন

চেয়ারম্যান

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী
বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী
বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

জনাব মাহবুবে আলম
অ্যাটর্ণি জেনারেল, বাংলাদেশ।

জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জনাব মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জনাব বিশ্বজিৎ চন্দ
ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

জনাব এস এম কুদ্দুস জামান
জেলা জজ, ঢাকা।

মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী
(বিচারক, আপীল বিভাগ এবং কমিশনের চেয়ারম্যান)

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলাধীন খোকসা থানার রমানাথপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ধানমন্ডি ল' কলেজ থেকে এলএল.বি ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব সিদ্দিকী ২১ আগস্ট, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আইন পেশায় সনদ লাভের পর 'ঢাকা আইনজীবী সমিতি'র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। তিনি যথাক্রমে ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ও ২৭ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অতিরিক্ত অ্যাটর্ণি-জেনারেল এর পদ অলংকৃত করেছেন। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান আইন উপদেষ্টা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন, কুষ্টিয়া পৌরসভা, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানিসহ আরও অন্যান্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের আইন উপদেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব সিদ্দিকী ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক এবং ২৫ মার্চ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে একই বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে বিচারপতি সিদ্দিকী শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত "Conference of the South Asian Judges Regional Forum on Economic and Financial Crime"- এ অংশগ্রহন করেন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত "Environmental Justice"- শীর্ষক দক্ষিণ এশীয় কনফারেন্সে যোগদান করেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত "International Conference on Environment"- এ অংশগ্রহন করেন।

জনাব সিদ্দিকী মরহুম আব্দুল গফুর মোল্লা ও মরহুমা নুরজাহান বেগম এর পুত্র। দাম্পত্য জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
(বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ এবং কমিশনের সদস্য)

বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী এর জন্ম ৩০ মে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানাধীন দরগাহপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স, মাস্টার্স ও এলএল.বি ডিগ্রী লাভ করেন। ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুন্সেফ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন জজশীপে উচ্চতর বিচারিক পদে এবং জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ পর্যায়ে বিচারিক দায়িত্ব ছাড়াও তিনি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি সিদ্দিকী UNITAR ফেলো হিসাবে United Nations Organisations এর হেড কোয়ার্টার নিউইর্য়ক এবং নেদারল্যান্ডের হেগ এ Internationl Court of Justice থেকে আন্তর্জাতিক আইনের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। তিনি লন্ডনের The Royal Institute of Public Administration (RIPA) থেকে আইনের বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। তিনি দেশে-বিদেশে আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে যোগদান করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২৩ আগস্ট, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২৩ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একই বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী
(বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ এবং কমিশনের সদস্য)

বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী এর জন্ম ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বি,এ (অনার্স) এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.বি (ডিগ্রী) লাভ করেন। বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আইনজীবী সমিতি এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশন-এর সদস্য হয়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ চেম্বারে যুক্ত থেকে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকেন।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিচারপতি চৌধুরী যুক্তরাজ্যে যান। তিনি The Anglia Polytechnic University, Essex, United Kingdom থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে LL.B. (Hons) ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে Bar Council of England and Wales এর আওতাধীন The Council of Legal Education থেকে Bar Course সম্পাদন করেন এবং ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর The Honourable Society of Lincoln's Inn থেকে Call to the Bar হয়ে Barrister-at-Law সনদ প্রাপ্ত হন।

বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনস্থ '9 King's Bench Walk' Chambers থেকে Non-practicing 06 (six) Months Pupillage এবং পরবর্তীতে Practicing 06 (six) Months Pupillage সম্পন্ন করেন এবং উক্ত Chambers এ Tenancy প্রাপ্ত হন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে উক্ত Chambers, - এ যুক্ত থেকেই ইংল্যান্ডের Crown Courts, County Courts এবং The Royal Court of Justice, UK-তে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করেন। তিনি লন্ডনস্থিত Crown Prosecution Service (CPS) এর সদস্য হিসেবে বিভিন্ন কোর্টে State (Regina) এর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী হয়ে Prosecution মামলা পরিচালনা করেন। The Bar of England and Wales এর সম্মানিত সদস্য হিসাবে তিনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন আদালতে পারিবারিক, ফৌজদারী, দেওয়ানী, ইমিগ্রেশন ক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ বছর সুনামের সাথে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের 'Dr. Kamal Hossian & Associates' এর সদস্য হিসেবে এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে নিজের প্রতিষ্ঠিত Moinul Chowdhury & Associates' থেকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের High Court Division এ বিভিন্ন মামলা সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেন।

জনাব মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ২০০৫-২০০৬ মেয়াদে Bangladesh Supreme Court Bar Association এর নির্বাচিত Vice-President হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩০ জুন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে এবং ০৬ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি Human Rights International এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন যার হেডঅফিস U.K. তে অবস্থিত। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে দীর্ঘদিন যাবৎ সংগঠিত এবং পরিচালনা করেছেন।

বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী পেশাগত এবং ব্যক্তিগত কারণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত, সিংগাপুর, ইয়েমেন এবং রাশিয়া সফর করেছেন।

মাহবুবে আলম
(অ্যাটর্ণি জেনারেল, বাংলাদেশ এবং কমিশনের সদস্য)

জনাব মাহবুবে আলম-এর জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুন্সীগঞ্জ জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ (অনার্স), একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে লোক প্রশাসনে এমএ এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সিটি ল' কলেজ থেকে এলএল.বি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ইন্সটিটিউট অব কন্সটিটিউশনাল এন্ড পার্লামেন্টারী স্টাডিজ, নয়াদিল্লী, ভারত হতে কন্সটিটিউশনাল ল' এবং পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এর উপর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ডিপ্লোমা লাভ করেন।

জনাব আলম ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আইন পেশায় সনদ লাভের পর একই সনে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য হন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আপীল বিভাগে এ্যাডভোকেট হিসেবে এবং ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আপীল বিভাগে সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে সনদ লাভ করেন।

উচ্চতর আদালতে আইন চর্চাসহ দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মাহবুবে আলম নভেম্বর ১৫, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অক্টোবর ৪, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের অতিরিক্ত অ্যাটর্ণি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৩ ই জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যাটর্ণি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
(সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং কমিশনের সদস্য)

জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী-এর জন্ম ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক (সম্মান), ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে নৃ-বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর সিভিল সার্ভিস কলেজ, ওয়াশিংটন ডিসি'তে অবস্থিত বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউট, ইরানের তেহরানস্থ আইসেস্কো আঞ্চলিক কার্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন এ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি-জীবনে তিনি মাঠ পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পান। এরপর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সরকারের সচিব পদে পদোন্নতি পান। তিনি ৩০ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারপ্রাপ্ত সচিব ও পরবর্তীতে সচিব হিসেবে ২০ অক্টোবর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে, ২১ অক্টোবর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ তিনি সরকারের সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি পান।

দেশি ও বিদেশি অসংখ্য পেশাজীবী ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার সাথে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন। তিনি দেশের একজন প্রথিতযশা কবি। তাঁর লেখক নাম কামাল চৌধুরী। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ভারতের কোলকাতার সৌহার্দ্য সম্মাননা (২০০৩) এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি, বাংলা একাডেমির ফেলো এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য। ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে তিনি ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও আই সি-র ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি,

গাজীপুর-এর গভর্নিং বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর ১৫টি কবিতার বই, দু'টি সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ এবং বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ইরান, মিশর, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, ব্রাজিল, ইউএই, শ্রীলংকা, তুরস্ক, মরোক্কো, ফিলিপাইন্স, সুদান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কানাডা ও সুইজারল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মাহবুব আহমেদ
(সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কমিশনের সদস্য)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ বিগত ত্রিশ বছর থেকে বাংলাদেশের সরকারি কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন। ৬ জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্থ সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জনাব আহমেদ ইতোপূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপ সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আয়কর বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

জনাব আহমেদ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, Electricity Generation Company of Bangladesh (EGCB), ও Hygiene Sanitation and Water Supply (HYSAWA) 'র পরিচালকের পদ অলংকৃত করেন। তিনি বাংলাদেশ বিজনেজ প্রমোশন কাউন্সিল (BPC) এর চেয়ারম্যান পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে জনাব আহমেদ বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বৈঠক এবং মীমাংসা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি MC-9, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)'র বালি সম্মেলন (২০১৩) ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটন ডি, সি' তে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য প্রতিনিধির সম্মুখে জিএসপি শুনানীতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টিক্‌ফা স্বাক্ষর করেন ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম টিক্‌ফা ফোরাম মিটিং-এ বাংলাদেশের নেতৃত্বে দেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপে সফল বাণিজ্য মিশনে নেতৃত্বে দেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে তিনি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে বেকার যুবকদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রোগ্রাম গ্রহণে ও ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আই সি সি বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আহমেদ ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা; অভ্যন্তরীণ সম্পদ সম্প্রসারণ; পলিসি ও প্রয়োগ; বিভিন্ন প্রোগ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা; তদারকি ও প্রশাসন; সম্পদ বন্টন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা; মীমাংসা আলোচনা ও বিরোধ নিষ্পত্তি; সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাজের সমন্বয়; উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি; প্রোগ্রাম ও প্রকল্প যাচাই; বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ; উপাত্ত বিশ্লেষণ ও টেকনিক্যাল প্রতিবেদন প্রনয়ণসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও বিশেষ গুনের অধিকারী।

জনাব আহমেদ বিসিএস (১৯৮২) নিয়মিত পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন ও ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সহকারী কর কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে বি এস এস (সম্মান) ও এম এস এস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফিন্যান্স ও উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের Fullbright Exchange Program-এর অধীনে ১৯৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে হিউবার্ট হামফ্রি ফেলোশিপ (Hubert Humphrey Fellowship) সম্পন্ন করেন। তিনি কর্ণেল ইউনিভার্সিটি যুক্তরাষ্ট্র; ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, যুক্তরাজ্য; ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য; সিঙ্গাপুর সিভিল কলেজ, সিঙ্গাপুর; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, সিঙ্গাপুর ও ওয়াশিংটন ডিসি; বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন ডিসি; সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ; বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্টার এবং ট্যাক্সেশন ট্রেনিং একাডেমি, ঢাকা-এ অধ্যায়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন।

জনাব আহমেদ উন্নয়ন অর্থনীতির উপর ১৮টি প্রবন্ধ ও প্রতিলিপির প্রণেতা বা সহ-প্রণেতা। হিউবার্ট হামফ্রি ফেলোশিপের অভিজ্ঞতার উপর তাঁর লিখিত গ্রন্থ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কমিশনের সদস্য)

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক-এর জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায়। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এলএল.বি (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৬ আগস্ট, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিচার বিভাগে মুন্সেফ (সহকারী জজ) পদে যোগদান করেন। বিচারক হিসেবে কর্মকালে তিনি নীলফামারীতে মুন্সেফ, দিনাজপুরে যুগ্ম জেলা জজ, রাজশাহীতে যুগ্ম জেলা জজ সহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তিনি বিভিন্ন সময়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব (প্রশাসন), যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৪ জুন, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব হক দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহন করেন। তিনি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপাইন থেকে মানবাধিকার আইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ওয়াশিংটনে অবস্থিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে মানবাধিকার ও পরিবেশ আইনে 'পার্টিসিপেশন ডিপ্লোমা' ডিগ্রী লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি কয়েকটি দেশে শিক্ষা সফর করেছেন।

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ
(ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমিশনের সদস্য)

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার উলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.বি (অনার্স) এবং এলএল.এম ডিগ্রী অর্জন করেন। যুক্তরাজ্যের ইস্ট লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এলএল.এম ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ‘স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজ’ (SOAS), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-এর পিএইচডি প্রার্থী। তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জেলা জজ আদালতে এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। হাইকোর্ট বিভাগে তিনি স্বর্গীয় সুধাংশু শেখর হালদারের জুনিয়র হিসেবে আইন চর্চা করেন।

জনাব চন্দ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষক হিসেবে তাঁর শিক্ষকতা পেশা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে আইন অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তদুপরি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত সেন্টার অব একেসলেন্স ইন টিচিং এ্যান্ড লার্নিং এর পরিচালক হিসেবে এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আইন অনুষদের বিভিন্ন কোর্সের পাঠদান সহ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) ও আইন বিভাগের এমফিল এবং পিএইচডি ফেলোদের থিসিস তত্ত্বাবধান করেন। তিনি রাজশাহীর সারদায় অবস্থিত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির ‘মাস্টার অব পুলিশ সায়েন্স’ প্রোগ্রামে সহকারী পুলিশ সুপারদের পাঠদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স (LSE) এবং SOAS-এ আইন বিষয়ে পড়ান। তিনি জার্মানির বার্লিনে জার্মান ফেডারেল ফরেন অফিসে জার্মান কুটনীতিকদের ‘Law in Muslim Contexts and Religion, Society and Politics’ বিষয়ে পাঠদান করেন।

জনাব চন্দ Legal Pluralism, South Asian and Bangladeshi law, society, culture, religion, and human rights এর উপর SOAS Law School in London এ খন্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসেবে প্রফেসর ওয়ার্নার মেনস্কির সহিত গবেষনা পরিচালনা করেন। তিনি লন্ডনের আগাঃখান ইউনিভার্সিটির Institute for the Study of Muslim Civilizations (ISMC) এর খন্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসেবেও কাজ করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের মে থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুন পর্যন্ত সেইজ কর্তৃক

প্রকাশিত আন্তর্জাতিকভাবে সুবিখ্যাত বহুমাত্রিক গবেষণা জার্নাল South Asia Research-এর সম্পাদনা সহকারী ছিলেন।

তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যেমন, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির কিংস কলেজে, লন্ডন ইউনিভার্সিটির SOAS-এ, ডেনমার্কের অরহাজ ইউনির্ভাসিটিতে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কলকাতায় অবস্থিত ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্স-এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত আইনের ছাত্রদের জন্য ELCOP কর্তৃক আয়োজিত হিউম্যান রাইটস সামার স্কুল, বাংলাদেশের রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করেন।

The Oxford University Press কর্তৃক প্রকাশিত *The Oxford International Encyclopedia of Legal History* - এ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জনাব চন্দ লন্ডনের CEMS, SOAS কর্তৃক ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Cancer of Extremism in Bangladesh: Proceedings of the European Human Rights Conference on Bangladesh: Extremism, Intolerance & Violence* নামক ২টি পুস্তক প্রফেসর ওয়ার্নার মেনস্কির সাথে সম্পাদনা করেন।

জনাব চন্দ প্রায়ই UK এবং ইউরোপের বিভিন্ন আদালত থেকে বাংলাদেশী এবং দক্ষিণ এশিয় আইন, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও মানবাধিকার এর উপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ প্রাপ্ত হন।

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
(রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও কমিশনের সদস্য)

জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম গত ০১/০১/১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাবনার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে এলএল.বি (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই তিনি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং জুডিসিয়াল সার্ভিসের বিভিন্ন স্তরের পদে কৃতিত্বের সাথে কাজ করেন। তিনি ইতোপূর্বে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার এবং গাজীপুর ও ফেনীর জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং একই মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন বাংলাদেশের গরীব, দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল জনগণকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, শিক্ষা সফর ও সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালী, ভারত, সুইডেন, ডেনমার্ক, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং হাঙ্গেরী ভ্রমণ করেছেন। তিনি বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউটের একজন নিয়মিত প্রশিক্ষক। তাঁর লেখা *'Overview of Government Legal Aid System'* শীর্ষক প্রবন্ধটি জাতীয় দৈনিক *'The Daily Star'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এস এম কুদ্দুস জামান
(জেলা জজ, ঢাকা ও কমিশনের সদস্য)

জনাব এস এম কুদ্দুস জামান ১২ আগস্ট, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজবাড়ী জেলার ভবানীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম এস এম হামিজউদ্দীন এবং মাতার নাম মরহুমা হামিদা বেগম। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এলএল.বি (সম্মান) এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এলএল.এম ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুন্সেফ পদে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে গত ৯ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ৬ (ছয়) বছর কাজ করেছেন। তিনি *International Judge of United Nations* হিসেবে পূর্ব তিমুর-এ দু'বছর এবং *Legal Advisor* পদে *UNDP*, সুদানে চার বছর কাজ করেন। এছাড়াও তিনি *UNDP* এবং *Supreme Court of Bangladesh* এর যৌথ উদ্যোগে গৃহিত *Judicial Strengthening Project (JUST)* -এর প্রকল্প পরিচালক এবং *World Bank* -এর অর্থায়নে *Legal and Judicial Capacity Building Project*-এর অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক পদ অলংকৃত করেন।

জনাব জামান তাঁর বর্ণময় কর্মজীবনে বাংলাদেশ আইন কমিশনে সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে স্পেশাল অফিসার ও রেজিস্ট্রার হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত আছেন।

তিনি *Canada-Bangladesh Legal Reforms Project* আয়োজিত *"Certificate Course on Public International Law"*, *UNDP* আয়োজিত *'Certificate Course on Gender Sensitivity and Sexual Harassment in the Workplace'*, *'Certificate Course on Human Rights'*, *'Certificate Course on Information and Communication Technology'* সম্পন্ন করেছেন।

জনাব জামান ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত *Commonwealth Law Conference,* ২০০০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত *World Intellectual Property Organisation Regional Workshop on Enforcement of Copyrights in Asia,* ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত

International Workshop on Judicial Integrity in South East Asia, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত *"International Symposium on the Role of Constitutional Courts in the Movements of Rights and Freedoms in the 21st Century"*-এ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি *Study Tour for Exploring the ways and Means for Introducing Plea Bargain in the Criminal Justice System in Bangladesh*-এ *USA, Study Tour on the Methodology of Law Reforms*-এ *UK, SriLanka, India, Experience sharing Tour*-এ *USA, Canada* ভ্রমণ করেছেন।

কমিশনের ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করছেন মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা ।

মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ । বাঁ দিক থেকে সর্বজনাব সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাহবুবে আলম, বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (চেয়ারম্যান), বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী, মাহবুব আহমেদ, আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, এস এম কুদ্দুস জামান ও বিশ্বজিৎ চন্দ ।

মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ । বাঁ দিক থেকে সর্বজনাব মোঃ রাশেদুর রহমান, এস এম আনিসুর রহমান, শর্মিলা রায়, আশিকুল খবির, পরেশ চন্দ্র শর্ম্মা (সচিব), বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (চেয়ারম্যান), শেখ আশফাকুর রহমান, মোহাম্মদ আল মামুন, মোঃ আরিফুল ইসলাম ও শাহরিয়ার আরাফাত ।

কমিশনের ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী।

কমিশনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রথমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করতঃ ১১-সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে বর্তমানে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১১ এর স্থলে ১০-এ নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত বিধিমালা অনুসারে বর্তমানে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ হচ্ছে অত্র কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়। সকল প্রকার আর্থিক মঞ্জুরী, সহায়ক জনবল এর মঞ্জুরী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত সকল প্রকার পত্র আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সকল যোগাযোগ আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমেই করতে হয়। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত আছে। তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারেন।

কমিশনের কার্যাদি সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করতে পারে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করে।

কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারেন। কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে মাননীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

সার্ভিসের প্রবেশপদে সহকারী জজ নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন ঃ-

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে।

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে।

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে।

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উল্লিখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের নিয়োগের নিমিত্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকরতঃ তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

■ কমিশনের সভা

কমিশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা তথা কমিশনের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াবলীর আলোকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ৯০তম থেকে ৯৭তম সর্বমোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে সংশ্লিষ্ট আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে কমিশনের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ও যথাযথ কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তবলী গৃহীত হয়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিশনের ৮টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ এবং এগুলো বাস্তবায়নের বর্ণনা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

আলোচ্যসূচি ঃ *JSF*-প্রকল্প সহযোগিতায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১৪-১৯ খ্রিস্টাব্দের কৌশল পত্রের খসড়া অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১৪-২০১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তাবিত খসড়া কৌশলপত্র অধিকতর সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন সহকারে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

খ) কমিশনের জন্য প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত ২০১৪-২০১৯ খ্রিস্টাব্দের অনুমোদিত কৌশলপত্রটির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য উক্ত কৌশলপত্রটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ ৯০তম সভায় অনুমোদিত খসড়া কৌশলপত্রটি অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত মুদ্রণের জন্যে আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদের সম্ভাব্য শূন্যপদের হিসাব ও চাহিদাপত্র প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।**

সিদ্ধান্ত ঃ ১০ম বিজেএস পরীক্ষা-২০১৫ এর জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে বিদ্যমান শূন্য পদের সংখ্যাসহ চলতি বছরের সম্ভাব্য শূন্যপদের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের নিমিত্ত কমিশন সচিবালয় বরাবর চাহিদাপত্র প্রেরণের জন্য সত্ত্বর আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ ইতোমধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ হতে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের নিমিত্ত দু'দফায় মোট ২৭০টি শূন্যপদের চাহিদাপত্র পাওয়া গেছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ভবনের জেনারেটর, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জলাধার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।**

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অত্র কমিশন ভবনে স্থাপনের জন্য জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন সংক্রান্ত বাজেট অর্থ বিভাগ PPNB এর অধীনে চলতি অর্থবৎসরে বিশেষ মঞ্জুরী প্রদানের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(২) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট জলাধার নির্মাণের বিষয়টি আইন ও বিচার বিভাগের নিয়মিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপনের জন্য অর্থ বিভাগ থেকে বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তৎপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে ১টি জেনারেটর কমিশন ভবনের বেইসমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে।

(২) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট জলাধার নির্মাণের বিষয় নিয়মিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ **কমিশন সচিবালয়ের আরবিট্রেশন সেন্টার ও স্কলারস স্যুইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় সংকুলান প্রসঙ্গে।**

সিদ্ধান্ত ঃ অত্র কমিশনের আরবিট্রেশন সেন্টার ও স্যুইট ব্যবহারের জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলন পূর্বক তা বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ আরবিট্রেশন সেন্টার ও স্যুইট ব্যবহারের জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলনপূর্বক পরবর্তী বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে ০৮/০৫/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের বিচার-১/কন-১/২০০৭-৪০৪ নং স্মারকযুক্ত প্রেরিত চাহিদাপত্রে উল্লিখিত ১১১ টি সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজন প্রসঙ্গে।**

সিদ্ধান্ত ঃ ১। দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাসসমূহ যতদূর সম্ভব অনুসরণ ও সমন্বয় করে বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাস যুগোপযোগী করে তৈরীর করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে সিলেবাস সংশোধন সংক্রান্তে সাব-কমিটি গঠিত হয় ঃ-

১) বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ... ... সভাপতি
২) বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ... ... সদস্য
৩) জনাব বিশ্বজিৎ চন্দ, ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ... ... সদস্য
৪) রেজিষ্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ... ... সদস্য
৫) জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা .. .. সদস্য
৬) সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় .. .. সদস্য-সচিব।

উক্ত সাব-কমিটি **সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে** দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিলেবাস যতদূর সম্ভব অনুসরণ ও সমন্বয় করে **বিজেএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টনের সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিমার্জন** করে যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করার জন্য অত্র কমিশন বরাবর সুপারিশ করবেন। কমিশন কর্তৃক সংশোধিত সিলেবাস অনুমোদন সাপেক্ষে বিধিমালা অনুযায়ী অর্ন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২। বিজেএস পরীক্ষার সংশোধিত নতুন সিলেবাস মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হওয়ার পর **১১১**টি সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে **১০ম** বিজেএস পরীক্ষা আয়োজন করা হবে।

৩। বিজেএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টনের সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিমার্জন সংক্রান্ত ক্ষমতা বা এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে কমিশনের উপর ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর পুনরায় তাগিদ প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ ৯২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত সিলেবাস সংশোধন সংক্রান্ত সাব-কমিটি ইতোমধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ ২০১৫ সনের ১ম ও ২য় অর্ধবার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ২০১৫ সনে অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষানবিশ সহকারী জজগণের ১ম ও ২য় অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও পরীক্ষক মনোনয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার স্থান নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষকগণ বরাবর উত্তরপত্র বিলিকরণ, বিলিকৃত উত্তরপত্র সংগ্রহ, নম্বরপত্র প্রস্তুত ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণসহ কমিশনের পরিধিভুক্ত যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এর উপর অর্পণ করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান এককভাবে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে ২০১৫ সালের ১ম ও ২য় অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষার উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এতদ্‌সংক্রান্তে মাননীয় চেয়ারম্যান এর নির্দেশমতে গৃহীত সকল কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত মর্মে গণ্য করা হল।

(খ) মাননীয় চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে কমিশনের এক বা একাধিক সম্মানিত সদস্য বা কমিশন সচিবালয়ের এক বা একাধিক কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও মাননীয় চেয়ারম্যান এতদ্‌সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কমিশন সচিবালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

(গ) ২০১৫ সনে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়স্থ নিজস্ব পরীক্ষা কেন্দ্রে আগামী ২৯/০৭/২০১৫ ও ৩০/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ ৯২তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিগত ২৯/০৭/২০১৫ ও ৩০/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১ম অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা, ২০১৫ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানিত পরীক্ষক, নিরীক্ষক, স্ক্রুটিনাইজার, টেবুলেটর, চেকিং টেবুলেটর, প্রশ্নপ্রণেতা, মডারেটরগণের সম্মানী/পারিশ্রমিক ও কমিশনের সদস্যবৃন্দের সভায় অংশগ্রহণের সম্মানীর বর্তমান হার বৃদ্ধি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে কোডিং কাজের জন্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত সদস্যের সম্মানী নির্ধারণ প্রসঙ্গে** ।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানিত পরীক্ষক, নিরীক্ষক, স্ক্রুটিনাইজার, টেবুলেটর, চেকিং টেবুলেটর, প্রশ্নপ্রণেতা, মডারেটর, লিখিত পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক, সহায়তাকারী এবং কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সভায় অংশগ্রহণ এবং মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অংশগ্রহণের জন্য পারিশ্রমিক/সম্মানী বৃদ্ধির এবং উত্তরপত্র কোডিং কাজের জন্য কমিশনের সম্মানিত একজন সদস্যের সম্মানী ধার্যের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ছক মতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করে আইন ও বিচার বিভাগ এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হবে ঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	২০০৯ সনে ধার্যকৃত হার	২৬/০৯/১১ খ্রিঃ তারিখে ধার্যকৃত হার	৯২তম সভায় অনুমোদিত হার
১।	প্রশ্নপত্র তৈরীঃ ক) পূর্ণ প্রশ্নপত্র .... খ) আংশিক প্রশ্নপত্র	 ১৫০০/- ৮০০/-	 অপরিবর্তিত ঐ	 **৫০০০/-** **২৫০০/-**
২।	মডারেশনঃ লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ ও আংশিক প্রশ্নপত্র	১০০০/-	১৫০০/-	**৩০০০/-**
৩।	লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা ঃ **প্রধান পরিদর্শক-** ক) প্রতি তিন ঘন্টার পরীক্ষা..................... খ) তিন ঘন্টার কম সময়ের পরীক্ষা পরিদর্শক.. **পরিদর্শক–** ক) প্রতি তিন ঘন্টার পরীক্ষা .... খ) তিন ঘন্টার কম সময়ের পরীক্ষা .... **আনুষঙ্গিক কাজ ঃ** ক) সহকারী/গাড়ী চালক প্রতি তিন ঘন্টা বা কম সময়ের পরীক্ষা খ) অফিস সহায়ক প্রতি তিন ঘন্টা বা কম সময়ের পরীক্ষা	 ৭০০/- ৫০০/- ৫০০/- ৪০০/- ৩০০/- ২০০/-	 অপরিবর্তিত ঐ ঐ ঐ অপরিবর্তিত ঐ	 **২০০০/-** **১৫০০/-** **১৫০০/-** **১২০০/-** **৭৫০/-** **৫০০/-**
৪।	সাক্ষাৎকার/মৌখিক পরীক্ষায় আগত বিশেষজ্ঞদের জন্য নাস্তা খরচ (জন প্রতি)	২০/-	৪০/-	**২০০/-**
৫।	প্রতি পূর্ণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন	৭৫/-	অপরিবর্তিত	**২০০/-**
৬।	প্রতি আংশিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন	৪৫/-	ঐ	**১৫০/-**
৭।	স্ক্রুটিনাইজিং	২০/-	ঐ	**৭৫/-**
৮।	টেবুলেশন (জন প্রতি)	৫০/-	ঐ	**২০০/-**

৯ ।	মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে আমন্ত্রিত অধ্যাপক/শিক্ষাবিদ/বিশেষজ্ঞ/মনোবিজ্ঞানীর প্রতিদিনের জন্য সম্মানী........................	১০০০/-	ঐ	৪০০০/-
১০ ।	মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থানকারী কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণের জন্য প্রতিদিনের সম্মানী...........	২০০০/-	ঐ	৪০০০/-
১১ ।	কমিশনের নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দের প্রত্যেকের প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানী	২০০০/-	ঐ	৪০০০/-
১২ ।	উত্তরপত্র কোডিং (প্রতি বিষয়ের জন্য)	---	---	৬০০০/-

বাস্তবায়ন ঃ উক্ত বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে তা অর্থ বিভাগে অগ্রবর্তী করা হয় । ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ ছক মতে বিভিন্ন খাতে সম্মানী/পারিশ্রমিক/ব্যয় বৃদ্ধির হার নির্দ্ধারণক্রমে সম্মতি দিয়েছে ।

আলোচ্যসূচি ঃ পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের জন্য ০১টি OMR মেশিন টি ও এন্ড ই-তে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে ।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ব্যবহারের জন্য ১টি OMR মেশিন **টি ও এন্ড ই-তে** অন্তর্ভুক্ত করার ও তা ক্রয়ের নিমিত্ত **১২** লাখ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পুনরায় অনুরোধপত্র প্রেরণ করতে হবে ।

বাস্তবায়ন ঃ এ বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । বিষয়টি তথায় প্রক্রিয়াধীন আছে ।

আলোচ্যসূচি ঃ কমিশনের সভায় রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর পরিবর্তে রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট-এর যোগদানসহ কমিশনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে ।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) রেজিস্ট্রার জেনারেল পদ সৃজনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, ২০০৭ এর বিধি ৩(২)(জ)-এ উল্লিখিত “রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে”এর পরিবর্তে “রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, পদাধিকারবলে” মর্মে সংশোধন করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর সুপারিশ করে পত্র প্রেরণ করা হবে ।

(২) উক্তরূপ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর পরিবর্তে রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কমিশনের সভায় যোগদানসহ কমিশনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন ।

<u>বাস্তবায়ন</u> ঃ ইতোপূর্বে গঠিত সাব-কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে উপরোল্লিখিত ৩(২)(জ)-তে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ।

আলোচ্যসূচি ঃ **<u>বিজেএস প্রিলিমিনারী ও লিখিত পরীক্ষা চলাকালে প্রতিদিন কমিশনের কমপক্ষে ১ (এক) জন সম্মানিত সদস্য কর্তৃক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন প্রসঙ্গে</u>** ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ (১) বিজেএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত রুটিন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক কমিশনের প্রত্যেক সম্মানিত সদস্য-এর নিকট জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে ।

(২) বিজেএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষা চলাকালে প্রতিদিন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে কমপক্ষে ১ (এক) জন সম্মানিত সদস্য পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন ।

<u>বাস্তবায়ন</u> ঃ পরবর্তী পরীক্ষাসমূহের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে ।

আলোচ্যসূচি ঃ **<u>বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে পরবর্তী বিজেএস পরীক্ষা আয়োজন এবং উক্ত পরীক্ষার জন্য সিলেবাস সংশোধন প্রসঙ্গে</u>** ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ সভায় চূড়ান্তকৃত সিলেবাসসহ প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ ২০০৭ (এস.আর ও নং-৯৬-আইন/২০০৭) এর অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২), অনুচ্ছেদ-৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) ও (৪); অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং ১ম তফসিলের সংশোধনী প্রস্তাব জরুরী ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ বরাবরে সত্ত্বর অগ্রবর্তী করা হবে ঃ

- **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ (এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭) এর সংশোধন-**

১। **এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর সংশোধন ঃ**

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ (এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭), অতঃপর উক্ত এস, আর, ও বলিয়া উল্লিখিত, এর অনুচ্ছেদ ৪ এর-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর "এই পরীক্ষা কুইজ (Quiz) ধরণের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "এই পরীক্ষা MCQ (Multiple Choice Questions) পদ্ধতিতে" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শেষে " প্রাথমিক পরীক্ষায় মোট ১০০ টি MCQ (Multiple Choice Questions) প্রশ্ন থাকিবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান হইবে ১ (এক)। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হইবে।" এই শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও চিহ্নগুলি **সন্নিবেশিত** হইবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর " প্রাথমিক পরীক্ষার ন্যূনতম ৫৫% নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। **এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৫ এর সংশোধন।–উক্ত এস, আর, ও এর অনুচ্ছেদ ৫ এর-**

(ক) উপ- অনুচ্ছেদ (২) এর "(২) আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহঃ ৪০০ নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "(২) আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ ঃ ৫০০ নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর "(৩) ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ ঃ ২০০ নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "(৩) ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ ঃ ১০০ নম্বর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর "যে কোন দুইটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোন একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৭ এর সংশোধন।-উক্ত এস, আর, ও এর অনুচ্ছেদ ৭ এর-**

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ–

"(২) **উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,** কোন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন বিষয়ে ৩০% এর কম নম্বর পাইলে তিনি লিখিত পরীক্ষার সকল বিষয়ে গড়ে ৫০% নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও লিখিত পরীক্ষায় সার্বিকভাবে অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন।"

৪। **এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭ এর ১ম তফসিলের সংশোধন।- উক্ত এস, আর, ও এর- (ক) ১ম তফসিল এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ১ম তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-**

১ম তফসিল

(অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)

[সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ]

১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ ঃ

প্রথম ভাগ

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ

মোট নম্বর — ৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
১।	সাধারণ বাংলা	১০০
২।	সাধারণ ইংরেজি	১০০
৩।	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ ঃ	১০০
ক.	বাংলাদেশ বিষয়সমূহ	৫০
খ.	আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ	৫০
৪।	সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান ঃ	১০০
ক.	সাধারণ গণিত (এস,এস,সি পর্যন্ত আবশ্যিক গণিত)	৫০
খ.	দৈনন্দিন বিজ্ঞান	৫০

দ্বিতীয় ভাগ

আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর — ৫০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
১।	দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন ঃ	১০০
ক.	The Code of Civil Procedure, 1908	৪০
খ.	The Specific Relief Act, 1877	৬০ (খ–চ)
গ.	The Limitation Act, 1908	
ঘ.	The Civil Courts Act, 1887	
ঙ.	The Court-Fees Act, 1870 & The Suits Valuation Act, 1887	
চ.	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এ সংক্রান্ত আইন	
২।	অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঃ	১০০
ক.	The Code of Criminal Procedure, 1898	৪০
খ.	The Penal Code, 1860	৩০
গ.	Special Laws	৩০

- The Special Powers Act, 1974
- The Arms Act, 1878
- আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২
- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০
- The Negotiable Instruments Act, 1881

৩। **পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন ঃ** **১০০**

ক. মুসলিম আইন.. ৪০

খ. হিন্দু আইন.. ২০

গ. অন্যান্য ৪০

(i) The Family Courts Ordinance, 1985

(ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961

(iii) The Guardians and Wards Act, 1890

(iv) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

(v) The Dowry Prohibition Act, 1980

৪। **সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেস্ এ্যাক্ট ও সাক্ষ্য আইন ঃ** **১০০**

ক. সাংবিধানিক আইন ....

খ. The General Clauses Act, 1897 .... } ৫০

গ. The Evidence Act, 1872 ....৫০

৫। **ভূমি, চুক্তি, রেজিস্ট্রেশন, সম্পত্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য আইন ঃ** **১০০**

ক. The Transfer of Property Act, 1882..........................

খ. The Contract Act, 1872... } ৫০

গ. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 ....

ঘ. The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 ....

ঙ. The Registration Act, 1908 ....

চ. The Small Cause Courts Act, 1887............................

ছ. বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ .... } ৫০

তৃতীয় ভাগ
ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ
মোট নম্বর — ১০০

[নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে কোন **একটি** বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে]

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান

১। **শিশু, নারী, পরিবেশ ও আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন ঃ** **১০০**

ক. শিশু আইন, ২০১৩ ....৩০

খ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ....৩০

গ. পরিবেশ ও আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন ৪০

অথবা

২। **দুর্নীতি দমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মানব পাচার প্রতিরোধ ও অর্থঋণ সংক্রান্ত আইন ঃ** **১০০**

ক. দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন.. ৪০

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ .... ২০

গ.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২	} ৪০
ঘ.	অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩	

২। বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাসসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ (এস,আর,ও নং ৯৬-আইন/২০০৭) সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশোধিত সিলেবাসের ভিত্তিতে আইন ও বিচার বিভাগের বিগত ০৮/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে **১১১**টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কমিশন **১০**ম বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করবে। তবে উপরোক্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে কমিশন উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদেরকে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

৩। আইন ও বিচার বিভাগের বিগত **১৬/০৮/২০১৫** খ্রিঃ তারিখের চাহিদাপত্রের **১৫৯**টি শূন্য পদের প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত **১১**তম বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম সংশোধিত নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে চলতি বছরের শেষ দিকে শুরু করা হবে।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ (এস,আর,ও নং ৯-আইন/২০০৭) এর বিধি ৫-এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (এস,আর,ও নং ৭-আইন/২০০৭) এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ), (ঙ), ও (জ) এর প্রস্তাবিত নিম্নরূপ সংশোধন মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে পৃথকভাবে আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হবে ঃ-

- **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭** (এস,আর,ও নং- ৭-আইন/২০০৭) এর বিধি ৩ এর সংশোধন-

  বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (এস,আর,ও নং-৭-আইন/২০০৭) এর বিধি ৩ এর-

  (ক) উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "সিনিয়র সচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

  (খ) উপ-বিধি (২) এর দফা (ঙ) এর "সচিব" শব্দটির পরিবর্তে "সিনিয়র সচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

  (গ) উপ-বিধি (২) এর দফা (জ) এর "রেজিস্ট্রার" শব্দটির পরিবর্তে "রেজিস্ট্রার জেনারেল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

- **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭** (এস, আর, ও নং- ৯-আইন/২০০৭) এর সংশোধন-

১। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ **(এস, আর, ও নং-৯-আইন/২০০৭)** এর **বিধি ৫** এর-

(ক) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক)-এর ''আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএল,এম'' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে ''আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা আইন বিষয়ে স্নাতকসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএল,এম'' শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা সংক্রান্ত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭' (এস আর ও নং ৯-আইন/২০০৭) এর বিধি ৫-এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী বিজেএস পরীক্ষা/পরীক্ষাসমূহ বিদ্যমান ৫(১)(ক) বিধিতে বর্ণিত শর্তাধীনেই অনুষ্ঠিত হবে।

৬। বিজেএস পরীক্ষার সংশোধিত সিলেবাস মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাব-কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত বিস্তারিত সিলেবাস অত্র সভায় প্রয়োজনমাফিক সংশোধনক্রমে অনুমোদিত হলো।

বাস্তবায়ন ঃ সিলেবাস সংক্রান্তে সংশোধনীর প্রস্তাবের উপর আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। বিধিমতে এতদসংক্রান্তে প্রজ্ঞাপন জারীর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ সাধারণ ইংরেজি পরীক্ষায় বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৯ম বিজেএস লিখিত পরীক্ষায় ০৫৪৬ রোল নম্বরধারী বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী মোঃ আতাউর রহমান মন্ডল-কে পরবর্তী সকল বিজেএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হল।

আলোচ্যসূচি ঃ অত্র কমিশন সচিবালয়ের আউটসোর্সিং ভিত্তিক ৭টি পদকে রাজস্ব খাতের অধীনে স্থায়ী পদ হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ অত্র কমিশন সচিবালয়ের আউটসোর্সিংভিত্তিক ৪র্থ শ্রেণির পদ ৭টিকে রাজস্ব খাতের অধীনে স্থায়ী পদ হিসেবে মঞ্জুরী প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসহ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্তে জালিয়াতির অভিযোগে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের স্টোরকিপার মোঃ রেজাউল করিম ১৮/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার ও উত্তরপত্র জালিয়াতির সহিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ নাজমুল আহসান জড়িত মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের করণীয় নির্ধারণ ও ভবিষ্যতে অধিক সতর্কতার জন্য আবশ্যকীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সিদ্ধান্ত ঃ ১। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জজ পরীক্ষা সংক্রান্তে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতির অভিযোগ বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নে বর্ণিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে নিয়ে ৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা গেল ঃ-

তদন্ত কমিটি ঃ

১। বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ... ... সভাপতি
বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ও
সদস্য, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

২। জনাব ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ... ... সদস্য
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

৩। জনাব বিশ্বজিৎ চন্দ ... ... সদস্য
ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

৪। জনাব এস এম কুদ্দুস জামান ... ... সদস্য
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা
ও
সদস্য, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

সিদ্ধান্ত ঃ ২। উপরে বর্ণিত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

১) কমিটি ৯ম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৪ এর প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতির মাধ্যমে পাস করিয়ে দেয়ার অভিযোগ তদন্তক্রমে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে।

২) কমিটি জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার খাতার মূল্যায়ন ও নিরাপত্তাসহ সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

৩) কমিটি আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবে।

অত্র কমিশনের সচিব উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ তদন্ত কমিটি কর্তৃক নিবিড় তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস কক্ষকে অধিক নিরাপদকরণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসকে অধিক নিরাপদ করণের জন্য কমিশন সচিবালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

বাস্তবায়ন ঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে গণপূর্ত বিভাগ বরাবরে পত্র দেওয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগ প্রাক্কলনপূর্বক প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের জন্য পত্র দিয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজটি সম্পন্ন করা হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ ৯ম বিজেএস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য অধিক সংখ্যক যোগ্যতর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পূর্বে চাহিদাকৃত ৬০ (ষাট)টি পদের অতিরিক্ত বিদ্যমান শূন্য পদে অধিক সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশের জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে বিদ্যমান শূন্য পদ বিবেচনায় চলতি ৯ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে সহকারী জজ এর ৬০টি শূন্য পদের অতিরিক্ত আইন ও বিচার বিভাগের ০৮/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের চাহিদাপত্রের ১১১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪০টি শূন্য পদ সহ মোট (৬০+৪০) বা ১০০টি শূন্য পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করে নিয়োগের জন্যে সুপারিশ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ অত্র কমিশনের প্রস্তাবমতে ৯ম বিজেএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১০০টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়ন প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **<u>জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানিত পরীক্ষক, প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক, মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞ, কমিশনের ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থানকারী উভয়ক্ষেত্রের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সম্মানীর হার বৃদ্ধি সহ তাঁদের নাস্তা খরচ বৃদ্ধি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে কোডিং কাজের জন্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত সদস্যের সম্মানী নির্ধারণ প্রসঙ্গে।</u>**

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ অর্থ বিভাগের বিগত ১৪/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৭.০০১.১৫-১৬৭ নং পত্রে সম্মানী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনাক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ছক অনুযায়ী সম্মানী/পারিশ্রমিক/ব্যয় বৃদ্ধি ও ধার্যের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে ঃ

ক্রমিক	কাজের নাম	বর্তমান হার	অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১৪/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পুনঃ নির্ধারিত হার	অত্র কমিশনের ৯২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত হার
১	২	৩	৪	৫
(১)	লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা প্রধান পরিদর্শক প্রতি তিন ঘন্টার পরীক্ষা পরিদর্শক প্রতি তিন ঘন্টার পরীক্ষা	৭০০/- ৫০০/-	অপরিবর্তিত ৬০০/-	২০০০/- ১৫০০/-
(২)	সাক্ষাৎকার/মৌখিক পরীক্ষায় আগত বিশেষজ্ঞগণের জন্য নাস্তা খরচ (জন প্রতি)	৪০/-	৭০/-	২০০/-
(৩)	প্রতি পূর্ণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন	৭৫/-	অপরিবর্তিত	২০০/-
(৪)	ক) মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে আমন্ত্রিত অধ্যাপক/শিক্ষাবিদ/বিশেষজ্ঞ/ মনোবিজ্ঞানীর প্রতিদিনের জন্য সম্মানী খ) মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে অবস্থানকারী কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণের জন্য প্রতিদিনের জন্য সম্মানী	১০০০/- ২০০০/-	২০০০/- (শুধুমাত্র বহিরাগত সদস্যদের জন্য)	২০০০/- ২০০০/- (প্রত্যেক সদস্যের জন্য)
(৫)	উত্তরপত্র কোডিং (প্রতি বিষয়ের জন্য)	....	অসম্মতি	৬০০০/-

<u>বাস্তবায়ন</u> ঃ মঞ্জুরীর জন্য আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ -এর লিখিত পরীক্ষার প্রস্তাবিত ফলাফল অনুমোদন এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি নির্ধারণ প্রসঙ্গে** ।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ৯ম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৪ এর লিখিত পরীক্ষায় ৪১৯ জন উত্তীর্ণ এবং ১০৭৭ জন অনুত্তীর্ণ/অনুপস্থিত প্রার্থীদের তালিকা ও ফলাফল অনুমোদন করা হয় ।

খ) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি সংক্রান্ত খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুমোদন করা হয় ।

গ) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অনুমোদিত তালিকা এবং প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারিত ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজিসহ কমপক্ষে ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করার এবং কমিশনের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ঘ) মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠনসহ উক্ত বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান -কে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বাস্তবায়ন ঃ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রচার করা হয়েছে । ইতোমধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়েছে ।

আলোচ্যসূচি ঃ **বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাস সংশোধণের বিষয়ে অনুমোদন প্রাপ্তিতে বিলম্বহেতু আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থীতা বাছাইয়ের জন্য বিদ্যমান সিলেবাস অনুযায়ী ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজন প্রসঙ্গে** ।

সিদ্ধান্ত ঃ **১)** বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাস সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেলে সংশোধিত নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে পরবর্তী বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে অনুমোদন পাওয়া না গেলে বর্তমান সিলেবাসের ভিত্তিতে পরবর্তী ১০ম বিজেএস পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ।

২) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা আইন ও বিচার বিভাগের ০৮/০৫/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের চাহিদা পত্রের ৭১টি ও ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের চাহিদা পত্রের ৪৪টি মোট (৭১+৪৪) বা ১১৫টি শূন্য পদে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হবে ।

<u>বাস্তবায়ন</u> ঃ ইতোমধ্যে সিলেবাস সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেছে। কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে তা গেজেট আকারে প্রকাশের জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ <u>৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ -এর পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন ও প্রকাশ প্রসঙ্গে</u>।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ (ক) ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪১৯ (চারশত উনিশ) জন প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ও বিধিমতে বিভিন্ন কোটা সংরক্ষণপূর্বক প্রস্তুতকৃত ১০০ (একশত) জন প্রার্থীকে মনোনয়নের খসড়া ফলাফল সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।

(খ) ফলাফল তালিকায় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটায় যারা স্থান পেয়েছে, তাদের দ্বারা দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ করা হবে।

(গ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটায় ফলাফল তালিকা অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থীর দাখিলকৃত সনদ যাচাইকালে সঠিক বা যথার্থ পাওয়া না গেলে তাদের মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঘ) ১০০ (একশত) জন মনোনীত প্রার্থীর ফলাফল তালিকা জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তি আকারে কমিশনের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রচারসহ বহুল প্রচারিত ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজিসহ ন্যূনতম ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ঙ) ১০০ (একশত) জন মনোনীত প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ কর্তৃক চারিত্রিক প্রাক-পরিচয় এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীগণের দাখিলকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাই সাপেক্ষে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন প্রদান ও সুপারিশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(চ) কমিশনের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা দ্রুত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশন সচিবালয়কে নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ছ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে (স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে) সাময়িকভাবে মনোনীত উপযুক্ত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন করে তা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<u>বাস্তবায়ন</u> ঃ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪-এর অনুমোদিত চূড়ান্ত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ একাধিক ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ঃ <u>**আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থীতা বাছাইয়ের জন্য ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজন প্রসঙ্গে**</u> ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ (ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সহকারী জজ এর ১১৫টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থীতা বাছাইয়ের জন্য ১০ম বিজেএস পরীক্ষা , ২০১৫ সংশোধিত সিলেবাসের ভিত্তিতে আয়োজন করবে ।

(খ) উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞাপন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দু'টি বাংলা ও একটি ইংরেজিসহ ন্যূনতম চারটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় এবং কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে কমিশন বা কমিশন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । ১০ম বিজেএস পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক যোগ্যতর প্রার্থী উত্তীর্ণ হলে কমিশন সে অনুযায়ী অধিক সংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে । আবার যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা কম হলে সে অনুযায়ী কমিশন সুপারিশ করতে পারবে । এ কারণে নিয়োগ বিজ্ঞাপনে পদ সংখ্যার নিচে "বিধি অনুযায়ী পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে" কথাটি সংযুক্ত করতে হবে ।

(গ) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এ অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের দরখাস্ত আহ্বানের নিমিত্ত প্রচারিতব্য খসড়া বিজ্ঞাপন, খসড়া আবেদনপত্র ফরমসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফরম, খসড়া তথ্য, নির্দেশনা ও যাবতীয় কাগজপত্র প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অনুমোদন করা হয় । সিলেবাসের সংশোধণী বিধিমতে প্রচার সাপেক্ষে সংশোধিত আকারে সিলেবাস প্রার্থীদের আবেদনপত্র ফরমসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফরম, তথ্য, নির্দেশনা ও সংশোধিত সিলেবাসের পর্যাপ্ত সংখ্যক সেট সরকারি মূদ্রণালয় থেকে ছাপানোর নিমিত্ত কমিশন সচিবালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । প্রতি সেট আবেদনপত্র ফরম এবং তথ্য, নির্দেশনা ও সিলেবাস সম্বলিত পুস্তিকার মূল্য বাবদ অফেরতযোগ্য <u>২০০</u> টাকা এবং পরীক্ষার ফিস বাবদ অফেরতযোগ্য <u>১০০০</u> টাকা আদায় করা হবে ।

(ঘ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ হতে অফেরতযোগ্য ফিস জমাদানপূর্বক যাতে আগ্রহী প্রার্থীগণ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র ফরমসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফরম, তথ্য, নির্দেশনা ও সিলেবাসসহ যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারে-সে ব্যাপারে কমিশন সচিবালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । প্রার্থীগণ কর্তৃক আবেদনপত্র জমাদানের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ বা পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষমতা মাননীয় চেয়ারম্যান এর উপর ন্যস্ত থাকবে ।

(ঙ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(১)(ক) অনুযায়ী কোন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন সংক্রান্তে কমিশন থেকে সংশোধণীর প্রস্তাবের উপর মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন এখনো পাওয়া না যাওয়ায় বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী একজন প্রার্থীকে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক

অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির এলএল.এম ডিগ্রীধারী হতে হবে। তবে কোন প্রার্থীর ফলাফল উক্তরূপ শ্রেণির পরিবর্তে সিজিপিএ আকারে প্রকাশিত থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদে উল্লিখিত স্কেল (যেমন-৪ বা ৫) কে প্রচলিত নম্বর পদ্ধতিতে ৮০% এর সমান ধরে প্রার্থীর ফলাফলকে প্রথম শ্রেণি (৬০% বা তদূর্ধ্ব), দ্বিতীয় শ্রেণি (৪৫% বা তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬০% এর কম), তৃতীয় শ্রেণি (৩৩% বা তদুর্ধ্ব কিন্তু ৪৫% এর কম) হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সূত্র বা কমিশনের বিবেচনামতে অন্য কোন সূত্র অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবেঃ

$$\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা}$$

(চ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(খ) (সংশোধনী) অনুসরণে আসন্ন ১০ম **বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫** এর **প্রার্থীদের বয়স** কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখে **অনধিক ৩২ বছর** হতে হবে।

(ছ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ এর ৪ অনুচ্ছেদের বিধানমতে বৈধ প্রার্থীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কুইজ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি বা প্রাথমিক পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকালে বিজেএস পরীক্ষার নির্ধারিত সিলেবাস অনুসরণে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীগণকে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

(জ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ এর ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়।

(ঝ) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর প্রার্থীদের জন্য উল্লিখিত অনুমোদিত খসড়া বিজ্ঞাপন, আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ফরম, প্রার্থীদের তথ্য ও নির্দেশনা, আবেদনপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের বিভিন্ন তারিখ ও সময়সূচির অধিকতর সংশোধন বা পরিবর্তনের বিষয়ে (যদি প্রয়োজন হয়) মাননীয় চেয়ারম্যানকে কমিশনের পক্ষ থেকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(ঞ) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর যাবতীয় আয়োজন যথা- প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, কোডিংকারী, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও টেবুলেটর, চেকিং টেবুলেটরগণের তালিকা চূড়ান্তকরণ, মনোনয়ন, সময়সূচি নির্ধারণ এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান-কে সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(ট) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র নির্ধারণসহ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের স্বার্থে কেন্দ্রে কমিশনের যেকোন সংখ্যক সম্মানিত সদস্যের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(ঠ) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ভাইভা বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের একক এখতিয়ার চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ড) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর গ্রহণ ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মাননীয় চেয়ারম্যান নিজ বিবেচনা মোতাবেক কমিশনের পরিধিভুক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি এক বা একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে এবং প্রয়োজনবোধে কমিশন সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং উক্ত কাজ সূচারুরূপে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কমিশনের এক বা একাধিক সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।

বাস্তবায়ন ঃ সিলেবাস সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন জারী সাপেক্ষে ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫-এর বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্যসূচি ঃ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৪, ৫ ও ৭ এবং ১ম তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ ২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ও ৭ এবং ১ম তফসিল সংশোধন সংক্রান্তে প্রজ্ঞাপন বিধিমতে প্রকাশের জন্য কমিশন সচিবালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ সাপেক্ষে সংশোধিত আকারে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস মুদ্রণের জন্যও কমিশন সচিবালয় পদক্ষেপ নিবে।

(খ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্তে বিদ্যমান বিধিমালা ও আদেশসমূহে কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা বিয়োজন প্রয়োজন কিনা তদ্‌বিষয়ে কমিশনের পরবর্তী সভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ সিলেবাস সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশন সচিবালয়

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ এ কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় এবং তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তদানুসারে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারীকৃত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যসম্পাদন আদেশ, ২০০৪' মোতাবেক কমিশন সচিবালয় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট থেকে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখতে পারবে।

অত্র কমিশন প্রতিষ্ঠার পর জরুরী ভিত্তিতে সরাসরি কিছু লোক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। এরপর আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন পর্যায়ের জনবলের পদসমূহ সৃজনপূর্বক লোক নিয়োগ করা হয়।

নিম্নে কমিশন তথা কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরীকৃত ও বিদ্যমান জনবলের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

কমিশন সচিবালয়ের জন্য মঞ্জুরীকৃত জনবল ঃ

(১)	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (আউটসোর্সিংয়ের ০৭ জনসহ)	৪৪ টি
(২)	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১০ টি
		৫৪ টি

উল্লেখ্য, কমিশন সচিবালয়ের জন্য অনুমোদিত পদ সমূহের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণির ১জন মালি, ২জন নাইটগার্ড, ২জন অফিস সহায়ক ও ২জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়ার প্রেক্ষিতে বর্ণিত পদসমূহে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১। **কমিশন সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণির পদের বিবরণ ঃ**

	প্রথম শ্রেণির পদের নাম ঃ	**মঞ্জুরীকৃত**	**বিদ্যমান**
(১)	সচিব	১টি (স্থায়ী)	১টি
(২)	পরিচালক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	১টি ”	১টি
(৩)	উপ সচিব	১টি ”	১টি
(৪)	উপ পরিচালক	১টি ”	১টি
(৫)	সিঃ সহঃ সচিব/সহঃ সচিব (প্রশাসন)	১টি ”	০টি
(৬)	সহকারী সচিব (চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব)	১টি ”	১টি
(৭)	সহকারী পরিচালক	২টি ”	২টি
(৮)	সিঃ সহঃ সচিব/সহকারী সচিব (বাজেট ও হিসাব)	১টি ”	১টি
(৯)	সহকারী প্রোগ্রামার	১টি ”	০টি
		১০টি	৮টি

২। **তৃতীয় শ্রেণির পদের বিবরণ ঃ**

		মঞ্জুরীকৃত	**বিদ্যমান**
(১)	ব্যক্তিগত সহকারী	-১টি (স্থায়ী)	-১টি
(২)	ব্যক্তিগত সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর	-৩টি ”	-৩টি
(৩)	কম্পিউটার অপারেটর	-৪টি ”	-৪টি
(৪)	হিসাবরক্ষক	-১টি ”	-১টি
(৫)	ক্যাশিয়ার	-১টি ”	-১টি
(৬)	শাখা সহকারী	-৪টি ”	-২টি
(৭)	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-২টি ”	-২টি
(৮)	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-২টি ”	-২টি
(৯)	ডেসপ্যাচ কাম ইস্যু ক্লার্ক	-১টি ”	-১টি
(১০)	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর কাম ফটোস্ট্যাট মেশিন অপাঃ	-১টি ”	-১টি
(১১)	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	-১টি ”	-০টি
(১২)	স্টোর কিপার	-১টি ”	-১টি
(১৩)	ডেসপ্যাচ রাইডার	-১টি ”	-১টি
(১৪)	ক্যাশ সরকার	-১টি ”	-১টি
(১৫)	গাড়ী চালক	-৩টি ”	-৩টি
		২৭টি	২৪টি

৩। চতুর্থ শ্রেণির পদের বিবরণ ঃ

	মঞ্জুরীকৃত	বিদ্যমান
এম. এল. এস. এস	৮টি	৭টি
নাইট গার্ড	১টি	১টি
সুইপার	১টি	১টি
	১০টি	৯টি

কমিশন সচিবালয়ে প্রেষণে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ (২০১৫ খ্রিঃ) ঃ

জনাব পরেশ চন্দ্র শর্ম্মা (জেলা জজ)	সচিব
জনাব মোহাম্মদ আল মামুন (অতিরিক্ত জেলা জজ)	উপ-সচিব
জনাব শেখ আশফাকুর রহমান (অতিরিক্ত জেলা জজ)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
জনাব আশিকুল খবির (যুগ্ম জেলা জজ)	উপ-পরিচালক
জনাব শর্মিলা রায় (সিনিয়র সহকারী জজ)	সিনিয়র সহকারী সচিব (চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব)
জনাব এস, এম, আনিসুর রহমান (যুগ্ম জেলা জজ)	সহকারী পরিচালক-১
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (সিনিয়র সহকারী জজ)	সহকারী পরিচালক-২

উল্লেখ্য, অডিট সার্ভিস থেকে ১ জন কর্মকর্তা সহকারী সচিব (বাজেট ও হিসাব) পদে প্রেষণে কমিশনে কর্মরত আছেন।

কয়েকটি আবশ্যকীয় নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব ঃ

বর্তমানে কমিশনের কর্মপরিধি বহুলাংশে বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যমান জনবল দিয়ে যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এছাড়া কমিশনের জন্যে নিজস্ব লিফট স্থাপন করায় তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ০২ জন লিফটম্যান, কমিশনের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনসহ কমিশনের পিএবিএক্স মেশিন পরিচালনা করার জন্য ০১ জন পিএবিএক্স অপারেটর-কাম-রিসিপশনিস্ট ও ০১ জন গাড়ী চালকসহ মোট ০৪টি তৃতীয় ও চর্তুথ শ্রেণির পদ সৃজনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে পৃথক ২টি পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আইন ও বিচার বিভাগ উক্ত পদসমূহ সৃজনের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রবর্তী করেছে। বিষয়টি এখনো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।

উক্ত পদসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

	পদের নাম	শ্রেণি	প্রস্তবিত পদ সংখ্যা
(১)	পিএবিএক্স অপারেটর-কাম-রিসিপশনিস্ট	তৃতীয় শ্রেণি	০১টি
(২)	লিফটম্যান	চতুর্থ শ্রেণি	০২টি
(৩)	গাড়ী চালক	চতুর্থ শ্রেণি	০১টি
		মোট =	০৪টি

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ হতে অনুমোদিত হয়ে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় এস আর ও নম্বর ৩৯০-আইন/২০১২ হিসেবে ২২ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালার ভিত্তিতে কমিশনের লোকবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনে পদ সৃজনের জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী ২টি ভি,আই,পি কার আছে। অন্যদিকে কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য ক্রয়সূত্রে ২টি মাইক্রোবাস রয়েছে।

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা থাকায় আসবাবপত্র ক্রয় করা প্রয়োজন হেতু ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিশন সচিবালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বিধি অনুসরণপূর্বক উক্ত চাহিদামতে কতেক আসবাবপত্র ক্রয় করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্যে পৃথক ওয়েবসাইট

বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্যে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সুবিধাদিসহ একটি ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু রয়েছে। এর ঠিকানা **www.jscbd.org.bd**। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (**www.jscbd.org.bd**) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে। ৫ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১০; ৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষা ২০১১; ৭ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১২ ও ৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩ এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ সহ চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি কমিশনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সার্থকভাবে প্রচার করা হয়েছে। সর্বশেষ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪-এর বিজ্ঞপ্তি, আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি, উদ্ভূত অনিবার্য পরিস্থিতিতে পরীক্ষা স্থগিত, পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি, প্রিলিমিনারী, লিখিত ও চূড়ান্ত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইটটি অধিকতর সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার জন্য কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তারা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত ওয়েবসাইটটি স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কারিগরী সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। কমিশন এ সহায়তার বিষয়টি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে। পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত আই,টি কনসালটেন্ট জনাব খন্দকার মেহেদী মাসুদ কমিশনের ওয়েবসাইটটিকে অধিকতর সুসংহত ও ব্যবহার বান্ধব করার জন্য বেশ কিছু কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছেন এবং ওয়েবসাইটটি তাঁর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হচ্ছে। জনাব মাসুদের সহায়তার বিষয়টিও কমিশন কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছে।

কমিশনের ওয়েবসাইটটি সার্বক্ষণিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য সহকারী প্রোগ্রামার-এর শূন্য পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারী কর্ম কমিশনে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিসিএস-এর প্রিলিমিনারী পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ তথা সহকারী জজ পদে প্রবাসী প্রার্থীগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রার্থীগণ কমিশনের বিদ্যমান ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন না। একারণে কমিশনের বর্তমান ওয়েবসাইটকে আরও শক্তিশালী তথা অত্যাধুনিকভাবে রূপান্তরপূর্বক Online Application Registration সুবিধাদিসহ ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) করার জন্যে আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে UNDP-এর সহযোগিতায় Justice Sector Facility

(JSF) প্রকল্পের আওতাধীন সীড ফান্ডের অর্থায়নে Online Application Registration System (OARS) এবং কমিশনের লাইব্রেরীর কার্যক্রমে E-Library অর্থাৎ লাইব্রেরী অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন ও ICT নির্ভর Book Management System চালু করার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। পরীক্ষামূলকভাবে সফল ব্যবহারের পর E-Application System চালু করা হবে।

লাইব্রেরি

কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে জজ নিয়োগদানের জন্যে মনোনয়ন প্রদান এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরি কমিশনে থাকা একান্ত আবশ্যক। ইতোপূর্বে স্থান সংকুলানের অভাবে উক্তরূপ কোন লাইব্রেরি অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। তবে, সদাশয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিশনের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ভবনের ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম তলার আংশিক (পূর্বাংশে) স্থায়ীভাবে নবনির্মিত অফিস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ম তলায় সুপরিসর কক্ষ বিশিষ্ট আধুনিক সাজে ১টি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বইপত্র ও সাময়িকী খাতে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকায় তা দ্বারা বিধি মোতাবেক বেশ কিছু বই ক্রয় করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বইপত্র ক্রয় খাতে আরও দু'দফায় মোট ৪০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়ায় উক্ত অর্থ দিয়ে বিধি সম্মতভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিটি বর্তমানে একটি আধুনিক লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এশিয়া ফাউন্ডেশন থেকে অত্র কমিশনের লাইব্রেরির জন্য কিছু বই পাওয়া গেছে। কমিশন এশিয়া ফাউন্ডেশনের উক্তরূপ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তবে লাইব্রেরিতে আরও প্রয়োজনীয় বই ক্রয়ের নিমিত্ত কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার সরকারী বাজেট বরাদ্দ পাওয়া আবশ্যক।

কমিশনের লাইব্রেরিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোপূর্বে কোন লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী লাইব্রেরিয়ান কর্মরত ছিল না। নিয়োগবিধি প্রণয়ণের পর সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদের ছাড়পত্র পাওয়ায় উক্ত পদটি যথারীতি পূরণ করা হয়। তার তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরির বইয়ের শ্রেণি বিন্যস্তকরণ, ক্যাটালগিং এর কাজ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত লাইব্রেরিয়ান অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় তার শূন্য পদে নতুন নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব কে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। সচিবকে তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

কমিশন সচিবালয়ের অফিস ভবন

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় ১৫, কলেজ রোডস্থ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে অবস্থিত। এ ভবনে আইন কমিশন সহ মোট ৩টি অফিস রয়েছে। কমিশনের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের প্রকৃতির সাথে অতি মাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষাসহ নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। একটি পৃথক স্থান ও ভবনে অত্র কমিশন অফিস অবস্থিত না হওয়ায় এর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সঠিকভাবে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু অত্র কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে ইদানিং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল মামলাসমূহ শুনানী ও নিষ্পত্তি করায় অত্র কমিশন অফিসে মহোদয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ভবনে অবস্থিত ৩টি অফিসের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন ভবনটিতে আসা যাওয়া করে। সে কারণে মাননীয় চেয়ারম্যানের নিরাপত্তা সহ কমিশনের কর্মপ্রকৃতির কারণে কমিশনের নিরাপত্তা শুধুমাত্র পুলিশের সাহায্যে শতভাগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে অত্র কমিশনের জন্য পৃথক স্থানে পৃথক ভবন নির্মাণ করা অতীব জরুরী।

■ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা

৯ম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা-২০১৪ এর সার্বিক চিত্র ঃ-

▣ **সহকারী জজের শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম ঃ**

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৫(ক) অনুসারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক-এর ফলাফলের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব ।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ নিয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭' জারী করে । উক্ত আদেশের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আইন ও বিচার বিভাগ প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে বিদ্যমান শূন্য পদের সংখ্যাসহ পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক কমিশন সচিবালয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করবে এবং এর ভিত্তিতে কমিশন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

এক নজরে ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ২০/০৫/২০১৪ খ্রিস্টাব্দের বিচার-১/কন-১/২০০৭-২৫৩ নং স্মারকযুক্তে প্রেরিত চাহিদাপত্র মূলে সহকারী জজের ২৪ (চব্বিশ) টি পদ পূরণের জন্য বাছাইক্রমে উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অত্র কমিশনকে অনুরোধ করে । তৎপ্রেক্ষিতে কমিশনের ৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ (চব্বিশ) টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে গত ২৮/০৫/২০১৪ ইং ও দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় ২৯/০৫/২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় । পরবর্তীতে আইন ও বিচার বিভাগের ১৫/০৩/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের বিচার-১/কন-১/২০০৭-১৯১ এবং ৩০/১১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের বিচার-১/কন-১/২০০৭-৯৬৬ নং স্মারকযুক্তে প্রেরিত চাহিদাপত্রে যথাক্রমে ৩৬ ও ৪০ জন সহকারী জজের অতিরিক্ত পদ অর্থাৎ মোট ১০০টি পদে যোগ্য প্রার্থী বাছাইক্রমে নিয়োগের জন্যে সুপারিশ প্রেরণ করতে কমিশনকে অনুরোধ করে ।

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও বৈধ আবেদনপত্রের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা	৩৭৬৭ টি
বৈধ আবেদনপত্রের সংখ্যা	৩৫৭৩ টি

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এক নজরে (ছকে প্রদর্শিত) ঃ

পরীক্ষা	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ	পরীক্ষা কেন্দ্র	অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা	উত্তীর্ণ/মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা
প্রিলিমিনারী পরীক্ষা	১২/০৯/২০১৪	ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	৩১৯০	১৪৯৬
লিখিত পরীক্ষা	১০/০৪/২০১৫ হতে ০২/০৫/২০১৫ পর্যন্ত	ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা এবং কমিশন সচিবালয়	১১২৪ (সর্বোচ্চ)	৪১৯
মৌখিক পরীক্ষা	০১/১২/২০১৫ হতে ১৮/১২/২০১৫ পর্যন্ত	কমিশন সচিবালয়	৪১৩	১০০

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর বিভিন্ন স্তরে প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত ঃ

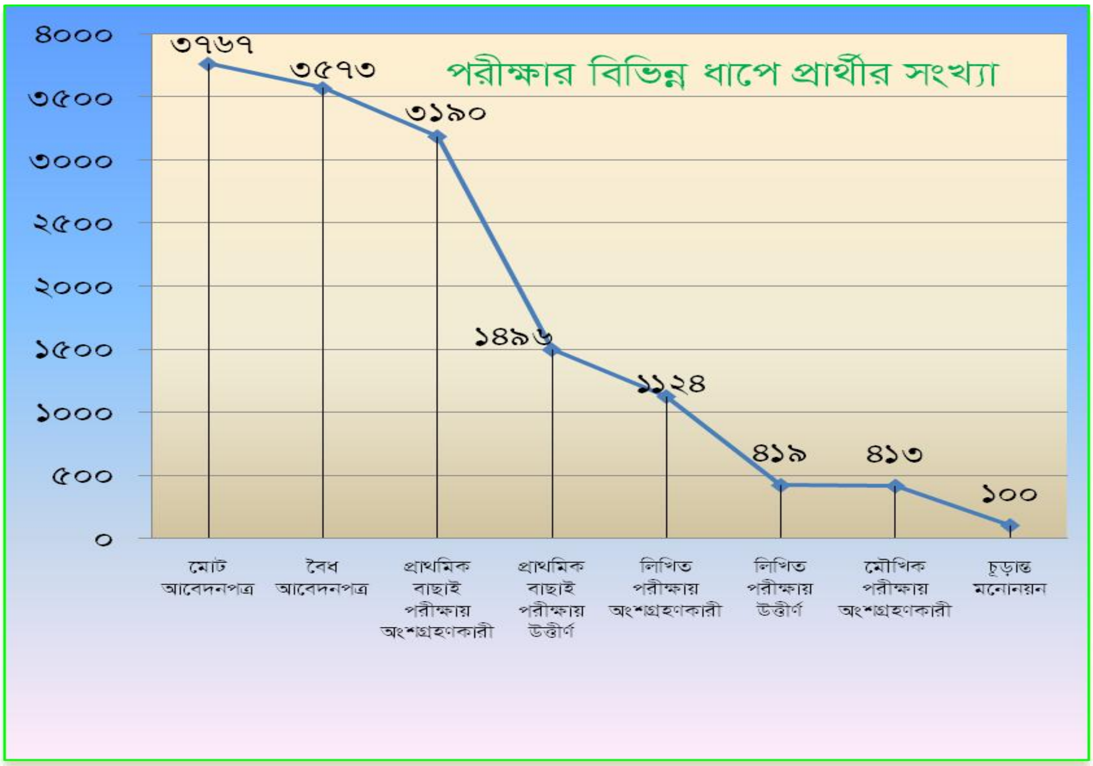

চিত্র নং-০১

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের কোটা সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারের নীতিমালার আলোকে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ বিধি সংশোধন করা হয়। তদানুসারে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত কোটাসমূহের শতকরা হার এবং **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ অনুসৃত মেধা ও অন্যান্য কোটায় মনোনয়ন এবং সুপারিশ ছকে বর্ণনা করা হয়েছে।**

কোটার বর্ণনা	নির্ধারিত কোটা	নির্ধারিত সংখ্যা	মনোনীত সংখ্যা	মন্তব্য
মেধা	৪৫%	৪৫	৭২	মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও উপজাতি কোটার অবশিষ্ট অংশ মেধা দ্বারা পূরণকৃত
মহিলা	১০%	১০	--	মেধার ভিত্তিতে অন্যুন সংখ্যক প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় প্রযোজ্য হয়নি
মুক্তিযোদ্ধার সন্তান	৩০%	৩০	১৭	প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি
উপজাতি	৫%	০৫	০১	প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি
জেলা	১০%	১০	১০	কোটা স্বাভাবিক নিয়মেই অনুসৃত
মোট	**১০০%**	**১০০ জন**	**১০০ জন**	

*** কোটা পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে যে কোন শ্রেণী/গোষ্ঠীর মধ্য থেকে নির্ধারিত কোটার অন্যূন সংখ্যক প্রার্থীর মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হলে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং বিভিন্ন শ্রেণী/গোষ্ঠীর ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর সংশোধিত বিধি ৫ এর (৮), (৯), (১০), (১১) ও (১২) এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর ফলাফল প্রস্তুত করা হয়।

মেধার ভিত্তিতে অন্যূন সংখ্যক প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় মহিলা কোটা ব্যবহার করার আবশ্যকতা ছিল না। এজন্য মহিলা কোটার নির্ধারিত ১০ টি পদ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ১০০ টি পদের ৩০% হিসেবে নির্ধারিত ৩০ টি পদের বিপরীতে ২২ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ২২ জনের মধ্যে ০৫ জন মেধার ভিত্তিতে ও ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় মনোনীত হয়। সে হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার অবশিষ্ট ৩০-১৭=১৩ টি পদ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হয়।

উপজাতি শ্রেণিভূক্ত মোট ০২ জন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে ০১ জন মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। অপর ০১ জন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মেধা কোটায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারায় তাকে উপজাতি কোটায় মনোনয়ন দেয়া হয়। সে হিসেবে উপজাতি কোটার অবশিষ্ট ০৫ - ০১ = ০৪ টি পদ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হয়।

বিধি মোতাবেক জেলা কোটায় ১০% এ ১০ জন প্রার্থী মনোনীত হয়েছে।

বর্ণিত হিসাব অনুসারে ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ ৭২ জন (মূল ৪৫+মহিলা কোটার পুরো অংশ ১০+উপজাতি কোটার অবশিষ্টাংশ ৪+মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার অবশিষ্টাংশ ১৩) প্রার্থীকে মেধা তালিকা থেকে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়।

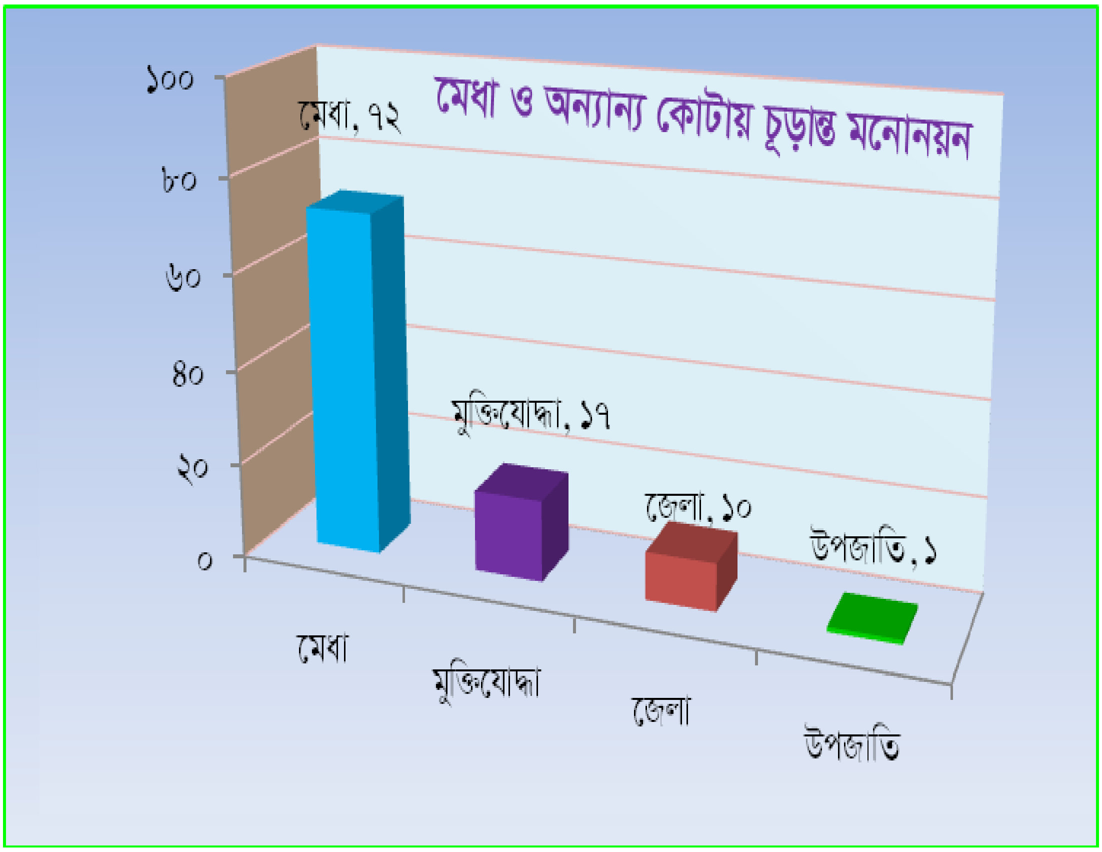

চিত্র নং-০২

৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ সম্পর্কিত গবেষণামূলক তথ্য বিশ্লেষণ

▣ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার রূপরেখা ঃ**

৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে ১০০ জন মনোনীত হয়েছে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্ন বর্ণিত ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	১ম বিভাগ/শ্রেণী	২য় বিভাগ/শ্রেণী	৩য় বিভাগ/শ্রেণী
১	এস. এস. সি	৯৩	০৬	১
২	এইচ. এস. সি	৯৪	০৬	--
৩	এল এল. বি (সম্মান)	৬৬	৩৪	--
৪	এল এল. এম	৩৬	০৯	--

বিঃ দ্রঃ আবেদন করা কালে ৫৫ জন প্রার্থীর এল এল. এম ডিগ্রী ছিল না।

▣ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার রূপরেখা (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ**

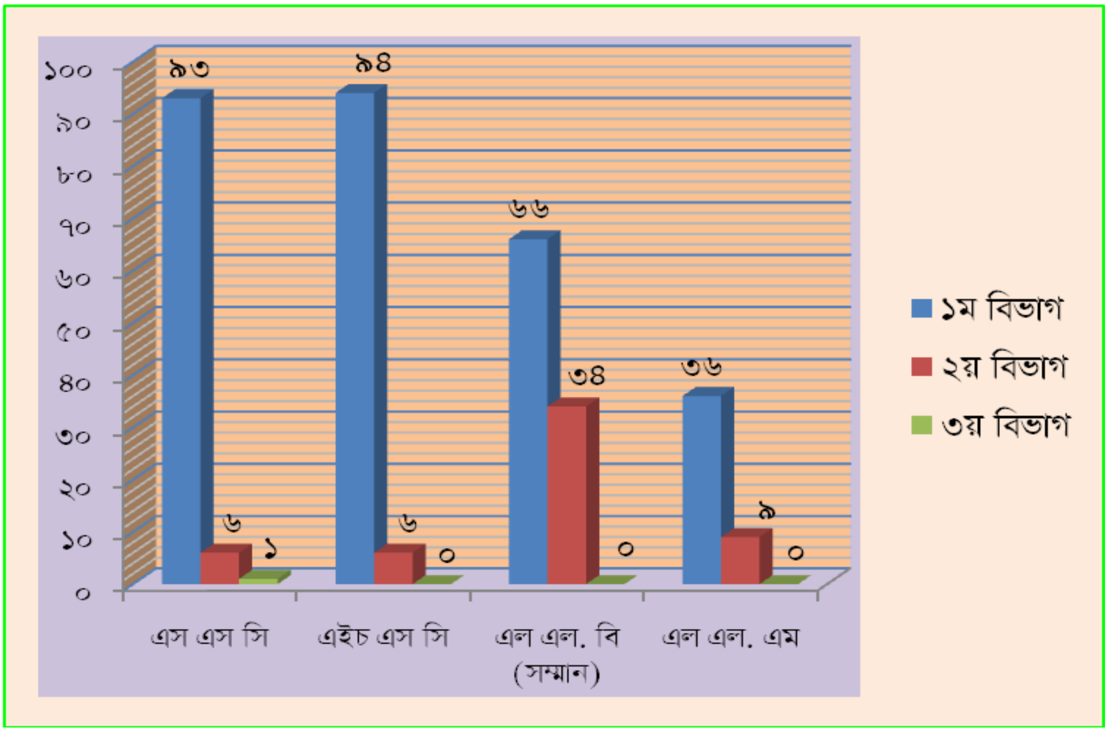

চিত্র নং-০৩

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের পিতা-মাতার পেশাগত অবস্থার বিবরণ ঃ

পিতা/মাতা	কৃষিজীবী	চাকরীজীবী	গৃহিনী	ব্যবসায়ী	শিক্ষকতা	আইনজীবী	সাংবাদিকতা	বিচারক	অবসরপ্রাপ্ত	অন্যান্য	মোট
পিতা	১৭	২৪	০	১৭	৭	৩	১	১	১৬	১৪	১০০
মাতা	০	১২	৮১	১	০	০	০	০	২	৪	১০০

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীর পিতা ও মাতার পেশাগত অবস্থার বিবরণ (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

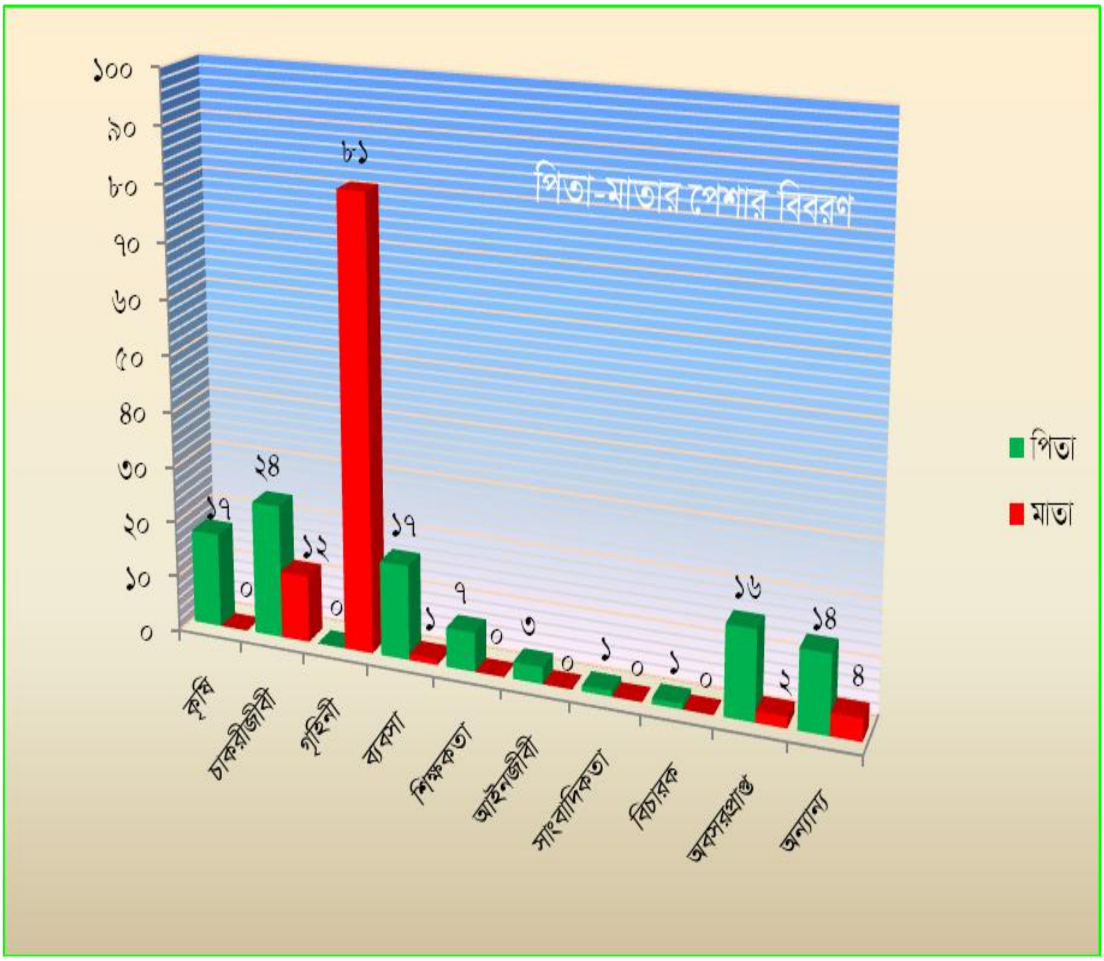

চিত্র নং- ০৪

▣ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক অবস্থান ঃ**

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মনোনীত প্রার্থীর মোট সংখ্যা	মেধা কোটা	অন্যান্য কোটা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪২	৩২	১০
২	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২২	১৫	০৭
৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২১	১৬	০৫
৪	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	০৬	০৪	০২
৫	নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়	০২	০১	০১
৬	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	--
৭	সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	--
৮	ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	--
৯	মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	--
১০	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০০	০১
১১	ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়	০১	--	০১
১২	বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়	০১	--	০১
	মোট =	১০০	৭২	২৮

▣ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীদের মেধা ও কোটা ভিত্তিক অবস্থান (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ**

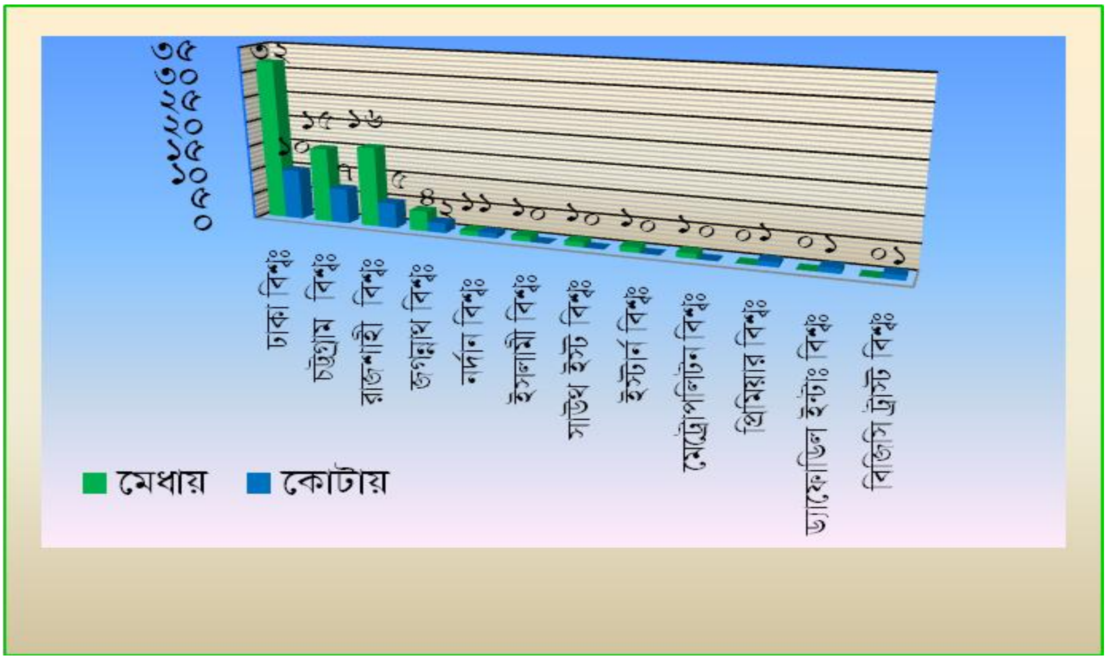

চিত্র নং- ০৫

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান ঃ

৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ বৈধ দরখাস্তকারীর সংখ্যা ছিল ৩৫৭৩ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ছিল ২৩৫০ জন এবং মহিলা ছিল ১২২৩ জন। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে পুরুষ ৫৪৫ জন ও মহিলা ২৪০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে পুরুষ ২০৫ জন ও মহিলা ১১৭ জন, রাজশাহী বিভাগ থেকে পুরুষ ২৯২ জন ও মহিলা ১৬১ জন, রংপুর বিভাগ থেকে পুরুষ ১৯১ জন ও মহিলা ৬৭ জন, খুলনা বিভাগ থেকে পুরুষ ৩২৮ জন ও মহিলা ২২১ জন, সিলেট বিভাগ থেকে পুরুষ ১০৯ জন ও মহিলা ৬৪ জন, বরিশাল বিভাগ থেকে পুরুষ ১৩১ জন ও মহিলা ৮৫ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে পুরুষ ৫৪৯ জন ও মহিলা ৬৮ জন প্রার্থী ৯ম বিজেএস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং সব বিভাগ থেকে প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় ১৪৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়, যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ছিল যথাক্রমে ১০৮৯ ও ৪০৭ জন। অতঃপর লিখিত পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয় ৪১৯ জন, যাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮৭ ও ১৩২ জন। এর মধ্য থেকে মৌখিক পরীক্ষার পর মেধা ও অন্যান্য কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ১০০ জন মনোনীত হয়, যেখানে ৫৪ জন পুরুষ ও ৪৬ জন মহিলা ছিল।

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ বিভিন্ন ধাপে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ঃ

যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা		
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৩৫০	১২২৩	৩৫৭৩	১০৮৭	৪০৭	১৪৯৬	২৮৭	১৩২	৪১৯	৫৪	৪৬	১০০

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ আবেদনকারী পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীর পরিসংখ্যান (পাই চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

চিত্র নং- ০৬

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীর পরিসংখ্যান (পাই চার্টে) ঃ

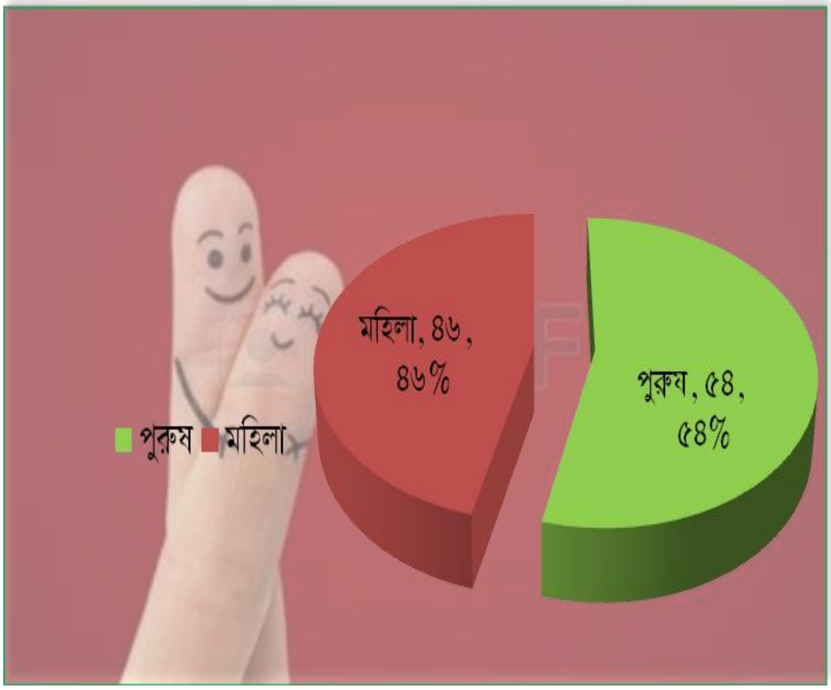

চিত্র নং-০৭

▣ বিভিন্ন বিভাগ থেকে নিম্নে বর্ণিত সংখ্যক প্রার্থী চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ লাভ করে ঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	প্রার্থীদের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
১	ঢাকা	২৭ জন	১৭	১০
২	চট্টগ্রাম	২৬ জন	১১	১৫
৩	রাজশাহী	১৫ জন	৮	৭
৪	খুলনা	১১ জন	৭	৪
৫	ময়মনসিংহ	০৭ জন	৩	৪
৬	বরিশাল	০৭ জন	৫	২
৭	রংপুর	০৪ জন	২	২
৮	সিলেট	০৩ জন	১	২
	মোট =	**১০০ জন**	**৫৪ জন**	**৪৬ জন**

■ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীর বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান (পাই চার্টে প্রদর্শিত) ঃ**

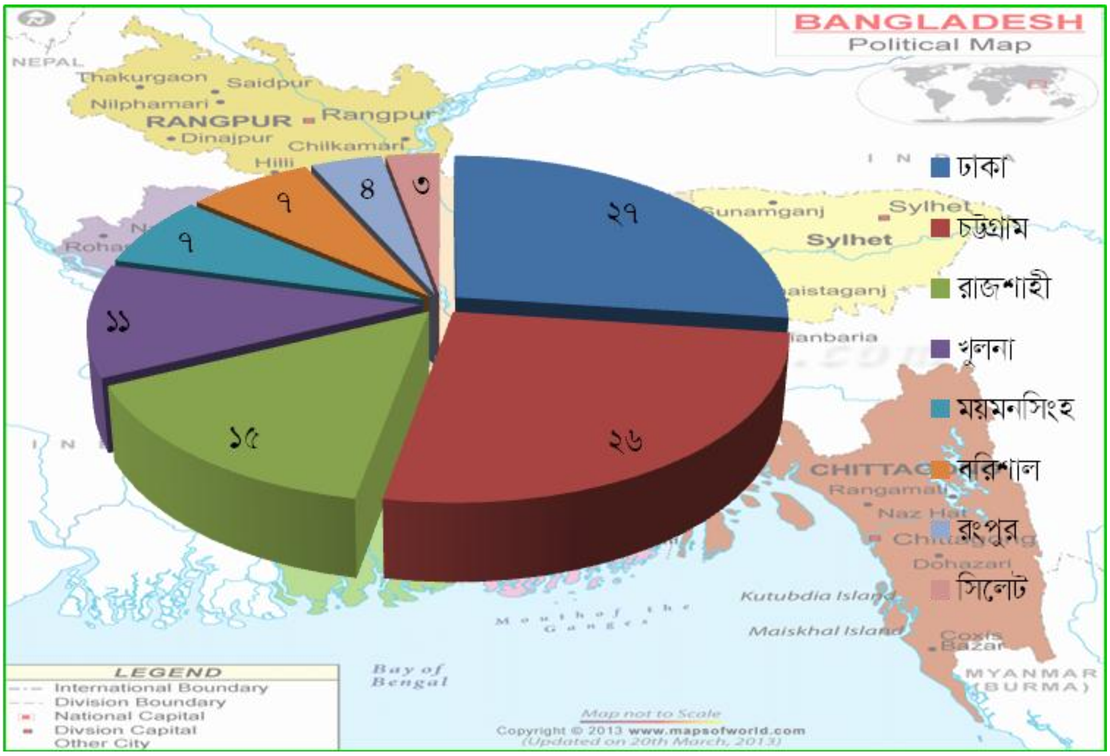

চিত্র নং- ০৮

■ **৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় মনোনীত প্রার্থীদের পরিসংখ্যান ঃ**

৯ম বিজেএস, ২০১৪ পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে ১৭২ জন পুরুষ ও ১৩৪ জন মহিলা প্রার্থী বৈধভাবে আবেদনপত্র দাখিল করে। এদের মধ্যে প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৫৯ জন পুরুষ ও ৩৯ জন মহিলা। তাদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ০৮ জন মহিলা প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। উক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ০৩ জন পুরুষ ও ০২ জন মহিলা প্রার্থী মেধার ভিত্তিতে মনোনীত হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ১৭ (১১ জন পুরুষ ও ০৬ জন মহিলা) জনকে মনোনীত করা হয়।

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ চূড়ান্তভাবে মনোনীত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের অবস্থান (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

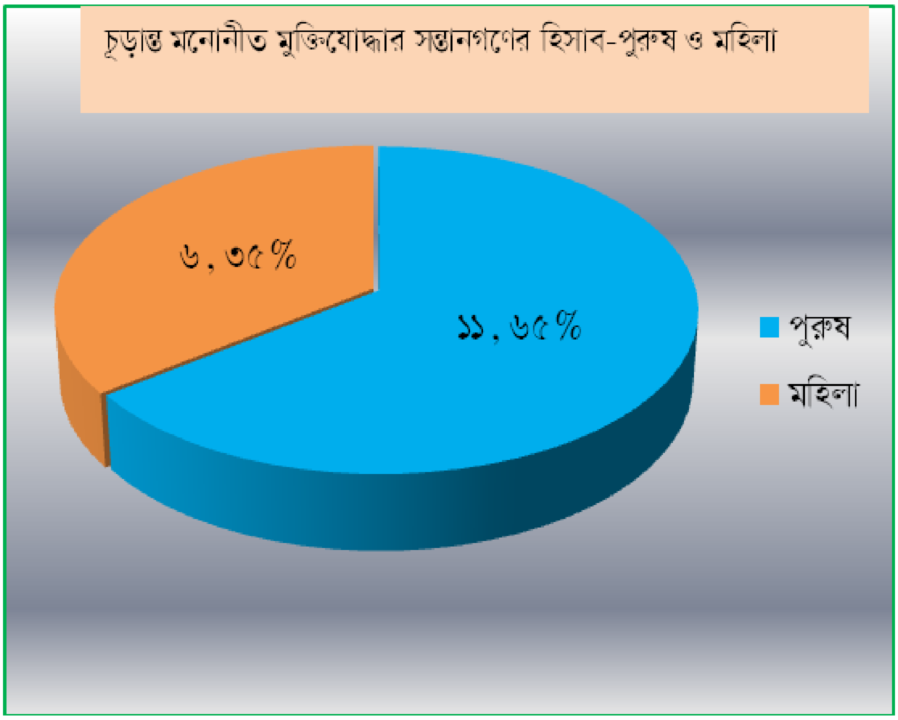

চিত্র নং-০৯

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীদের বিভাগ ওয়ারী পুরুষ ও মহিলার অবস্থান (ছক ও চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

	বরিশাল	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	ঢাকা
পুরুষ	১	১	১	৩	৬
মহিলা	০	০	১	৩	১

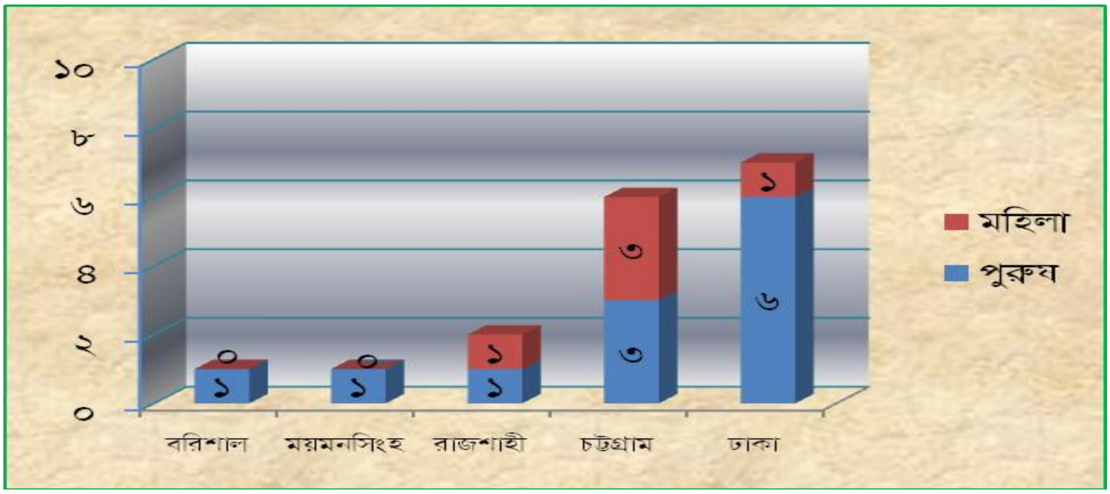

চিত্র নং- ১০

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর উপজাতি প্রার্থীদের সংখ্যার হিসাব ঃ

৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ উপজাতি কোটায় বৈধ আবেদনকারী ছিল ১৫ জন পুরুষ ও ০৬ জন মহিলা, যাদের মধ্যে সর্বাধিক চট্টগ্রাম বিভাগের ছিল ১৪ জন, এরপর ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের ছিল যথাক্রমে ০৪, ০২ ও ০১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১০ জন প্রার্থী, যাদের মধ্যে ০৮ জন পুরুষ ও ০২ জন মহিলা প্রার্থী ছিল। এক্ষেত্রেও সর্বাধিক ০৭ জন প্রার্থী ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের; অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগের ০১ জন করে প্রার্থী প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্য থেকে 'তঞ্চঙ্গাঁ' উপজাতির ০১ জন পুরুষ ও 'চাকমা' উপজাতির ০১ জন মহিলা প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় পাস করে, যারা উভয়ই চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি জেলার বাসিন্দা। তাদের মধ্য থেকে মহিলা প্রার্থী মেধা কোটায় মনোনীত হওয়ায় অপর পুরুষ প্রার্থীকে উপজাতি কোটায় চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

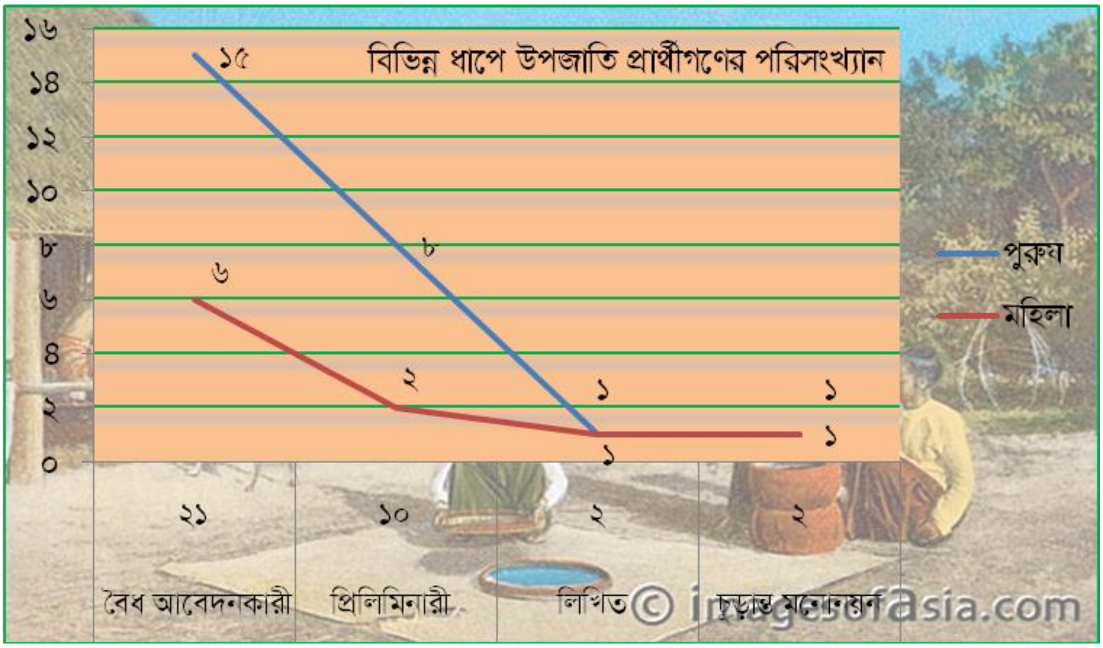

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মনোনীত প্রার্থীদের শহর ও গ্রাম ভিত্তিক অবস্থান ঃ

বসবাসের স্থান	প্রার্থীর সংখ্যা
শহর	২৪ জন
গ্রাম	৬৬ জন

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মনোনীত প্রার্থীদের শহর ও গ্রাম ভিত্তিক অবস্থান (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

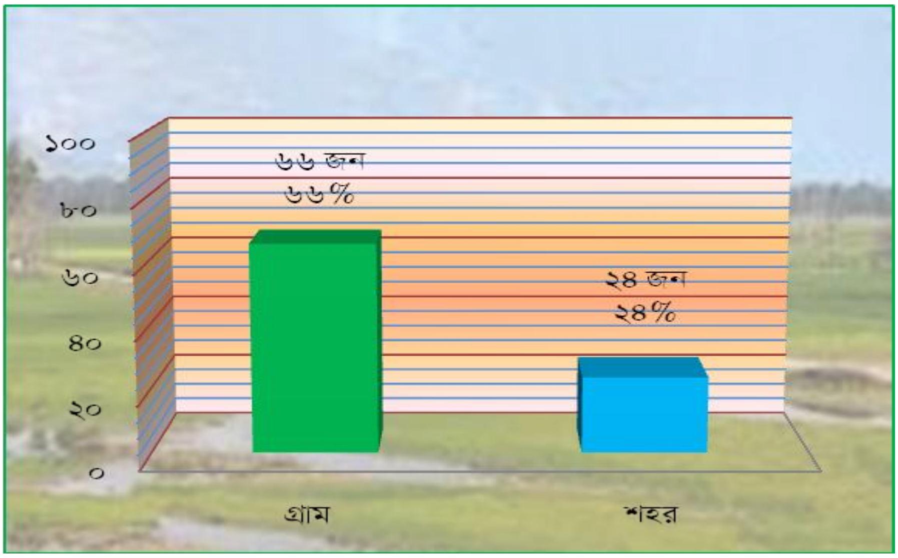

চিত্রঃ ১১

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মনোনীত প্রার্থীদের পিতা/মাতার বার্ষিক আয়ের বিবরণী ঃ

আয়ের সীমা	পিতা-মাতার সংখ্যা
৪ লাখের উপরে	৯
৪ লাখ পর্যন্ত	১৬
২ লাখ পর্যন্ত	৩৩
১ লাখ পর্যন্ত	৩২
আয় নেই	১০

▣ ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এ মনোনীত প্রার্থীদের পিতা/মাতার বার্ষিক আয়ের বিবরণী (চার্টে প্রদর্শিত) ঃ

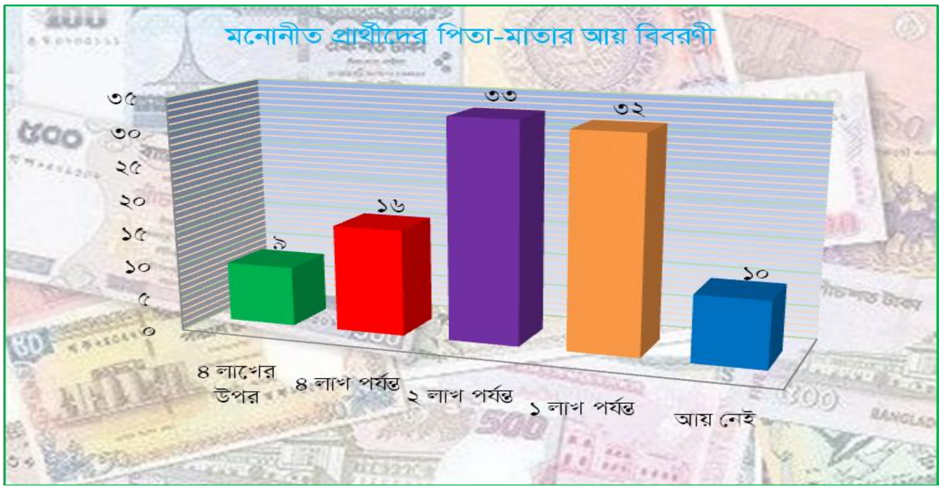

চিত্র নং- ১২

১০ম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা-২০১৬ এর বর্তমান চিত্র ঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ০৮/০৫/২০১৫ খ্রিস্টাব্দের স্মারক নং-বিচার-১/কন-১/২০০৭-৫৯২ ও ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিচার-১/কন-১/২০০৭-৪০৪ মূলে প্রাপ্ত চাহিদা পত্রের প্রেক্ষিতে সহকারী জজের ১১৫ (একশত পনের) টি শূন্য পদ পূরণের জন্য বাছাইক্রমে উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে গত ৩০/১২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিশনের ৯৭ তম সভায় ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিভাগীয় পরীক্ষা

শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ দ্বারা শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অত্র কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৬ এর উপবিধি (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮' জারী করে। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ এ বলা আছে যে, শিক্ষানবিস কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এ বিধানের আলোকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বিভাগীয় পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এর ফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। পরীক্ষার তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

◈ ১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৫ ◈

স্থান ঃ পরীক্ষা হলরুম, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ ২৯/০৭/২০১৫ ও ৩০/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

পত্রের নাম	আবেদনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
প্রথম পত্র	৯৩	৮৮	০৫
দ্বিতীয় পত্র	৮৯	৮২	০৭
তৃতীয় পত্র	৯৪	৮৯	০৫
চতুর্থ পত্র	৮৫	৭৯	০৬

কমিশনের আয়-ব্যয়

আয়

অত্র কমিশন সচিবালয়ের জন্য ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) প্রাপ্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৩০,৩০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ৩৪,৩৫,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা আছে। কমিশন সচিবালয় প্রতি মাসে এন.টি.আর আদায় সংক্রান্ত মাসিক রিটার্ন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এন.টি.আর আদায়ের চিত্র নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলঃ

সংযুক্তি তহবিল প্রাপ্তির বিস্তরিত প্রাক্কলন ঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৫

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রাপ্তি (প্রকৃত আদায়)
২০৩১	পরীক্ষা ফি	৩০,০০,০০০/-	৩২,০০,০০০/-	----
২০৩৭	সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	৬,০০০/-	৭,০০০/-	৫০০/-
২১১১	বাসাভাড়া আবাসিক	----	২,০০,০০০/-	২,২৮,০০০/-
২৩৬৬	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	৬,০০০/-	৭,০০০/-	----
২৩৭১	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি, স্ক্র্যাপ ইত্যাদি	৬,০০০/-	৭,০০০/-	----
২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	৬,০০০/-	৭,০০০/-	৩১,১০৩/-
২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	৬,০০০/-	৭,০০০/-	১০,১০৮/-
	সর্বমোট ঃ	**৩০,৩০,০০০/-**	**৩৪,৩৫,০০০/-**	**২,৬৯,৭১১/-**

উল্লেখিত খাতসমূহে কমিশন কর্তৃক আদায়কৃত মোট টাকার পরিমান দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত এগারো টাকা মাত্র।

২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ

২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে '৩-২১০১-০০০২- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন' খাতের অধীনে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর অনুকূলে উল্লেখিত খাতের পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ সমূহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতাদি এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ঃ

পরিচালনা কোড	খাত	বিবরণ	মঞ্জুরীকৃত অর্থ		
			২০১৫-১৬ বাজেট	২০১৪-১৫ (সংশোধিত)	২০১৪-১৫ বাজেট
০০০২	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৩০,৫০,০০০/-	২৯,৫০,০০০/-	২৫,৮৫,০০০/-
	৪৬০১	প্রতিঃ কর্মচারীদের বেতন	২৭,০০,০০০/-	২৪,৫০,০০০/-	১৭,০০,০০০/-
	***	**মোট বেতন**	**৫৭,৫০,০০০/-**	**৫৪,০০,০০০/-**	**৪২,৮৫,০০০/-**
	৪৭০০	ভাতাদি	***	***	***
	৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	১২,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-
	৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২৬,০০,০০০/-	২৩,৫০,০০০/-	২১,০০,০০০/-
	৪৭০৯	শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	----	১,৫০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
	৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৯,৬০,০০০/-	৮,৭১,০০০/-	৭,০০,০০০/-
	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৩,৮০,০০০/-	৩,৫৫,০০০/-	২,৫০,০০০/-
	৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৩০,০০০/-	১০,০০০/-	২৫,০০০/-
	৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	১০,০০০/-	১০,০০০/-	১০,০০০/-
	৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৬৫,০০০/-	৬০,০০০/-	৪০,০০০/-
	৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৬৫,০০০/-	৬০,০০০/-	৪০,০০০/-
	৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-
	৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন	২০,০০০/-	২০,০০০/-	২০,০০০/-
	৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৬,০০,০০০/-	৬,২০,০০০/-	৬,৫০,০০০/-
	***	**মোট ভাতাদি ঃ**	**৫৯,৭০,০০০/-**	**৫৬,৪৬,০০০/-**	**৫০,৭৫,০০০/-**
	৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**	***	***	***
	৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
	৪৮০৫	ওভার টাইম	২,৫০,০০০/-	২,২০,০০০/-	২,০০,০০০/-
	৪৮১৫	ডাক	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
	৪৮১৬	টেলিফোন	৩,০০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
	৪৮১৭	টেলি/ফ্যাক্স/ইন্টাঃ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
	৪৮১৯	পানি	১০,০০০/-	----	৫০,০০০/-
	৪৮২১	বিদ্যুৎ	৫,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
	৪৮২২	গ্যাস	৫০,০০০/-	----	৫০,০০০/-
	৪৮২৩	পেট্রোল	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
	৪৮৩১	বইপত্র সাময়িকী	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
	৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	----	৮০,০০০/-	৮০,০০০/-
	৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	----	৬,৪০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
	৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	৩,০০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
	৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি	৩০,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-

পরিচালনা কোড	খাত	বিবরণ	মঞ্জুরীকৃত অর্থ		
			২০১৫-১৬ বাজেট	২০১৪-১৫ (সংশোধিত)	২০১৪-১৫ বাজেট
	৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	২,৭০,০০০/-
	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১৩,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
	***	**মোট সরবরাহ ও সেবা ঃ**	**৮১,৭০,০০০/-**	**৭৩,০০,০০০**	**৮১,১০,০০০/-**
	৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	***	***	***
	৪৯০১	মোটর যানবাহন	৫,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
	৪৯০৬	আসবাবপত্র	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
	৪৯১১	কম্পিঃ ও অফিস সরঞ্জাম	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
	৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	----	----	----
	***	**মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ঃ**	**৯,০০,০০০/-**	**৭,০০,০০০/-**	**৭,০০,০০০/-**
	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ	***	***	***
	৬৮০৭	মোটরযান	----	৩৮,৩০,০০০/-	----
	৬৮১৫	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	৩,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,৫০,০০০/-
	৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	২,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
	৬৮২১	আসবাবপত্র	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
	৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	----	----	----
	***	**মোট সম্পদ সংগ্রহ ঃ**	**৭,৫০,০০০/-**	৪৪,৩০,০০০/-	**৬,০০,০০০/-**
		সর্বমোট ঃ	**২,১৫,৪০,০০০/-**	**২,৩৪,৭৬,০০০/-**	**১,৮৭,৭০,০০০/-**

ব্যয়

২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে নিম্ন ছকে বর্ণিত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ঃ

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	মোট
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৩০,৫১,৬০০/-
৪৬০১	প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন	২৫,৭৯,৯০০/-
৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	১১,৬৭,৫০০/-
৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২৯,৮৯,২০০/-
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৬৪,৬০০/-
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৯,১৩,৭০০/-
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৩,৬৫,৬০০/-

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	মোট
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৮,৬০০/-
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	৮,০০০/-
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৬২,১০০/-
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৬২,১০০/-
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৩৯,২০০/-
৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার ফোন ভাতা	২২,৪০০/-
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা (প্রেষণ ভাতা অন্তর্ভুক্ত)	৬,৩৬,৫০০/-
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	১,৩৭,৪০০/-
৪৮০৫	ওভার টাইম	২,০৩,১০০/-
৪৮১৫	ডাক/সার্ভিস স্ট্যাম্প	----
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম	১,৮৯,১০০/-
৪৮১৭	ইন্টারনেট	৮৮,৩০০/-
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৬,৬৩,১০০/-
৪৮২৩	পেট্রোল	৬,৩৩,৭০০/-
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২,০৫,১০০/-
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩,৯৫,০০০/-
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	৬৬,২০০/-
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	২,০০,০০০/-
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	১,৭৭,৭০০/-
৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি (পরীক্ষা ব্যয়)	২৯,৯৬,১০০/-
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	২,৬৭,০০০/-
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১২,৪২,৯০০/-
৪৯০১	মোটর যানবাহন মেরামত	২,৭১,৭০০/-
৪৯০৬	আসবাবপত্র মেরামত	৫৫,০০০/-
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১,১৭,১০০/-
৬৮০৭	মোটর যানবাহন	৩৮,২৯,০০০/-
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭৩,০০০/-
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	১৩,৩০০/-
৬৮২১	আসবাবপত্র	১,৩৭,৬০০/-
৬২২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	----
	মোট =	২,৩৯,৩২,৪০০/-

(দুই কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত টাকা মাত্র।)

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) কমিশনের বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় হয় ২,৩৯,৩২,৪০০/- টাকা মাত্র।

অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ ঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছর শেষে ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী বিগত অর্থ-বৎসরের অব্যয়িত অর্থ ছিল ৮,৬৭,২০০/- (আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশত টাকা মাত্র), যা বিধি মোতাবেক সরকারের কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে কোন খাতেই কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়নি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঃ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু রাখার ব্যাপারে প্রাপ্ত সহযোগিতার জন্যে অত্র কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

বাংলাদেশ সরকার ঃ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ কমিশনের জন্ম লগ্ন থেকে একে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার জন্যে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর জনবল ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহের অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ এ কমিশনের বিভিন্ন প্রস্তাব অনুমোদনসহ তা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এজন্যে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বাংলাদেশ সরকারের উল্লিখিত মন্ত্রণালয় সমূহের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ঃ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা এবং শিক্ষানবিশ সহকারী জজগণের অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের নিমিত্ত গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস তার নির্ধারিত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস, ঢাকা অঞ্চল স্টেশনারী দ্রব্যাদি সরবরাহ করছে। ফলে বিজেএস পরীক্ষা এবং শিক্ষানবিশ সহকারী জজগণের অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্যে মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অধীন সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঃ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের প্রয়োজনে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রয়োজনে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে অবস্থিত অত্র কমিশনের অফিস সমূহ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে জরুরী ভিত্তিতে স্থানান্তর সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (JATI) কর্তৃপক্ষ তাদের ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার কয়েকটি কক্ষ কমিশনকে সাময়িকভাবে বরাদ্দ প্রদান করে। পরবর্তীতে অত্র কমিশন সচিবালয়ের জন্য JATI ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ পূর্বক ৭ম, ৮ম, ৯ম তলাসহ ১০ম তলা (আংশিক) নির্মাণের ক্ষেত্রে JATI কর্তৃপক্ষ যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তজ্জন্যে এ কমিশন বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজ ঃ কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ করে বিজেএস পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরাসরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। উভয় কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ২০১৫ সনে সহকারী জজ পদে প্রিলিমিনারী ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালনা করা কমিশনের জন্যে সহজতর হয়েছে। এজন্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্তে বিধিমালা/আদেশসমূহ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭	৭৮
২।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭	৮১
৩।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪	৯১
৪।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭	৯৫
৫।	শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮	১১৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১৬, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭/০৩ মাঘ ১৪১৩

এস, আর, ও নং-৭-আইন/২০০৭।—যেহেতু বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায়ে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠনের নির্দেশনা রহিয়াছে;

সেহেতু সুপ্রীম কোর্টের উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭* নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "কমিশন" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) "প্রবেশ পদ" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর সহকারী জজ পদ;

(ঘ) "সরকারী কর্ম কমিশন" অর্থ Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (LVII of 1977) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Public Service Commission;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের কোন সদস্য;

(চ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস;

৩। **কমিশন প্রতিষ্ঠা ও উহার গঠন** ।—(১) বাংলাদেশ----* জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে।

****** এস, আর, ও নং ৩৩-আইন/২০০৭,তারিখ: ২ এপ্রিল ২০০৭ এর সংশোধন*

(২) কমিশন নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

- (ক) প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক;
- (গ) অ্যাটর্নি জেনারেল, ** পদাধিকারবলে ;*
- (ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত আইন কমিশনের একজন সদস্য;
- (ঙ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
- (চ) সচিব, অর্থ ** বিভাগ,* পদাধিকারবলে;
- (ছ) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
- (জ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ঢাকা অথবা রাজশাহী অথবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের *--- ডীন;
- (ঝ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;
- (ঞ) জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকার বলে।

(৩) ****** কমিশনের কোন পদে শূন্যতার কারণে উহার কোন কার্যধারার বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।*

৪। **কমিশন সচিবালয়** ।—(১) কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে উহা গঠিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সচিবালয় গঠিত না হওয়া পর্যন্ত—

(ক) সরকারী কর্ম কমিশনের সচিবালয় কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে এবং উক্ত সচিবালয় কমিশনের সচিবালয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব কমিশনের সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। **কমিশনের দায়িত্ব** ।—কমিশনের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা;

(খ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সার্ভিস পদে নিয়োগ বা তৎসংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে, সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান; এবং

(গ) আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬। **কমিশনের সভা**।—(১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিশনের সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বিধি ৩ এর উপ-বিধি ২ *তে-- উল্লেখিত ক্রমানুসারে সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন; কমিশনের সভায় কোরামের জন্য উহার অন্যূন ছয়জন সদস্যের, সভাপতি বা সভাপতিত্বকারী সদস্যসহ, উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং মতামতের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

****** এস, আর, ও নং ৩৩-আইন/২০০৭, তারিখ: ২ এপ্রিল ২০০৭ - এর সংশোধন*

৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—কমিশন প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত স্বীয় কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

৮। **আদেশ জারীর ক্ষমতা**।—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯। ****** "বিলুপ্ত"*

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ১৫ মাঘ, ১৪১০ বাংলা মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের এস, আর, ও নং ১৯-আইন/২০০৪ দ্বারা জারীকৃত বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার ** অধীনে জারীকৃত আদেশ,* সকল কাজকর্ম *ও ** গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলাউদ্দিন সরদার
সচিব।

****** এস, আর, ও নং ৩৩-আইন/২০০৭, তারিখ: ২ এপ্রিল ২০০৭ - এর সংশোধন*

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

তারিখ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭/০৩ মাঘ ১৪১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ ইং/ ৩ মাঘ ১৪১৩ বাং

এস, আর ও নং- ৯-আইন/২০০৭ ।- যেহেতু বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায়ে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ ও অনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের নির্দেশনা রহিয়াছে;

সেহেতু সুপ্রীম কোর্টের উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- এই বিধিমালা *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (*সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ*) বিধিমালা, ২০০৭* নামে অভিহিত হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্টে যে তারিখ হইতে কার্যকর করার পরামর্শ দিবে, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সেই তরিখ হইতে এই বিধিমালা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়- (ক) " উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি **বা* রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় সার্ভিসের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

****** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭*

(খ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি;
(গ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন:
(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
(ঙ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ;
(চ) "শিক্ষানবিস" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;
(ছ) "প্রবেশ পদ" অর্থ সর্ভিস এর সহকারী জজের পদ;
(জ) "সার্ভিস" অর্থ বিধি ৩ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস;
(ঝ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩। **সার্ভিস গঠন**।- (১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস থাকিবে এবং তফসিলে বর্ণিত পদসমূহ উক্ত সার্ভিসের পদ হইবে।

(২) জুডিসিয়াল সার্ভিস নিম্নরূপ বক্তিগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-
(ক) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে ***তফসিলের প্রথম অংশে উল্লেখিত কোন পদের বিপরীতে নিযুক্ত বা অন্যত্র প্রেষণে** কর্মরত ব্যক্তিগণ; এবং (খ) এই বিধিমালার অধীন সার্ভিস পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা ***তফসিলের উভয় অংশে উল্লেখিত পদসমূহের প্রাথমিক অনুমোদিত সংখ্যা নির্ধারণ করিবে এবং*** সময় সময় সার্ভিসের পদ সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া সার্ভিসের পদ সংখ্যা হ্রাস করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ-সার্ভিসের প্রবেশ পদের মোট সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সর্বনিম্ন পদ দুইটির পদ সংখ্যা একযোগ গনানা করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে পদসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সার্ভিসের **** মোট*** পদের অন্যূন ১০% অতিরিক্ত পদ ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত থাকিবে।

৪। **সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ**।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ সরাসরি করা হইবে।

৫। সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়ঃসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলী: (১) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ করা ***যাইবে,*** যদি-
(ক) তিনি কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএল, এম ডিগ্রীধারী হন;
(খ) তাহার বয়স অনধিক ***৩২♣*** বৎসর হয়; এবং

** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭।*
♣ সংশোধন ১৪ জুলাই, ২০১১।

(গ) *তিনি* ***Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order (P.O; No. 46 of 1972)*** *এর অধীন গঠিত* ***Bar Council*** *এর তালিকাভুক্ত* ***(enrolled)*** *এডভোকেট হিসাবে কোন* ***Local Bar Association*** *এর সদস্য হন* ♣

(২) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশেল ডমিসাইল না হন; বা

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি-

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ***ক্ষেত্র বিশেষে**, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে এবং তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি-

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফিসসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৬) ******কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে,*** সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের উদ্ধেশ্যে সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য Bangladesh Civil Service (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 এর অধীন সহকারী জজ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যেইরূপ সিলেবাস ও পদ্ধতি অনুসৃত হইত সেইরূপ পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণক্রমে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৮) সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য **১০%♦** কোটা সংরক্ষিত করিতে হইবে ঃ

** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭। ♦সংশোধন ২৯ ডিসেম্বর, ২০১০। ♣ সংশোধন ১৪ জুলাই, ২০১১।*

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন **১০%♦** মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, মেধার ভিত্তিতে মহিলাদের মধ্য হইতে অন্যূন **১০%♦** প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে মেধার ভিত্তিতে **১০%♦** কোটা পূরণের জন্য যেই সংখ্যক প্রার্থী প্রয়োজন হইবে সেই সংখ্যক প্রার্থীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) সার্ভিসে চকুরীরত মহিলাদের সংখ্যা সার্ভিস পদ সংখ্যার ৫০% এ উন্নীত হইলে উপ-বিধি(৮) এ উল্লিখিত কোটা অকার্যকর হইবে ।

♦ (১০) সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের মধ্য হইতে অন্যূন ৩০% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন জেলার জন্য নির্দিষ্ট কোটায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে ঐ জেলার শূণ্য পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্য জেলার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে, যদি বিভাগীয় পর্যায়েও উক্ত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হয় তবে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোটা পূরণ করিতে হইবে ঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, মেধার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের মধ্য হইতে অন্যূন ৩০% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে মেধার ভিত্তিতে ৩০% কোটা পূরণের জন্য যেই সংখ্যক প্রার্থী প্রয়োজন হইবে সেই সংখ্যক প্রার্থীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে অন্যূন ৫% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, মেধার ভিত্তিতে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে অন্যূন ৫% মনোনয়ন ও নিয়োগদান সম্ভব না হইলে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হইতে মেধার ভিত্তিতে ৫% কোটা পূরণের জন্য যেই সংখ্যক প্রার্থীর প্রয়োজন হইবে সেই সংখ্যক প্রার্থীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১২) সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী মনোনয়ন ও নিয়োগদানের ক্ষেত্রে জেলার সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ১০% জেলা কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।-জেলা কোটা নির্ধঅরণের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২০ ডিসেম্ভর, ২০০৯ তারিখের স্মারক নং সম (বিধি-১) এস-০৯/২০০৯-৪৪২ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬৪ জেলা পদে বিতরণের শতকরা হার অনুসরণ করিতে হইবে।

(১৩) উপ-বিধি (৮), (১০), (১১) এবং (১২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কোটার অবশিষ্ট পদে মেধার ভিত্তিতে মনোনয়ন ও নিয়োগদান করিতে হইবে।"

♦সংশোধন ২৯ ডিসেম্বর, ২০১০।

৬। **শিক্ষানবিস**।- (১) শূণ্য পদের বিপরীতে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ***উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষ, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এই রূপে বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ বর্ধিত করা না হইলে উহা সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিসি মেয়াদ বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, শেষ হইবার পর ***উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষ ***সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে** যদি এই মর্মে সন্তষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষনবিসের আচরণও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, শিক্ষানবিসকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ বা বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহা চলাকালে বা শেষ হইবার পর নিয়োকারী কর্তৃপক্ষ যাদি মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা ক্ষেত্রমত, ছিল না কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তিনি উপ-বিধি(৪) এর অধীন নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন নাই, তাহা হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ***সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে** শিক্ষানবিসের চাকুরীর আবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে স্থায়ী করা হইবে না যদি উক্ত শিক্ষানবিস * উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত-

(ক) *** কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয়** পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ না হন; এবং

(খ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেন কিংবা অংশগ্রহণ করিয়া প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত না করেন।

***(৪ক) উপ-বিধি (৪) এর অধীনে অনুষ্ঠিতব্য বিভাগীয় পরীক্ষা ও প্রতিক্ষণ বিষয়ে আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত Munsifs' Training and Probations Rules 1979 অনুসারে**

কমিশন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কাযক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং বিভাগীয় পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৫) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী উপ-বিধি (৩) এর অধীন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান না ঘটাইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, বর্ধিত শিক্ষানবিসি মেয়াদান্তে তাহার চাকুরী স্থায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন শিক্ষানবিসের চাকুরী এই বিধির অধীন স্থায়ী করা হইলে শিক্ষানবিসি মেয়াদ পদোন্নতি, পেনশন, ছুটি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের ***উদ্দেশ্যে** সার্ভিসে তাহার চাকুরীকাল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ।-** (১) সার্ভিস পদে কোন ব্যক্তিকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণ করা যাইবে না।

(২) সার্ভিস পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ দান না করিয়া এবং সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সার্ভিস পদ হইতে সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭।*

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্যকে এই বিধির অধীন সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণের ক্ষেত্রে Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহাকারে (Mutatis Mutandis) প্রযোজ্য হইবে তবে তদবিষয়ে সরকারী কর্মকমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

৮। **বিশেষ বিধান-** (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর সময়কালের মধ্যে * **নিয়োগকারী** কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (১৮) দ্বারা গঠিত বাছাই কিমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তাকে তফসিলের দ্বিতীয় অংশের কোন পদে কিংবা সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকরণ করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পরবর্তী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে এই বিধিমালার অধীন সার্ভিস পদে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক কর্মকর্তাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন * **সার্ভিসের** কোন পদে আত্মীকৃত হইতে ইচ্ছুক ***কর্মকর্তা** উপ-বিধি ৯১৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতার অধিকারী * **হওয়া** সাপেক্ষে, আত্মীকৃত হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাহার বর্তমান * **নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের** মাধমে উপ-বিধি (২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে সার্ভিস পদের * **উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে * পারিবে।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুরি পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১৮) এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়া যাচাই-বাছাই পূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করিবেন।

(৫) বাছাই কমিটি উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্রগুলি যাচাই-বছাই করিয়া ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে **<u>* উপযুক্ত</u>** কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক সার্ভিস রেকর্ডধারী উপযুক্ত প্রাথীদের নাম আত্মীকরণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

(৬) *** উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৫) এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পরবর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে *** সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণক্রমে আত্মীকরণ ও পদায়ন আদেশ** জারী করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন *** জারীকৃত আদেশ উল্লেখিত** পদে যোগদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা ৩০(ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না, আত্মীকৃত পদে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার আত্মীকরণ আদেশ বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৮) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কর্মকর্তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, আত্মীকৃত পদে পদায়ন করিতে পারিবে।

(৯) উপ-বিধি (১) এর অধীন তফসিলের দ্বিতীয় অংশের বিভিন্ন পদে আত্মীকৃত কর্মকর্তাদের পারস্পরিক জেষ্ঠ্যতা আত্মীকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) *** ক্যাডারে** তাহাদের জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নিরূপিত হইবে।

**** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭।***

(১০) উপ-বিধি (১) এর অধীন সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকৃত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা নিরূপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে তাহার পূর্ব চাকুরীকাল গণনা করিতে হইবে এবং নিুবর্ণিত পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে বংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, মেধা তালিকা অনুসারে সহাকরী জজ হিসাবে যোগদানকারী কর্মকর্তাগণের সহিত আত্মীকৃত কর্মকর্তা একই ব্যাচের প্রার্থী হিসাবে একটি সাধারণ মেধা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকিলে তদানুসারে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে;

(খ) একই ব্যাচের একাধিক কর্মকর্তা সহকারী জজ হিসাবে আত্মকৃত হইলে, তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা উক্ত ব্যাচের মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিরূপিত হইবে;

(গ) কোন ব্যাচের ক্ষেত্রে এইরূপ সাধারণ মেধা তালিকা না থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী জজ এর সহিত আত্মীকৃত কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর বিধান সাপেক্ষে, সহকারী জজগণ এবং আত্মীকৃত কর্মকর্তাগণের জ্যেষ্ঠতা নিরূপনের ক্ষেত্রে General Principles of Seniority প্রযোজ্য হইবে।

(১১) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কোন কর্মকর্তা আত্মীকৃত পদে যোগদান করিবার পরবর্তী তিন বৎসর সময়কালের মধ্যে তাহার মূল ক্যাডার বা পদে ফেরত যাইবার জন্য লিখিতভাবে *** উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিবেন ।

**সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭*

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন কোন কর্মকর্তা তাহার মূল সার্ভিস বা পদে ফেরত যাইবার ইচ্ছা *** লিখিতভাবে জানাইলে**, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে ***ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনক্রমে** তাহার ফেরত যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সার্ভিস পদে তাহর দায়িত্ব পালনের সময়কাল প্রেষণে চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদপ্রেক্ষিতে তাহার মূল সার্ভিসে বা পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা এবং অন্যান্য সুবিধা ক্ষুন্ন হইবে না ।

(১৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে আত্মীকরণের জন্য নির্ধারিত তিন বৎসর সময়কালের জন্য প্রয়োজনবোধে তফসিলের দ্বিতীয় অংশের যে কোন শূণ্য পদে উপ-বিধি (১৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতার অধিকারী বি,সি,এস(প্রশাসন) ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে প্রেষণে নিয়োগদান করিতে পারিবেন ।

(১৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যদি তফসিলের দ্বিতীয় অংশে শূণ্য পদ থাকে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত শূণ্য পদসমূহ বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন ।

(১৫) সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং বিধি অনুযায়ী গৃহীত পদোন্নতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্ভিসের সদস্য দ্বারা তফসিলের দ্বিতীয় অংশের সকল পদ *** ২০১১** সনের **৩১** শে ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পূরণ করিতে হইবে এবং একই সংঙ্গে প্রেষণে নিয়োজিত বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে উক্ত ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে ।

** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭ ।*

(১৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন আত্মীকৃত কিংবা উপ-বিধি (১৩) ও (১৪) এর অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা তাহার মূল ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করিলে সার্ভিসে দায়িত্ব পালনের কারণে উক্ত ক্যাডারে তাঁহার জ্যেষ্ঠতা বা অন্যান্য সুবিধা ক্ষুন্ন হইবে না ।

(১৭) এই বিধি অনুযায়ী প্রেষণে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ের জন্য সরকার নির্বাহী আদেশ দ্বারা উপরূপ নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে বিশেষ কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে ।

(১৮) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আত্মীকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি বাছাই ***কমিটি** গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতি হইবেন;

(খ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(গ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে; এবং

(চ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;

(১৮ক) উক্ত বাছাই কমিটি উহার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং উহার সভায় চারজন সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম গঠিত হইবে;

(১৯) এই বিধির অধীন সার্ভিসের দ্বিতীয় অংশের বিভিন্ন পদে আত্মীকরণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নূন্যতম যোগ্যতা হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

ক্রমিক নং	সার্ভিস পদের নাম	সার্ভিস পদে আত্মীকৃত হইবার নূনতম যোগ্যতা
(ক)	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।
(খ)	এডিশনাল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।
(গ)	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ স্পেশাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ন্যূনতম ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রথম শ্রেণীর পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।
(ঘ)	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়/৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ।	ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের অজ্ঞিতা থাকিতে হইবে ।

(২০) এই বিধির অধীন সার্ভিসের সহকারী জজ পদে আত্মীকরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।

***৮ক । সুপ্রীশ কোর্টের সহিত পরামর্শের কাযকারিতাঃ এই বিধিমালা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের পরামশ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রস্তব ও সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ ভিন্নতা থাকিলে, উক্ত কোর্টের পরামর্শ প্রাধান্য ।**

৯ । **রহিতকরণ ও হেফাজত ।-** (১) এতদ্বারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ রহিত করা হইল ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীনকৃত সকর কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই বিধীমালা কার্যকর হইবার পূর্বে *** তফসিলের প্রথম অংশে উল্লেখিত কোন** পদে প্রদত্ত নিয়োগ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নিয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে ।

তফসিল

[বিধি-২(জ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের পদসমূহ

প্রথম অংশ

(ক) জেলা বিচারক/জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;
(খ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ *সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;
(গ) যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/*সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;
(ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ/*সমপর্যায়ের অন্যান্য বিচারিক পদ;

দ্বিতীয় অংশ

(ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;
(খ) অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;
(গ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট;
(ঘ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়/৩য় শ্রেণীর)।

****** সংশোধন ২ এপ্রিল, ২০০৭***

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৪, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

আদেশ

তারিখ, ৪ অক্টোবর ২০০৪ /১৯ আশ্বিন, ১৪১১

এস, আর, ও নং ২৮৬-আইন/২০০৪ ।—বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ -

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।**—এই আদেশ *"বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪"* নামে অভিহিত হইবে ।

২। **সংজ্ঞা ।**—সংজ্ঞা বা বিষয়ের পরিপন্থি কোন কিছু না হইলে, এই আদেশে -

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;
(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;
(গ) "সচিব" ও "সচিবালয়" অর্থ যথাক্রমে কমিশনের সচিব ও সচিবালয়;
(ঘ) "সভাপতি" অর্থ চেয়ারম্যান বা কমিশনের কোন সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্য;
(ঙ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস ।

৩। **কমিশনের সভা আহবান ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ:**

(১) সচিব, চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে * -- ***বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত ক্রমানুসারে*** সদস্যের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে সভা আহবানের লিখিত নোটিশ সকল সদস্যের নিকট অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রেরণ করিবেন; তবে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য জরুরী বিবেচনা করিলে তদপেক্ষা কম সময়ের নোটিশেও সভা আহবানের নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

(২) চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন ।

(৩) কমিশনের অন্ততঃ ০৩ (তিন) জন সদস্য লিখিতভাবে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে অনুরোধ করিলে সভা আহবান করিতে হইবে।

***এস, আর, ও নং ২২৬-আইন/২০০৮,তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৮ এর সংশোধন**

৪। **চেয়ারম্যান অনুপস্থিতিতে কার্য সম্পাদনঃ**

** --- (১) কমিশনের কোন সভায় চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকিলে, সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে, বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ক্রমানুসারে একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট সভায় যথাযথ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভোট প্রদানসহ সভাপতির সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।*

(২) চেয়ারম্যান ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়া না থাকিলে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত তাঁহাকে অবহিত না করা পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হইবে না; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর চেয়ারম্যান উহার বাস্তবায়নে সম্মতি দিতে পারেন অথবা পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপনার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

৫। **পদ শূণ্যতার কারণে কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ না থাকা**।—কোন সময় চেয়ারম্যান ব্যতীত কমিশনের অন্য কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকার কারণে কমিশনের সভা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে না; বিধিমালায় উল্লিখিত *-- *০৬ (ছয়)* জন সদস্য (সভাপতি বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তিসহ) উপস্থিত থাকিলেই সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। **সভার কার্যবিবরণী**।—(১) সচিব বা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন কর্মকর্তা সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কার্যবিবরণীতে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দস্তখত গ্রহণক্রমে উহা যথাশীঘ্র সম্ভব সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) কার্যবিবরণী প্রাপ্ত হওয়ার অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যে কোন সদস্য লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করিলে লিখিতভাবে চেয়ারম্যান বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নিকট তাহার মতামত পরবর্তী সভার পূর্বেই প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) সভার বিস্তরিত কার্য পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৭। **কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ ও কমিটি গঠন**।—(১) কমিশনের দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন উহার বিবেচনামত যথাযথ নির্দেশনা সাপেক্ষে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এবং প্রয়োজনবোধে কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উহার পরিধিভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার কোন সদস্যকে বা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৮। **কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**।—অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি বা ব্যক্তি উহার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে তৎসম্পর্কে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন; এবং চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত কমিটি বা ব্যক্তিকে

নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা বিষয়টি কমিশনের নিকট উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান এইরূপ নির্দেশ না দিলে উক্ত কমিটি বা ব্যক্তি উহা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **সহায়তার জন্য অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ**।—কমিশনের দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করিতে পারিবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করিতে পারিবে। এইরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করিবে।

***এস, আর, ও নং ২২৬-আইন/২০০৮,তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৮ এর সংশোধন**

১০। **কমিশন কার্যক্রমে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সদস্যের অংশগ্রহণে বাধা-নিষেধ**।—কমিশনের পরীক্ষা কার্যক্রমে বা অন্য কোন বিষয়ে উহার কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, তবে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

১১। **সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ বিষয়ে কার্য সম্পাদন**।—সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন;

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে;

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও শূন্য পদের সহিত সংগতি রাখিয়া পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের মেধা তালিকা প্রস্তুতকরতঃ উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে।

১২। **অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব সম্পাদন ও পরামর্শ প্রদান**।—সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ ব্যতীত, সার্ভিসের কোন বিষয়ে, সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা অন্য কোন আইনের অধীনে কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হইলে বা কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কমিশন উক্ত দায়িত্ব সম্পাদন বা পরামর্শ প্রদান করিবে।

১৩। **সচিবের আর্থিক ক্ষমতা**।—(১) কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইবেন কমিশনের আয়ণ ও ব্যয়ণ কর্মকর্তা।

(২) প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব *-- ***১৫,০০০ (পনের হাজার)*** টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে উহার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকিলে চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব**।—(১) এই আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে; এবং তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করিতে পারিবেন।

১৫। **অন্যান্য অফিস বা কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ**।—চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সহিত পত্র যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

***এস, আর, ও নং ২২৬-আইন/২০০৮,তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৮ এর সংশোধন**

১৬। **সচিবালয়ের বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য**।—সচিবালয় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট হইতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হইবে।

১৭। **কমিশন সচিবালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারী**।—(১) সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হইবে।

(২) সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাইবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখিতে পারিবে এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তরিত নিয়োগ বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কর্ম কমিশনের সচিবালয় কমিশনকে সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

১৮। **অন্যান্য বিষয় কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ**।—এই আদেশে বর্ণিত নহে এমন প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে কমিশন, সরকারী নিয়ম-কানুনের আলোকে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

কমিশনের আদেশক্রমে

ডাঃ আবুল কাসেম মাহবুবুল আলম
সচিব।

মোঃ নূর-নবী, (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৩০, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

আদেশ

তারিখ, ৩০ মে ২০০৭/১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪

এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০০৭।—বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ, এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্ত-করণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই আদেশ *"বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭* নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(খ) "আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের প্রথম ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্তণালয় বা বিভাগ;

(ঘ) "ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ" অর্থ ১ম তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত বিষয়সমূহ;

(ঙ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(চ) "কমিশন সচিবালয়" অর্থ কমিশনের সচিবালয়;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযোজিত কোন তফসিল;

(জ) "দরখাস্ত" অর্থ এই আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এই আদেশ অনুসারে কমিশন সচিবালয়ে প্রাপ্ত দরখাস্ত;

(ঝ) "পরীক্ষা" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা;

(ঞ) "প্রবেশ পদ" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর সহকারী জজের পদ;

(ট) "প্রার্থী" অর্থ প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য দরখাস্ত জমা দানকারী ব্যক্তি;

৩। **পরীক্ষা অংশগ্রহণের যোগ্যতা**।—(১) প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়ঃসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে *-- ***"বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭"*** এর বিধি ৪ ও ৫-এর বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত যোগ্যতা নিরূপণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে কমিশন, প্রয়োজনীয় ফরম নির্ধারণ, উহা ছাপানো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **প্রাথমিক পরীক্ষা**।—(১) অনুচ্ছেদ ৫ অথবা ৬-এর অধীনে গৃহীত পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, প্রার্থীর সংখ্যা এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কোন পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিশন, ১০০ নম্বরের প্রাথমিক পরীক্ষা (Preliminary Examination) গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই পরীক্ষা কুইজ (Quiz) ধরনের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হইবে।

(২) প্রাথমিক পরীক্ষার ন্যূনতম *-- ***৫৫%*** নম্বর পাইলে কোন প্রার্থী কৃতকার্য হইবেন এবং শুধুমাত্র উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রাথমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কোন প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সহিত যোগ করা হইবে না।

৫। **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, উহার মান বন্টন, সিলেবাস ইত্যাদি**।—(১) প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী, এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রথমে লিখিত এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন।

(২) **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মান বন্টন হইবে নিম্নরূপ ঃ—**

(ক) লিখিত পরীক্ষা			
	(১) আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ	ঃ	৪০০ নম্বর
	(২) আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ	ঃ	৪০০ নম্বর
	(৩) ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ	ঃ	২০০ নম্বর
(খ) মৌখিক পরীক্ষা		ঃ	১০০ নম্বর
			মোট ঃ ১১০০ নম্বর

(৩) লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ ১ম তফসিলে উল্লেখিত আছে, এবং কমিশন, এই সকল বিষয়ের বিস্তরিত সিলেবাস প্রণয়ন ও ****প্রকাশ করিবে, তবে*** উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক)-এর মান বন্টন অপরিবর্তিত

রাখিয়া কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত তফসিলে উল্লেখিত কোন বিষয় বা উহার কোন অংশ বা বিস্তরিত সিলেবাস সংযোজন, বিয়োজন বা অন্যবিধ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) সকল প্রার্থীকে **১**ম তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ হইতে যেকোন দুইটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কোন বিষয়ে একাধিক অংশ থাকিলে প্রার্থীকে সকল অংশের উপর পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর হইবে ১০০ এবং উহাতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘন্টা।

***এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ, ৪ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন**

৬। **জরুরী বাছাই প্রক্রিয়া**।— (১) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৫-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রবেশ পদে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিদাপত্র প্রেরণ করিলে, কমিশন, এই আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত লিখিত পরীক্ষার পূর্বে অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে প্রার্থীগণের প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীনে গৃহীতব্য পরীক্ষার মান বন্টন হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(ক) লিখিত পরীক্ষা			
	(১) সাধারণ বিষয় (ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান)	ঃ	১০০ নম্বর
	(২) আইন বিষয়সমূহ	ঃ	৩০০ নম্বর
(খ) মৌখিক পরীক্ষা		ঃ	১০০ নম্বর
		মোট ঃ	৫০০ নম্বর

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর অধীনে গৃহীতব্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহের তালিকা ২য় তফসিলে উল্লেখিত আছে এবং এই সকল বিষয়ের উপর কমিশন বিস্তরিত সিলেবাস প্রণয়ন ও ***প্রকাশ করিবে, তবে** উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক)-এ উল্লেখিত মান বন্টন অপরিবর্তিত রাখিয়া কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত তফসিলে উল্লেখিত কোন বিষয় বা উহার কোন অংশ বা বিস্তরিত সিলেবাসে সংযোজন, বিয়োজন বা অন্যবিধ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীনে ***গৃহীতব্য** পরীক্ষায়—

(ক) ২য় তফসিলের প্রথম ভাগে উল্লেখিত ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক, এবং

(খ) প্রত্যেক প্রার্থীকে ২য় তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখিত আইন বিষয়সমূহের মধ্য হইতে তাহার নির্ধারিত তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কোন বিষয়ে একাধিক অংশ থাকিলে প্রার্থীকে সকল অংশের উপর পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর হইবে ১০০ এবং উহাতে পরীক্ষা দেওয়ার নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘন্টা।

৭। **সর্বনিম্ন পাশ নম্বর**।—(১) উপ-অনুচ্ছেদ (২) সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ গড়ে ***৫০%*** *এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে কমিশন, গড় পাশ নম্বর ***বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে*** পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত ***পরিবর্তিত*** গড় নম্বর উল্লেখ করিবে।

(২) কোন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন বিষয়ে * ***৩০%*** এর কম নম্বর পাইলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোন নম্বর পান নাই বলিয়া গণ্য হইবে এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত গড় পাশ নম্বর নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ***৫০%*** এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন।

৮। **পরীক্ষার ভাষা**।—কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশনা প্রদান না করিলে একজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার কোন একটি বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজী যে কোন একটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে একই বিষয়ে আংশিক বাংলা বা আংশিক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

***এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ, ৪ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন**

৯। **মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতি**। — (১) লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোর্ড গঠন করিতে পারিবে এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উক্ত বোর্ড মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় প্রার্থীর আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, হাতের লেখার স্পষ্টতা, মানসিক সর্তকতা, মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাচনভঙ্গি, নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক এবং পাঠ্যক্রম বর্হিভুত ক্রিয়াকলাপ যেমন, খেলাধুলা, বিতর্ক, শখ ইত্যাদি বিবেচনা করিবেন।

১০। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা**।—(১) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার ৩য় তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত তফসিলে বর্ণিত ফরমে প্রত্যেক প্রার্থী সম্পর্কে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, উক্ত প্রার্থী প্রবেশ পদে নিয়োগলাভের জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত কিনা এবং উক্ত পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন কিনা।

(৩) প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী যোগ্য হইবেন না, যদি উক্ত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে

নিয়োগলাভে যোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সফল সমাপ্তি কোন প্রার্থীকে অনুরূপ পদে নিয়োগের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে না ।

১১। **পরীক্ষার স্থান**।—কমিশন ঢাকায় সকল পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, তবে দেশের বাহিরে অবস্থানরত প্রার্থীর সংখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে কমিশন দেশের বাহিরে কোন স্থানেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

১২। **দরখাস্ত আহ্বান এবং দরখাস্ত, পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি দাখিল করা**।—(১) কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হইতে প্রকাশিত দুইটি বাংলা ও একটি ইংরেজীসহ ন্যূনতম চারটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রবেশ পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাছাই এর নিমিত্ত অনষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিবে ।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে পূরণকৃত দরখাস্ত কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তারিখে বা উহার পূর্বে কমিশন সচিবালয়ের বরাবরে পৌঁছাইতে হইবে এবং নির্ধারিত তারিখের পরে কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না ।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা উহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যাংকের যে কোন শাখায় চালানের মাধ্যমে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রদেয় পরীক্ষার ফিস হিসাবে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অংকের টাকা জমা করিবার প্রমাণপত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং এই টাকা ফেরতযোগ্য হইবে না ।

(৪) পরীক্ষার ফিস নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবরে প্রদেয় হইবে ।

(৫) প্রত্যেক প্রার্থী দরখাস্তের সহিত তাহার ***পাঁচ** কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করিবেন; এবং এই ছবি দরখাস্ত দাখিলের অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা এবং কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে ।

***এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ, ৪ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ এর সংশোধন**

(৬) দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম এবং অনুচ্ছেদ ১৪ তে উল্লিখিত কমিশনের নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা কমিশন সচিবালয় বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থান হইতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে ।

(৭) দরখাস্তের ফরম এবং কমিশনের নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা অনুসারে ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করিতে হইবে ।

(৮) অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য সম্বলিত বা প্রয়োজনীয় দলিল বিহীন দরখাস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে;

**"তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর যথাযথ মনে করিলে কোন প্রার্থীকে এক বা একাধিক দলিল দাখিলের বা সংশোধনের সুযোগ দিতে পারিবে।"*

১৩। **পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ**।—(১) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে কমিশন সচিবালয় পরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ ঘোষণা করিবে, যথা ঃ—

(ক) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচী; এবং

(খ) অন্যান্য তথ্যসমূহ যাহা কমিশনের বিবেচনামতে প্রয়োজনীয়।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজীসহ ন্যূনতম তিনটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

১৪। **তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ**।—কমিশন লিখিত পরীক্ষার বিস্তরিত সিলেবাসসহ প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার আনুষঙ্গিক তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে উক্ত পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৫। **মিথ্যা তথ্য দাখিলের শাস্তি**।—যদি কোন প্রার্থী সজ্ঞানে কোন মিথ্যা তথ্য দাখিল করেন বা এমন কোন তথ্য দাখিল করেন যাহা তিনি মিথ্যা মর্মে বিশ্বাস করেন বা কোন তথ্য গোপন করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাল সনদপত্র দাখিল করেন বা কোন দলিলে তাহার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রার্থীতা সম্পর্কিত কোন তথ্য ঘষামাজা বা পরিবর্তন করেন, অথবা পরীক্ষার হলে **** অসদুপায় অবলম্বন বা*** অসদাচরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহের জন্য যে, পরীক্ষার নিমিত্ত উক্তরূপ কার্য করিয়াছেন তাহাসহ পরবর্তী এক বা একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

১৬। **ঠিকানা**।—দরখাস্তের নির্দিষ্ট ফরমে প্রার্থীর ডাক ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে পরিবর্তিত নতুন ঠিকানা তৎক্ষণাৎ কমিশন সচিবালয়ের সচিবকে অবগত করিতে হইবে।

১৭। **প্রবেশ পত্র**।—(১) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক প্রার্থীর দরখাস্ত পরীক্ষান্তে উহা সঠিকভাবে দাখিলকৃত ও উহাতে প্রদত্ত তথ্যাদি ও সংযুক্ত কাগজপত্র যথাসময়ে প্রেরিত হইলে, কমিশন সচিবালয় তাহার বরাবরে পরীক্ষার রোল নম্বর ও পরীক্ষার স্থান সম্বলিত একটি বরাবরে **** উপ-অনুচ্ছেদ (১) মোতাবেক ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র তিনি না পাইয়া থাকিলে বা উহা*** ইস্যু করিবে এবং উহাতে উক্ত প্রার্থীর ছবি সংযুক্ত থাকিবে।

(২) কমিশন সচিবালয় উক্ত প্রবেশ পত্র ডাকযোগে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত প্রবেশ পত্র ব্যতীত কোন প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) কোন প্রার্থীর প্রবেশ পত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া তন্মর্মে একটি দরখাস্ত দাখিল করেন, কমিশন সচিবালয় তাহাকে একটি ডুপ্লিকেট প্রবেশ পত্র প্রদান করিতে পারিবে।

***এস, আর, ও নং ২৩৬-আইন/২০০৮, তারিখ, ৪ আগষ্ট ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ -এর সংশোধন**

১৮। **প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা**।—প্রাথমিক বা লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে এবং উক্ত গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান এক বা একাধিক বা সকল বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট প্রণয়ন, বন্টন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৯। **উত্তরপত্রের গোপনীয়তা**।—পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপন দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা কোন প্রার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে দেখানো হইবে না; উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার জন্য কোন দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে না; এবং এই সকল বিষয়ে কমিশন অভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

২০। **শূন্য পদের সংখ্যা অবহিতকরণ, চাহিদাপত্র প্রেরণ এবং কমিশন কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন**।— (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রবেশ পদে বিদ্যমান শূন্য পদের সংখ্যাসহ পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রবেশ পদে নিয়োগের চাহিদাপত্র কমিশন সচিবালয় বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে কমিশন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত বিধানাবলী সাপেক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উপযুক্ত প্রার্থীগণের মধ্য হইতে কমিশন, তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন করিবে এবং প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য তাহাদের নাম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্রের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিতে এবং পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য তাহাদের নাম সুপারিশ করিতে পারিবে।

২১। **জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুতকালীন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম অনুসরণ**।—লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মেধাক্রম সহকারী জজগণের জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

২২। **নির্দেশনা**।—এই আদেশের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও অন্যান্য আদেশ এবং অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে পারিবে; এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তদনুসারে কর্ম করিবেন।

১ম তফসিল

[অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য]

[সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ]

প্রথম ভাগ

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ

মোট নম্বর -৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়		নম্বর
১।	সাধারণ বাংলা...		১০০
২।	সাধারণ ইংরেজী		১০০
৩।	**বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- বাংলাদেশ বিষয়সমূহ...	৫০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ - আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ..	৫০	
৪।	**প্রাথমিক গণিত এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞান ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- এস,এস,সি পরীক্ষার সমমানের আবশ্যিক গণিত	৫০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ- দৈনন্দিন বিজ্ঞান...	৫০	

দ্বিতীয় ভাগ

আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর -৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়		নম্বর
১।	**দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)....	৬০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ-	৪০	
	Specific Relief Act, 1877 (Act I of 1877)		
	Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)		

ক্রমিক নং	বিষয়		নম্বর
২।	**অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).................	৪০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ- Code of Criminal Procedure, 1860 (Act V of 1898)...	৪০	
	‘গ’ অংশ ঃ- বিশেষ আইন .... Special Powers Act, 1974 (Act XIV of 1974) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, (২০০০ সনের ৮নং আইন)।	২০	
৩।	**পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- মুসলিম আইন...	৭০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ- হিন্দু আইন..	৩০	
৪।	**সাংবিধানিক আইন এবং আইনের ব্যাখ্যা ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- সাংবিধানিক আইন	৮০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ- .... আইনের ব্যাখ্যার ধারণা এবং General Clauses Act, 1897 (Act X of 1897)	২০	

তৃতীয় ভাগ

ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর - ২০০

[একজন প্রার্থী নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মধ্য হইতে যে কোন দুইটি বিষয় নির্বাচন করিতে পারিবেন]

ক্রমিক নং	বিষয়		নম্বর
১।	**দেওয়ানী আদালত, কোর্ট ফি ও মোকাদ্দমার মূল্যমান, তামাদি, স্ট্যাম্প এবং সরকারী পাওনা আদায় সংক্রান্ত আইন ঃ**		
	‘ক’ অংশ ঃ- .... Civil Courts Act, 1887 (E.B. Act XII of 1887) Courts- Fees Act, 1870 (Act VII of 1870) Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) Suits Valuation Act, 1887 (Act VII of 1887)	৭০	১০০
	‘খ’ অংশ ঃ- Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908)	২০	
	‘গ’ অংশ ঃ- Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913)....................................	১০	

২। **স্থাবর, অস্থাবর ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি হস্তন্তর, নিবন্ধন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ঃ**

'ক' অংশ ঃ- Transfer of Property Act, 1882 .... ৪০
(Act VI of 1882)

'খ' অংশ ঃ- ২০
Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908)
Sale of Goods Act, 1930 (Act III of 1930)

'গ' অংশ ঃ- ৪০
Patents and Designs Act, 1911 (Act II of 1911)

Publication of Books (Regulation and Control) Ordinance, 1965 [EPO V of 1965]

The Trade Marks Act, 1940 (Act V of 1940)
কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৮ নং আইন)

১০০

৩। **ভূমি, অর্পিত সম্পত্তি ও স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ঃ**

'ক' অংশ ঃ- ৫০
Sate Acquisition and Tenancy Act, 1950
(EB Act XXVIII of 1951)

Non Agricultural Tenancy Act, 1949
(EB Act XXIII of 1949)

'খ' অংশ ঃ- ৫০
Bangladesh Abandoned Property
(Control, Management and Disposal) Order, 1972
[P.O 16 of 1972]

Bangladesh (Vesting of Properties and Assets)
Order, 1972 [P.O 29 of 1972]

Abandoned Buildings
(Supplementary Provisions) Ordinance, 1985
[Ord. LIV of 1985]

Acquisition and Requisition of Immovable
Property Ordinance, 1982
[Ord. II of 1982]

১০০

৪। **বাণিজ্য ও শিল্প আইন** ১০০

(Commercial and Industrial Laws)

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
৫।	**চুক্তি ও টর্ট সংক্রান্ত ধারণা এবং আইন ঃ**	
	'ক' অংশ ঃ- Contract Act, 1872 (Act IX of 1872) ৬০	১০০
	'খ' অংশ ঃ- Law of Torts ৪০	
৬।	**বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও আইন এবং আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন ঃ**	
	'ক' অংশ ঃ - .... ৮০ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা এবং তদবিষয়ে নিম্নবর্ণিত আইনের বিধানাবলী ঃ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) Muslim Family Laws Ordinance, 1961 [Ord. VIII of 1961] Village Courts Ordinance, 1976 [Ord, LXI of 1976] Family Courts Ordinance, 1985 [Ord. XVIII of 1985] সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১নং আইন) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন)	১০০
	'খ' অংশ ঃ- আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়ক আইন-কানুন .... ২০ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) বিধান আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১ (এস, আর, ও নং ১৩১-আইন/২০০১, তারিখ ২৪-০৫-২০০১)	

২য় তফসিল

[অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য]

[জরুরী ভিত্তিতে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ]

প্রথম ভাগ

সাধারণ বিষয়

মোট নম্বর ১০০

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর

ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান ঃ—

‘ক’ অংশ ঃ- সাধারণ বাংলা	২৫	১০০
‘খ’ অংশ ঃ- সাধারণ ইংরেজী	২৫	
‘গ’ অংশ ঃ- বাংলাদেশ বিষয়সমূহ..	২৫	
‘ঘ’অংশ ঃ-আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ..	২৫	

দ্বিতীয় ভাগ

আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর -৩০০

[একজন প্রার্থী নিম্নবর্ণিত চারটি বিষয় হইতে যে কোন তিনটি বিষয় নির্বাচন করিতে পারিবেন]

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর

১। **দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন ঃ—**

‘ক’ অংশ ঃ-Code of Civil Procedure,1908 (Act V of 1908)..	৫০	১০০
‘খ’ অংশ ঃ-Specific Relief Act, 1877 (Act I of 1877)	২০	
‘গ’ অংশ ঃ-Evidence Act , 1872 (Act I of 1872)	২০	
‘ঘ’ অংশ ঃ-Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908)	১০	

২। **অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঃ—**

‘ক’ অংশ ঃ-Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).................. ৪০
‘খ’ অংশ ঃ- Code of Criminal Procedure, 1898
(Act V of 1898)... ৪০
‘গ’ অংশ ঃ- বিশেষ আইন ২০
১০০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন)
আইন- শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন,
২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন)

৩। **পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন (Personal Laws) ঃ—**
‘ক’ অংশ ঃ- মুসলিম আইন ৬০
‘খ’ অংশ ঃ- হিন্দু আইন ৩০
‘গ’ অংশ ঃ- Family Courts Ordinance, 1985 .... ১০
[Ord. XVIII of 1985]
১০০

৪। **সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ঃ—**
‘ক’ অংশ ঃ-State Acquisition and Tenancy Act, 1950
(EBA XXVIII of 1951).. ৩০
‘খ’ অংশ ঃ- Non Agricultural Tenancy Act, 1949
(EBA XXIII of 1949) ২০
‘গ’ অংশ ঃ- Transfer of Property Act, 1882
(Act VI of 1882)... ৩০
‘ঘ’ অংশ ঃ- Contract Act, 1872 (Act IX of 1872) ২০
১০০

৩য় তফসিল

[অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য]

[সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার পদ্ধতি]

১। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন এর অনুরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল বোর্ড গঠন বা কোন মেডিকেল অফিসারকে মনোনীত করিবেন। কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করিবেন এবং তাহা প্রার্থীগণকে অবহিত করা হইবে।

২। সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠিত হইবে, তবে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা তিন এর নিম্নে হইবে না। তাহাদের মধ্যে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কমিশন, মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন প্রার্থীকে পরবর্তী কোন তারিখে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪। এই তফসিলের শেষাংশে বর্ণিত ফরমে মহাপরিচালক, প্রত্যেক প্রার্থী সম্পর্কিত মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার এর প্রতিবেদন তাঁহার প্রতিস্বাক্ষরক্রমে কমিশন বরাবরে দাখিল করিবেন।

৫। কোন পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৫২৪ মিটার ও ৪৫ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৪৭৩ মিটার ও ৪০ কেজির কম হইলে তিনি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। বয়স, উচ্চতা এবং বক্ষদেশের পরিমাপের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কোন প্রার্থীকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নের ছক নির্দেশিকা হিসাবে অনুসরণ করিতে হইবে ঃ—

জুতা পরিধানকালীন উচ্চতা	পূর্ণ শ্বাসত্যাগে বক্ষদেশের পরিমাপ **(Chest measurement of full expiration)**	সর্বনিম্ন প্রসারণ পরিসীমা **(Range of expansion not less than)**
মিটার	সেন্টিমিটার	সেন্টিমিটার
১.৫২৪-১.৬৫১	৭৬.২	৫.১
১.৬৫১-১.৭২৭	৭৮.৭	৫.১
১.৭২৭-১.৭৭৮	৮১.৩	৫.১
১.৭৭৮-১.৮২৯	৮৩.৮	৫.১
১.৮২৯ এর অধিক	৮৬.৪	৫.১

৭। প্রার্থীর উচ্চতা নিম্নরূপে পরিমাপ করিতে হইবে ঃ—

কোন প্রার্থী তাহার জুতা খুলিয়া পদদ্বয় যুক্ত করিয়া পরিমাপকের সহিত তাহার কাঁধ ও নিতম্ব ঠেকাইয়া তাহার পায়ের সম্মুখভাগ বা আঙ্গুলের পরিবর্তে গোড়ালীর উপর ভর দিয়া অপ্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ব্যতীত সোজাভাবে দাঁড়াইবেন। তাহার মস্তক সোজাভাবে অনুভূমিক যষ্টিকা (horizontal bar) এর নীচে স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহার উচ্চতা মিটারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। প্রার্থীর বক্ষদেশ নিম্নরূপে পরিমাপ করিতে হইবে ঃ—

কোন প্রার্থী তাহার পদদ্বয় সংযুক্তপূর্বক দুই বাহু মাথার উপর তুলিয়া সোজা দাঁড়াইবেন। পরিমাপক ফিতাটি তাহার বক্ষদেশ ঘিরিয়া এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ইহার বহিঃপ্রান্ত তাহার পিঠের ডানে ও বাঁয়ে দুটি চেটালো অস্থি (blades) এর যে কোন একটির নীচের কোণকে স্পর্শ করে এবং ফিতাটি যেন একই অনুভূমিক সমতল (horizontal plane)-এ স্থাপিত থাকে। অতঃপর প্রার্থী তাহার বাহুদ্বয় তাহার দুই পার্শ্বে শিথিলভাবে এমনভাবে নামাইয়া রাখিবেন যাহাতে ফিতাটি বক্ষদেশ হইতে বিচ্যুত না হয়। অতঃপর প্রার্থীকে কয়েকবার গভীরভাবে প্রঃশ্বাস নিতে বলা হইবে ও তাহার বক্ষদেশের সর্বোচ্চ প্রসারণ সতর্কতার

সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার সর্বনিম্ন প্রসারণ ৮৩.৮-৮৮.৯, ৮৬.৪-৯১.৪/২.৫৪/৫.১ ইত্যাদিরূপে সেন্টিমিটারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯। প্রার্থীর ওজন পরিমাপপূর্বক তাহার ওজন কেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কেজির ভগ্নাংশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই তবে ভগ্নাংশ ০.৫ কেজি বা উহার উর্ধ্বে হইলে তাহা পূর্ণ কেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০। প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি নিম্নরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে ঃ—

(ক) **সাধারণ**—চোখের কোন রোগ বা অস্বাভাবিকতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রার্থীর চোখের সাধারণ পরীক্ষা করিতে হইবে। তির্যক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রার্থী বা যে প্রার্থীর চোখ, চোখের পাতা রোগগ্রস্ত অথবা চোখের এমন কোন রোগ বা সমস্যা রহিয়াছে যাহা তাহাকে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অক্ষম করিয়া তুলিবে, সেই প্রার্থীকে অযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(খ) **দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা** (Visual Acuity)—দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিরুপণের উদ্দেশ্যে প্রার্থীর চোখের কাছের দৃষ্টি ও দূরের দৃষ্টি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং পরীক্ষার সময় চোখের পাতা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে।

১১। কোন প্রার্থী চাকুরীতে দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তাহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিম্নবর্ণিত মানের নিম্নে হয় ঃ—

পরিমাপের মান-১

চোখ	ডান চোখ	বাম
দূরের দৃষ্টি (Distant vision)	v.6/6	v.6/6
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads-0.6/T1/N5	Reads 0.6/J1/N5

পরিমাপের মান-২

	অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)
দূরের দৃষ্টি (Distant vision)	v.6/6	চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/১২ এর নিম্নে নহে
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads-0.6/T1/N5	Reads-1/T2/N6

পরিমাপের মান-৩

অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)	
দূরের দৃষ্টি	v. চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/৬ এর নিম্নে নহে	চশমা ব্যতীত ৬/৬০ এর নিম্নে নহে এবং চশমাসহ ৬/১২ এর নিম্নে নহে
কাছের দৃষ্টি (Near vision)	Reads-0.6/T1/N5	Reads-1/T4/N8

পরিমাপের মান-৪

	অধিকতর ভালো চোখ (Better eye)	অধিকতর মন্দ চোখ (Worse eye)
চশমা ব্যতীত দূরের দৃষ্টি	*6/24	*6/24
চশমাসহ দূরের দৃষ্টি	6/6	6/12
চশমাসহ অথবা চশমা ব্যতীত কাছের দৃষ্টি	0.6/T1/N5	0.6/T2/N6

*৬/৬ এ অস্থায়ীভাবে কমানো ।

১২। চশমা ব্যতীত দূরের দৃষ্টি ৬ মিটার দূরত্ব হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং চশমা ব্যতীত কাছের দৃষ্টি পরিমাপের ক্ষেত্রে পরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্ব হইতে পরীক্ষা করিতে হইবে।

১৩। রং প্রত্যক্ষকরণ (Colour Pereception), নিশিকালীন দৃষ্টিক্ষীণতা (Night Blindness) এবং দৃষ্টি ক্ষেত্র (Field of Vision) ঃ—

(ক) প্রতিটি চোখ আলাদাভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার সময় চোখের পাতা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(খ) মূল রং পার্থক্য করিবার অক্ষমতার কারণে কোন প্রার্থীকে অযোগ্য গণ্য করা যাইবে না, তবে ইহা পরীক্ষার সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং প্রার্থীকে তাহা জানাইতে হইবে।

(গ) হস্ত বিচলন (hand movements) দ্বারা পরীক্ষার সময় প্রত্যেক চোখের পূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেত্র (full field of vision) থাকিতে হইবে।

১৪। প্রার্থীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কতটা (degree of acuteness of vision), তাহা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ঃ—

V.P.	With glasses	Reads
V.L.	With glasses	Reads

১৫। গুরুত্বপূর্ণ অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে চক্ষুবিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। পরীক্ষকের উপস্থিতিতে ধারণকৃত প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। (১) প্রার্থীর নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে ঃ—

(ক) প্রত্যেক কানের শ্রবণ ক্ষমতা ভালো কিনা এবং কানে কোন নিরাময় অযোগ্য অসুস্থতার চিহ্ন রহিয়াছে কিনা;

(খ) বাচনভঙ্গিতে কোন প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে কিনা;

(গ) দন্তসমূহ ও দন্তসমূহের সারি ভাল অবস্থায় রহিয়াছে কিনা;
[পূর্ণভাবে ভরাট করা (Well filled) দন্তকে ভাল দন্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে]

(ঘ) বক্ষদেশ সুগঠিত ও তাহার প্রসারণ যথেষ্ট কিনা এবং তাহার হৃদপিন্ড ও ফুসফুস ভালো অবস্থায় রহিয়াছে কিনা;

(ঙ) কোন অস্বাভাবিক রোগ রহিয়াছে কিনা;

(চ) Hydrocele (severe degree of varicocle variose veins) বা অর্শ রহিয়াছে কিনা;

(ছ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বাহু ও পায়ের পাতা সুগঠিত কিনা এবং তাহার দেহের সকল সন্ধিসমূহের মুক্ত ও সঠিকভাবে চলাচলের ক্ষমতা রহিয়াছে কিনা;

(জ) কোন নিরাময় অযোগ্য চর্ম রোগ রহিয়াছে কিনা;

(ঝ) কোন জন্মগত বিকলাঙ্গতা রহিয়াছে কিনা;

(ঞ) এমন কোন তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের আলামত রহিয়াছে কিনা যাহা কোন ক্ষতিগ্রস্ত শারীরিক বা মানসিক গঠনের ইঙ্গিত করে;

(ট) শরীরে কার্যকর টিকার চিহ্ন রহিয়াছে কিনা; এবং

(ঠ) সংক্রামক কোন গুরুতর রোগ হইতে প্রার্থী মুক্ত কিনা।

(২) প্রার্থীর কোন খুঁত বা ত্রুটি পাওয়া গেলে তাহা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে এবং পরীক্ষককে এই মর্মে মতামত প্রদান করিতে হইবে যে উক্ত খুঁত বা ত্রুটির কারণে প্রার্থীর কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত ঘটিবে কিনা এবং উক্ত খুঁত বা ত্রুটি অস্ত্রোপচারের দ্বারা সংশোধন করা যাইবে কিনা।

১৮। প্রার্থী সংক্রামক ব্যধি হইতে মুক্ত এতদ্‌মর্মে কোন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৯। মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক একজন প্রার্থীকে কোন খুঁত বা ত্রুটির কারণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উক্ত খুঁত বা ত্রুটিসহ অযোগ্যতার ঘোষণার বিষয়টি প্রার্থীকে জানাইতে হইবে। প্রার্থী উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশন বরাবরে আপীল করিতে পারিবেন।

২০। (১) আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষা সংক্রান্ত আপীল শুনানী হইবে কিনা তদ্‌বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(২) আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল আপীল বোর্ড গঠন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষার নিমিত্ত তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। স্বাস্থ্য পুনঃপরীক্ষায় ফলাফল এর বিষয়ে মেডিকেল আপীল বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনের ফরম

[প্রার্থীকে পূরণ করিতে হইবে]

১। প্রার্থীর নাম ঃ

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৩। মাতার নাম ঃ

৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা .... ডাকঘর ....
থানা/উপজেলা .... জেলা ....

৫। বর্তমান ঠিকানা ঃ ....
....
....

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৭। জন্ম তারিখ ঃ

৮। পরীক্ষার নাম ঃ...........তম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা

৯। রোল নম্বর ঃ

১০। প্রার্থীর স্বাক্ষর ঃ

১১। তারিখ ঃ

মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার
কর্তৃক ব্যবহারের জন্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত ......তম বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থী জনাব/বেগম .... রোল নম্বর .... এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছি এবং .... তারিখ .... ঘটিকায় অনুষ্ঠিত তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে আমরা নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করিলাম ঃ—

উচ্চতা (জুতা ব্যতীত) ঃ .... মিটার .... সেন্টিমিটার ওজন ঃ .... কেজি ।

বক্ষদেশের পরিমাপ ঃ .... প্রশ্বাস .... নিশ্বাস ফেলা

প্রার্থীর উক্তি অনুসারে তাহার বয়স .... বৎসর এবং দৃষ্টিগোচরতায় তাহার বয়স .... বৎসর ।

* প্রার্থী পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া থাকিলে ঃ—

বয়স	পরীক্ষার নাম	অযোগ্য ঘোষণার কারণ বা কারণসমূহ, যদি জানা থাকে

* যদি প্রার্থী পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে অযোগ্য ঘোষিত না হইয়া থাকে; তবে এই অনুচ্ছেদটি কাটিয়া দিতে হইবে ।

স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার কার্যধারা অনুসরণপূর্বক আমরা/আমি প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছি ।

সাধারণ নিশ্চিতকরণ ....

(ক)	চশমা ব্যতীত	ঃ	ডান চোখ ..... বাম চোখ .....
(খ)	চশমাসহ	ঃ	ডান চোখ ..... বাম চোখ .....
(গ)	ত্রুটি বা খুঁত এর প্রকৃতি ও তীব্রতা	ঃ	
(ঘ)	দাঁত	ঃ	
(ঙ)	শ্রবণ ক্ষমতা	ঃ	
(চ)	ফুসফুস	ঃ	
(ছ)	হৃদপিন্ড	ঃ	
(জ)	যকৃত	ঃ	
(ঝ)	পীহা	ঃ	
(ঞ)	অন্য কোন ত্রুটি অথবা বিকলাঙ্গতা	ঃ	
(ট)	শনাক্তকরণ চিহ্ন	ঃ	
(ঠ)	* প্রস্রাবে শর্করা	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত
(ড)	* Albuminuria	ঃ	উপস্থিত/অনুপস্থিত

(ঢ) * অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia) ঃ উপস্থিত/অনুপস্থিত

(ণ) * Hydrocele ঃ উপস্থিত/অনুপস্থিত

* প্রযোজ্যতা অনুসারে "উপস্থিত" অথবা "অনুপস্থিত" কাটিয়া দিতে হইবে।

* আমরা/আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি সুস্বাস্থ্য ও ভাল শারীরিক গঠনের অধিকারী, ক্লান্তিকর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে সক্ষম, তিনি এমন কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সহকারী জজ পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে এবং সর্বোপরি তিনি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ পদে নিয়োগলাভের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি।

অথবা

* আমরা/আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তিনি নিম্নোক্ত কারণে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ পদে নিয়োগ লাভের জন্য একজন অযোগ্য ব্যক্তি।

[এইখানে বাতিল করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে]

[যাহা প্রযোজ্য নহে তাহা কাটিয়া দিতে হইবে]

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর	পদবী
১।	....	....	সভাপতি
২।	....	....	সদস্য
৩।	....	....	সদস্য
৪।	....	....	সদস্য
৫।	....	....	সদস্য

মহাপরিচালকের প্রতিস্বাক্ষর ও সীল ....

স্থান ....

তারিখ ....

কমিশনের আদেশক্রমে

এম আতোয়ার রহমান
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ২৫, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ১১ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/২৫ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৭৫-আইন/২০০৮ ।— বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এর শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ এবং বিভাগীয় পরীক্ষার পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নিম্নরূপ আদেশ জারী করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ** ।—(১) এই আদেশ *শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮* নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আদেশ কার্যকর হইবার পর নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫-এর দফা (৬) অনুসারে প্রণীত Rules of Business এর আওতায় সার্ভিসের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

(খ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(গ) "কমিশন সচিবালয়" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই আদেশের তফসিল;

(ঙ) "প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) "বিভাগীয় পরীক্ষা" অর্থ অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীনে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ২ এর দফা (চ)-তে সংজ্ঞায়িত শিক্ষানবিস; এবং

(জ) "শিক্ষানবিসিকাল" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৬ এর দফা (১) এ উল্লেখিত মেয়াদ, এবং বর্ধিত মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ**।—(১) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (চ) এর বিধান অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে তাহার শিক্ষানবিসিকালে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে এবং এইরূপ ব্যবস্থা করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিস উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিবেন এবং সফলতার সহিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করিবেন।

(২) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের পাঠক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তৎসম্পর্কে প্রাসঙ্গিক পরামর্শ দিতে পারিবে।

(৩) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিসের ডোসিয়ারে রক্ষিত থাকিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিস সফলতার সহিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহা সম্পন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে পুনরায় সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **প্রশিক্ষণ**।—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রত্যেক শিক্ষানবিসকে বিচারিক কার্য পরিচালনা, আদালত ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জেলা ও দায়রা জজের অধীন ন্যস্ত করিবে; এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জেলা ও দায়রা জজ তাহার এখতিয়ারভুক্ত জেলায় কর্মরত মেট্রোপলিটন সেশনস জজের সহিত আলোচনাক্রমে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত মেয়াদের আংশিক সময়ের জন্য মেট্রোপলিটন সেশনস আদালতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) শিক্ষানবিসিকালে শিক্ষানবিসকে সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত মেয়াদে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে সর্বমোট চার মাস;

(খ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতে দুই মাস;

(গ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিন মাস;

(ঘ) রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কালেক্টরেটে এক মাস;
(ঙ) সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিষয়ে দুই মাস;
(চ) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ হিসাবে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দুই মাস এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত দুই মাস ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনবোধে, এই উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রশিক্ষণের মেয়াদ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে যে কোন পর্যায়ে কোন শিক্ষানবিসকে আদালতে বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানে কোন বাধা থাকিবে না।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত বিভিন্ন আদালতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট জেলা ও দায়রা জজ নির্ধারণ করিবেন।

(৪) উক্ত আদালতসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সময় শিক্ষানবিসকে আদালতের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**।—(১) সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত এবং যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে বিচার কর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ লাভের সময় শিক্ষানবিসকে—

(ক) Small Causes Court-এবং বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত মামলাসহ চারটি দেওয়ানী মামলা, দুইটি পারিবারিক মামলা, দুইটি ফৌজদারী মামলায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ, প্লিডিংস এর সারাংশ লিখন, মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত নোট লিপিবদ্ধকরণ, আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ ও নোট গ্রহণ, দুইটি দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া নজির (Case Law) বিশ্লেষণপূর্বক রায় লিখিতে হইবে;

(খ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আদেশ লিখিতে হইবে, যাহা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী আদালতের বিচারক নির্ধারণ করিয়া দিবেন;

(গ) আদালতের সময়সূচী অনুযায়ী জেলা জজ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে বিভিন্ন আদালতের বিচারকের সহিত আসনগ্রহণ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত মোকদ্দমাসমূহের বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে নোট গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) আদালতের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(১) সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে ব্যবহৃত রেজিস্টার ও ফরমসমূহ;
(২) প্রত্যেক শ্রেণীর মোকদ্দমার নথির শ্রেণীবিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা;
(৩) ডিক্রী এবং বয়নামা (Sale Certificate) প্রস্তুতকরণ;

(৪) মোকদ্দমা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কার্যবিবরণী ও বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
(৫) মহাফেজখানায় নথি বিন্যাস, নথি পরীক্ষা, নথি সংরক্ষণ এবং নথি বিনষ্টকরণ;
(৬) নেজারত বিভাগের কার্যক্রম বিশেষ করিয়া জারীকারকদের মধ্যে সমন বন্টন এবং নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠান;
(৭) হিসাব বিভাগ ও নকল বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;
(৮) Civil Rules and Orders, Vol. 1 এবং Manual of Practical Instructions for the Conduct of Civil Cases এর বিধানাবলী আদালত ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ ।

(ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর দফা (ক) ও (খ) অনুসারে শিক্ষানবিস কর্তৃক লিখিত আদেশ ও রায় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ ও যুগ্ম-জেলা জজ পর্যালোচনা ও পরীক্ষান্তে শিক্ষানবিসকে প্রয়োজনবোধে উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং জেলা ও দায়রা জজও উক্ত আদেশ ও রায়সমূহ পরীক্ষান্তে শিক্ষানবিসকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন ।

(২) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ও দায়রা জজের অধীন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় শিক্ষানবিস—

(ক) আদালতে বিচারের জন্য প্রস্তুত বিভিন্ন আপীল ও রিভিশন মামলাসহ দেওয়ানী দায়রা মোকদ্দমা শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবেন এবং আইনজীবীগণের যুক্তিতর্কের নোট গ্রহণান্তে প্রচলিত আইন ও নজিরের (Case Law) আলোকে শ্রবণকৃত মামলার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) আদালতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষানবিস দফা (ক) অনুযায়ী লব্ধ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে লিখিতভাবে জেলা ও দায়রা জজের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং তিনি উহা পরীক্ষান্তে, প্রয়োজনবোধে, তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) জেলা দায়রা জজ আদালতের প্রতিটি বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং ঐ বিভাগসমূহে যে সমস্ত নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় উহা পর্যবেক্ষণ করিবেন ।

(৩) জেলা ও দায়রা জজের অধীন শিক্ষানবিস কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে জেলা ও দায়রা জজ তাহাকে আদালতের কোন নির্দিষ্ট অফিস বা বিভাগ পরিদর্শনের জন্য ন্যস্ত করিবেন; শিক্ষানবিস Civil Rules and Orders Vol.1 এর বিধান অনুসরণপূর্বক পরিদর্শন অন্তে জেলা ও দায়রা জজের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষানবিসকে উপযুক্ত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিবেন ।

(৪) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য শিক্ষানবিসকে, ক্ষেত্রমত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইবে এবং তিনি তাহার নিজের

বা তাহার অধীনস্ত যে কোন আদালতে শিক্ষানবিসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এমনভাবে গ্রহণ করিবেন যাহাতে শিক্ষানবিস নিম্নলিখিত বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করিতে পারেন, যথা ঃ—

(ক) ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অনুসন্ধান, তদন্ত বা অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতি;
(খ) জামিন, রিমান্ড, সাক্ষী ও আসামীর বিবৃতি লিপিবদ্ধকরণ এবং সনাক্তকরণ মহড়া অনুষ্ঠান পদ্ধতি;
(গ) ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার কার্যপদ্ধতি;
(ঘ) Penal Code, 1860 এর ষোলতম ও সতেরতম অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার পদ্ধতি;
(ঙ) বিভিন্ন বিশেষ আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিচার পদ্ধতি;
(চ) সামারী ট্রায়াল এর পদ্ধতি;
(ছ) জেলখানার অন্তরীণ বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থান বিষয়ে প্রচলিত আইন কানুন; এবং
(জ) হাইকোর্ট জেনারেল রুলস্ এন্ড সার্কুলার অর্ডারস্ ।

(৫) রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য জেলা ও দায়রা জজ শিক্ষানবিসকে কালেক্টরেটে ন্যস্ত করিবেন এবং ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর এমনভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করিবেন যাহাতে শিক্ষানবিস সরকারী দাবী আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, অর্পিত ও অনাবাসী সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, স্থাবর সম্পত্তির নামজারী, খাসজমি ও জলমহাল লীজ প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং রেভিনিউ আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারেন ।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষানবিসকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে ।

(৭) জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (Public Administration Training Policy) এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলীর আলোকে প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষানবিসকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে (Foundation Training) অংশগ্রহণ করিতে হইবে ।

৬। **জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন প্রেরণ** ।—জেলা ও দায়রা জজ অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত সামগ্রিক প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং শিক্ষানবিস সফলতার সহিত তাহার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন কিনা সেই সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন ।

৭। **বিভাগীয় পরীক্ষা** ।—(১) শিক্ষানবিসকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই শিক্ষানবিসকে তফসিলে বর্ণিত পাঠ্যক্রম এবং আদেশের অন্যান্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে ।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত হইবে ।

৮। **বিভাগীয় পরীক্ষার সময়সূচী, ইত্যাদি** ।—(১) প্রতি বৎসর দুই বার, সম্ভব হইলে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে, বিভাগীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে ।

(২) কমিশন সচিবালয় পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচী ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং কর্তৃপক্ষ কমিশনের চাহিদা মোতাবেক তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৯। **বিভাগীয় পরীক্ষার নম্বর বন্টন**।—(১) বিভাগীয় লিখিত পরীক্ষার নম্বর বন্টন হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

** ---(১) বিভাগীয় লিখিত পরীক্ষার নম্বর বন্টন হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—*

(ক) প্রথম পত্র সংবিধান, অধঃস্তন আদালতের গঠন, এখতিয়ার ও কার্যপদ্ধতি ১০০ নম্বর

(খ) দ্বিতীয় পত্র পারিবারিক আইন ১০০ নম্বর

(গ) তৃতীয় পত্র গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ১০০ নম্বর

(ঘ) চতুর্থ পত্র দাপ্তরিক কার্য পদ্ধতি এবং চাকুরী সংক্রান্ত আইন ১০০ নম্বর।

(২) কোন পত্রে একাধিক বিভাগ থাকিলে প্রার্থীকে সকল বিভাগের উপর পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৩) ১০০ নম্বরযুক্ত প্রতিটি পত্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিন ঘন্টা সময় দেওয়া হইবে।

(৪) তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র মূল আইন (Bare Acts) এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তকসমূহ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১০। **বিভাগীয় পরীক্ষায় পাসের নম্বর**।—(১) কোন শিক্ষানবিসকে তফসিলে উল্লেখিত প্রতিটি পত্রে ন্যূনতম ৬০ নম্বর পাইতে হইবে এবং উক্ত নম্বর পাইলে তাহাকে বিভাগীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(২) কমিশন প্রত্যেক শিক্ষানবিসের পরীক্ষার ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

১১। **একাধিকবার বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ**।—কোন শিক্ষানবিস বিভাগীয় পরীক্ষায় তফসিলে উল্লেখিত সকল বা কোন নির্দিষ্ট পত্রে প্রথমবারে কৃতকার্য হইতে না পারিলে তিনি যে পত্র বা পত্রসমূহে অকৃতকার্য হইবেন, শিক্ষানবিসিকালে সেই পত্র বা পত্রসমূহ পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাকে একাধিকবার সুযোগ দেওয়া যাইবে।

১২। **বিভাগীয় পরীক্ষার ভাষা**।—কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে শিক্ষানবিস বিভাগীয় পরীক্ষায় বাংলা বা ইংরেজী যে কোন একটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

** এস. আর. ও ২১-আইন/২০০৯, তারিখ:১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ- এর সংশোধন*

১৩। **প্রশ্নপত্র প্রনয়ণ ও সমন্বয়**।—কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিচারক হিসাবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত বা উক্ত সার্ভিস

হইতে অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা বিভাগীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সমন্বয় (Moderation) করিবেন।

১৪। **উত্তরপত্র পরীক্ষা ও গোপনীয়তা।**—(১) অনুচ্ছেদ ১৩-তে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভাগীয় পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষিত হইবে।

(২) সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা কোন শিক্ষানবিসকে বা তাহার প্রতিনিধিকে দেখানো হইবে না বা উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার জন্য কোন দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে না।

১৫। **পরীক্ষার স্থান।**—সকল বিভাগীয় পরীক্ষা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬। **প্রবেশ পত্র।**—(১) কমিশন সচিবালয় বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রত্যেক শিক্ষানবিসের বরাবরে তাহার পরীক্ষার রোল নম্বর ও পরীক্ষার স্থান উল্লেখপূর্বক একটি প্রবেশপত্র ইস্যু করিবে এবং উহাতে তাহার ছবি সংযুক্ত থাকিবে।

(২) প্রবেশপত্র ব্যতিত কোন শিক্ষানবিসকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

১৭। **পরীক্ষার হলে অসদাচারণের শাস্তি।**—(১) যদি কোন শিক্ষানবিস পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করেন বা কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশাবলী লংঘন করেন বা পরীক্ষার হলে অন্যকোন পরীক্ষার্থী, পরিদর্শক বা পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত কাহারও সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বা পরীক্ষার হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহ অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন শিক্ষানবিস উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত অসদাচরণ করিলে কমিশন তাহাকে উক্ত অসদাচরণের জন্য যে পত্রের পরীক্ষায় উক্তরূপ অসদাচরণ করিয়াছেন তাহা বাতিল করিবেন বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরীক্ষা বাতিল করিবেন বা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী এক বা একাধিক বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অসদাচরণের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

১৮। **তফসিল সংশোধন।**—উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Munsifs Training and Probation Rules, 1979 এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও এই আদেশ জারী হইবার পূর্বে সার্ভিসে নিয়োগকৃত শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর রহিতকৃত বিধিমালা অনুসারে পরিচালিত হইবে; তবে চাকুরীতে তাহাদের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল *-------

[অনুচ্ছেদ ২(খ) দ্রষ্টব্য]

<u>১ম পত্র</u>

সংবিধান, অধঃস্তন আদালতের গঠন, এখতিয়ার ও কার্যপদ্ধতি

(পুস্তক ব্যতীত)

সময়-৩ ঘন্টা

পূর্ণমান-১০০

পাস নম্বর-৬০

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*
২. *Judicial Officers Protection Act, 1850 (Act XVII of 1850)*
৩. *Civil Courts Act, 1887 (Act XII of 1887)*
৪. *Small Cause Courts Act, 1887 (Act IX of 1887)*
৫. *Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)*
৬. *Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)*
৭. *Contemp of Courts Act, 1926 (Act XII of 1926)*
৮. *Administrative Tribunals Act, 1980 (Act VII of 1981)*
৯. *আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন)*

<u>২য় পত্র</u>

পারিবারিক আইন

(পুস্তক ব্যতীত)

সময়-৩ ঘন্টা

পূর্ণমান-১০০

পাস নম্বর-৬০

১. *মুসলিম আইন*
Inheritance-Wills-Gifts-Wakfs-Preemption-Marriage-Dower-Divorce-Parentage-Legitimacy
Acknowledgement-Guardianship of and person and Property-Maintenance.

২. *হিন্দু আইন*
Inheritance- Marriage- Adoption- Maintenance- Gift- Wills- Stridhan-Religious and Charitable Endowments-Minority and Guardianship.

৩. *Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 (Act XII of 1928)*

৪. *Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act XIX of 1929)*
৫. *Muslim Personal Laws (Shari at) Application Act, 1937 (Act XXVI of 1937)*
৬. *Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (Act VIII of 1939)*
৭. *Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Act VIII of 1961)*
৮. *Dowry Prohibition Act, 1980 (Act XXXV of 1980)*
৯. *Family Courts Ordinance, 1985 (Ord, XVIII of 1985)*

৩য় পত্র

গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন

(পুস্তকসহ)

সময়-৩ ঘন্টা

পূর্ণমান-১০০

পাস নম্বর-৬০

১. *Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860)*
২. *Court Fees Act, 1870 (Act VII of 1870)*
৩. *Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)*
৪. *Specific Relief Act, 1877 (Act of 1877)*
৫. *Negotiable Instruments Act, 1881 (Act XXVI of 1881)*
৬. *Transfer of Property Act, 1882 (Act of IV of 1882)*
৭. *Suits Valuation Act, 1887 (Act VII of 1887)*
৮. *Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908)*
৯. *Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908)*
১০. *Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913)*
১১. *Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (Act XIII of 1949)*
১২. *State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)*
১৩. *Children Act, 1974 (Act XXXIX of 1974)*
১৪. *Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance II of 1982)*
১৫. *বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৩নং আইন)*
১৬. *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন)*
১৭. *এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন)*
১৮. *এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২নং আইন)*
১৯. *অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন)*
২০. *গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৯নং আইন)*

৪র্থ পত্র

দাপ্তরিক কার্য পদ্ধতি এবং চাকুরী সংক্রান্ত আইন

(পুস্তকসহ)

সময়-৩ ঘন্টা

পূর্ণমান-১০০

পাস নম্বর-৬০

১. *Cvil Rules and Orders (Volume-1)*

২. *Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act XII of 1974)*

৩. *Public Servants (Retirement) Rules, 1975*

৪. *Government Servants (Conduct) Rules, 1979*

৫. *Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এবং চিত্তবিনোদন ছুটি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী*

৬. *Public Employees Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982 (Ord. XXXIV of 1982)*

৭. *সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫*

৮. *Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 (Act VI of 1986)*

৯. *সরকারী যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৬*

১০. *Warrant of Precedence, 1986*

১১. *Rules of Bussiness, 1996*

১২. *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭*

১৩. *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি, মঞ্জুরী, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০০৭*

১৪. *শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮*

১৫. *এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিয়ম-১ এর বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ঃ—*

   (ক) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন;

   (খ) চাকুরীর রেকর্ডপত্র (ডোসিয়ার) রক্ষণাবেক্ষণ অনুশাসন।

১৬. *এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিয়ম-১ এর বদলী এবং প্রেষণে নিয়োগ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ঃ—*

   (ক) বদলীযোগ্য পদে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের বদলীর নির্দেশাবলী;

   (খ) সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগের বিধান ও সুবিধাদির নির্দেশাবলী।

১৭. *এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল ভলিয়ম-১ এর বিভিন্ন প্রকার ছুটি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ঃ—*

   (ক) বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরীর নির্দেশাবলী;

(খ) মাতৃত্বজনিত ছুটি প্রাপ্যতার নির্দেশাবলী;

(গ) সংগ নিরোধ ছুটি প্রাপ্যতার নির্দেশাবলী;

(ঘ) নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুরীর নির্দেশাবলী ।

১৮. সাময়িক বরখাস্ত, ছুটি এবং অবসর ছুটিকালীন সময়ে প্রাপ্য সুবিধা সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশাবলী

১৯. আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation of Financial Powers) সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্মারক

২০. Bangladesh Service Rules Part I ।"

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে
কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব ।

**এস. আর. ও ২১-আইন/২০০৯, তারিখঃ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ - এর সংশোধন*

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ভবন, ৭ম, ৮ম ও ৯ম তলা
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ (০২) ৯৫৭৪১৫৫
ফ্যাক্স ঃ (০২) ৯৫১৩৫৫৮, (০২) ৯৫৭৪২৬৪ (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক)
web : www.jscbd.org.bd